পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 213 Wednesday, 3 July, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ২১৩ সংখ্যা ✱ ১৮ আষাঢ়, ১৪৩১, বুধবার, ৩ জুলাই, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি, এবার টাকা ফেরত দিতে চান ঋতুপর্ণা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাইঃ রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে জেলে রয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সেই মামলাতেই নোটিস দেওয়া হয়েছিল অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। ইতিমধ্যেই ইডির দফতরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তাঁকে। আর এবার টাকা ফেরত দিতে চাইলেন অভিনেত্রী। সূত্রের খবর, ৭০ লক্ষ টাকা ফেরত দিতে চেয়েছেন তিনি। ইডি-র কাছে তিনি এ বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যদিও ইডি-র পক্ষ থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি। রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় কিছুদিন আগেই নোটিস দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।

প্রথমে হাজিরা এড়িয়ে গেলেও, পরে ইডি দফতরে হাজিরা দেন তিনি। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল তাঁকে। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছে নথি চাওয়া হয়েছিল, তা দিয়েছেন তিনি। একাধিক ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টও জমা দিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, অভিনেত্রী ইডি আধিকারিকদের জানিয়েছেন, ২০১৩ সালে তাঁর সংস্থায় ৬০ লক্ষ টাকা গিয়েছিল ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে। এর মধ্যে ২০১৫ সালে ২০ লক্ষ টাকা তিনি ফেরত দিয়েছেন বলেও ইডি আধিকারিকদের জানিয়েছেন। সেই টাকাই কি ফেরত দেওয়ার কথা বললেন অভিনেত্রী? এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের পর টাকা ফেরত দিয়েছিলেন টলি অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত। ৪০ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন তিনি। সেই তথ্য সামনে আসার পর বনিকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল ইডি দফতরে। পরে ৪০ লক্ষ টাকা ফেরত দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রাজ্যপাল বোসের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ জুলাইঃ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়ে রাজ্যপাল বলেন, ''আমার আত্মসম্মান নিয়ে যিনি প্রশ্ন তোলেন, তাঁকে ভুগতে হবে।'' রাজ্যপালের বিরুদ্ধে রাজভবনে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল। এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পরই দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে এক নৃত্যশিল্পীকে ধর্ষণেরও অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়ে রাজ্যপাল বলেন, ''আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, এমন কোনও মন্তব্য যদি কেউ করে থাকেন, তাহলে তাঁকে তাঁর পরিণতি ভুগতে হবে।'' মুখ্যমন্ত্রীর নাম না করে তিনি বলেন, ''তিনি আমার প্রশাসনিক সহকর্মী। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে দোষী।'' সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার আগে আগেই কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন রাজ্যপাল। এই মামলার জন্য প্রায় ১০০ পাতার ফাইল তৈরি করা হয়। ফাইলে কোন নেতা কোন সময়ে রাজ্যপালকে আক্রমণ করেছেন এবং অপমানজনক কথা বলেছেন তার উল্লেখ রয়েছে। এমনকি সাম্প্রতিক কালে তৃণমূলের দুই জয়ী প্রার্থীর শপথ ঘিরে যে যে চিঠি রাজ্যপালকে পাঠানো হয়েছে বা রাজ্যপাল দুই প্রার্থীকে পাঠিয়েছেন তাও রয়েছে ফাইলে। সম্প্রতি সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেনের শপথ নিয়ে জটিলতার মাঝে নবান্নের সভাঘর থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''রাজভবনে যা কীর্তিকলাপ হচ্ছে, তাতে দুই প্রার্থী রাজভবনে যেতে ভয় পাচ্ছেন।'' পরের দিন কুণাল ঘোষ সাংবাদিক সম্মেলনে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, সোমবারের মধ্যে দুই জয়ী প্রার্থীর হয়রানি বন্ধ না হলে 'দিল্লির আনটোল্ড স্টোরি' উন্মোচিত হবে। আর তারপরই আইনের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের। মঙ্গলবার প্রথমে চোপড়ায় নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা ছিল রাজ্যপালের। জানা যায়, মাথাভাঙার নির্যাতিতাকেও সেখানে ডেকে নেওয়া হবে। কিন্তু পরে কর্মসূচিতে বদল হয়। শিলিগুড়ি সার্কিট হাউজেই মাথাভাঙার নির্যাতিতাকে ডেকে নেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল। চোপড়ার

উত্তরের নির্যাতিতাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বোস বললেন, 'সরকার সমর্থিত হিংসা চলছে'

নির্যাতিতার সঙ্গে তাঁর দেখা করা হয়নি। তাঁকে রাজভবনে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। শিলিগুড়ি থেকে তিনি দিল্লি রওনা দেন। দিল্লি যাওয়ার আগে তিনি বলেন, ''যে সমাজ মহিলাদের রক্ষা করতে পারে না, সেই সমাজ সভ্যসমাজ বলে গণ্য হয় না।'' রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রাজ্যপাল বলেন, ''সরকার সমর্থিত হিংসা চলছে রাজ্যে। এই বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক।'' প্রসঙ্গত, বাংলার এক সপ্তাহের মধ্যেই উত্তরবঙ্গের দুই মহিলার ওপর নির্যাতনের ভয়াবহতায় কেঁপে উঠেছে গোটা বাংলা। মাথাভাঙায় এক মহিলাকে বিবস্ত্র করে হাঁটিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। নির্যাতিতার বক্তব্য, তিনি বিজেপি করেন বলেও এই অত্যাচার। অন্যদিকে, পুলিশের বক্তব্য, এই পারিবারিক বিবাদ, এর সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও কারণ নেই। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে, কারণ নির্যাতিতার এফআইআর থেকে বাদ যায় মূল অভিযুক্তের নাম। অন্যদিকে, রবিবার দুপুরে এক ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে, যা দেখে শিউরে ওঠে গোটা বাংলা। রেশ পৌঁছয় জাতীয় স্তরেও। সে ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। ভিডিয়োতে দেখা যায়, জেসিবি নামে এক তৃণমূল নেতা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগে এক যুগলকে লাঠির গোছা দিয়ে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক পেটাচ্ছেন। একেবারে তালিবানি কায়দায় মার। উত্তরবঙ্গের এই দুই নির্যাতনের খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্যপাল তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যান। এদিন দিল্লি থেকে এক ভিডিয়ো বার্তায় রাজ্যের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন তিনি। ভিডিয়ো বার্তায় রাজ্যপাল বলেছেন, ''বাংলার রাস্তায় রক্তস্নান চলছে। বাংলার গ্রাম-গঞ্জে রাস্তায় মরণ নাচন চলছে। এখানে কি আদৌ কোনও পুলিশমন্ত্রী আছেন? এই অশান্তি থামানো কি তাঁর দায়িত্ব নয়? নরক শূন্য হয়ে গিয়েছে, সব শয়তানরা এখানে এসে গিয়েছে। জঙ্গলও এর থেকে ভাল। জঙ্গলে কোনও প্রাণী শুধুমাত্র রোমাঞ্চিত হওয়ার জন্য কাউকে মারে না। শুধুমাত্র এখানেই রোমাঞ্চের জন্য মারা হচ্ছে মানুষকে। এটা চলতে পারে না। সরকারকে এর জবাবদিহি করতে হবে।'' রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের এই মন্তব্যের পর কড়া ভাষায় পাল্টা জবাব দিয়েছেন তৃণমূল নেতা শান্তনু সেনও। পুলিশমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে রাজ্যপাল প্রশ্ন তুলতেই শান্তনু সেন পাল্টা আক্রমণ শানিয়ে বলেন, ''বিজেপির তল্পিবাহকতা করার জন্য, বাংলা বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীকে কোন অধিকারে এ ধরনের অপমান করেছেন? এর জবাব আপনাকে দিতে হবে বাংলার মানুষের কাছে।''

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা উত্তরপ্রদেশের হাথরসে

পদপিষ্ট হয়ে মৃত শতাধিক, রয়েছে শিশুও, আহত অনেক

হাথরাস, ২ জুলাইঃ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মৃত্যুমিছিল! উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে পদপিষ্ট হয়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগ মহিলা এবং তিন জন শিশুও রয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার হাথরসে এক 'সৎসঙ্গ'-এর অনুষ্ঠান শেষ হতেই হুড়োহুড়ি শুরু হয়। তখনই ঘটে দুর্ঘটনা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভিড়ের চাপে প্রাণ হারান অসংখ্য মানুষ। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। ২০২০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর হাথরসের এক দলিত কিশোরীর গণধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল হয়েছিল গোটা দেশ। সেই হাথরসই ফের শিরোনামে। এবার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত্যু হল বহু মানুষের। ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও। ঘটনাটির খানিকক্ষণ বাদে হাথরাসের জেলা শাসক আশিস কুমার জানিয়েছিলেন, ৫০-৬০ জন মারা গেছে। ইটা জেলার কর্মকর্তারা আরও ২৭ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেন। মৃত্যুর সংখ্যা একেবারে লাফিয়ে বাড়ছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় অর্থাৎ রাত ১০টা পর্যন্ত ১০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। চিফ মেডিক্যাল অফিসার রাজকুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে এখনও পর্যন্ত ২৭ জনের দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে। সময় যত গড়াচ্ছে ততই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁদের। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আহতদের হাসপাতালে নিয়ে গেলেও সেখানে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ছিল না। চিকিৎসার গাফিলতিরও অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। ঘটনার পর পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। ঘটনাটি নিয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। লিখেছেন, একটু আগেই হাথরাসে পদপিষ্টের ঘটনা জানতে পেরেছি। শোকাহত স্বজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মানব মঙ্গল মিলন সম্ভাবনা সমাগম কমিটির তরফে ওই 'সৎসঙ্গ'-এর আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠান শেষ হতে হুলস্থুল বেঁধে যায়। ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তি শুরু হলে পদপিষ্ট হন অনেকে। প্রায় ১০০-র বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। ঘটনাটিতে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। জানা গিয়েছে, মুঘলাগড়ি গ্রামের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধরী এবং সন্দীপ সিংহ। ইতিমধ্যে পৌঁছেছেন রাজ্য পুলিশের ডিজিও।

বন্ধুদের বচসা থেকে তুলকালাম, আড়িয়াদহে মা-ছেলেকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মার, গ্রেফতার ৬

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাইঃ লোকসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকে রাজ্যে যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে দুস্কৃতীতাণ্ডব। এবার বেলঘরিয়ার আড়িয়াদহে দুস্কৃতীদের হাতে বেধড়ক মার খেলেন কলেজ পড়ুয়া মা ও ছেলে। রবিবারের এই ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২ জনেই। মঙ্গলবার ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে। ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে আহত কলেজ পড়ুয়ার নাম সায়নদীপ পাঁজা। স্থানীয় কয়েকজন সমবয়সী যুবকের সঙ্গে কোনও বিষয়ে বিবাদ চলছিল তার। রবিবার সন্ধ্যায় বাড়ির সামনে বসে ছিল সায়নদীপ। তখনই সেখানে তাঁর ওপর হামলা চালায়

৮-১০ জন যুবক। বেধড়ক মারধর করা হতে থাকে সায়নদীপকে। ছেলেকে আক্রান্ত হতে দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন সায়নদীপের মা। তাঁকেও বেপরোয়া ভাবে মারে দুস্কৃতীরা। মারের চোটে তাঁর দাঁত ভেঙে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কয়েকজন সমবয়সী যুবকের মধ্যে গোলমালের জেরে বেপাড়া থেকে দুস্কৃতীদের ডেকে আনে কয়েকজন যুবক। তারাই সায়নদীপ ও তার মাকে মারধর করে। আক্রান্ত যুবকের বাবা জানিয়েছেন, যারা মারধর করেছে তাদের আমি শাস্তি চাই। এভাবে বাড়ির সামনে মারধর করে যাবে এটা মানা যায় না। স্থানীয় এক মহিলা বলেন, ''ছেলেকে বাঁচাতে এসেছিলেন বলে ওরা মাকেও বেধড়ক মেরেছে। পাড়ার মধ্যে এরকম ঘটনা কোনও দিন দেখিনি। এগুলো কী হচ্ছে?'' ঘটনায় মঙ্গলবার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসে। তাতে মারধরের ছবি স্পষ্ট। ঘটনায় আক্রান্ত যুবকের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের সনাক্ত করে গ্রেফতার করেছে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ। মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রাতারাতি ২৯ জনের চাকরি! পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই চার্জশিটে পাঁচুর নাম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাইঃ অতিমারি পরিস্থিতিতে একটা নোটিসেই রাতারাতি ২৯ জনের চাকরি হয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ দমদম পৌরসভায়। পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট জমা করল সিবিআই। তাতে প্রথমেই নাম রয়েছে দক্ষিণ দমদম পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু গোপাল রায় ও 'মিডলম্যান' অয়ন শীল। চার্জশিটে সিবিআই উল্লেখ করেছে, অতিমারি পরিস্থিতিতে দক্ষিণ দমদম পৌরসভায় হঠাৎ করেই ২৯ জনের চাকরি হয়ে গিয়েছিল। সিবিআই-এর বক্তব্য, এই নিয়োগে দুর্নীতি রয়েছে। নিয়ম মেনে এই নিয়োগ হয়নি। তবে এই চাকরি টাকার বিনিময়ে হয়েছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রথমে গ্রেফতার হন গ্রেফতার কুন্তল ঘোষ। তারপর জেরা করে উঠে আসে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। আর সেই সূত্রেই উঠে আসে প্রমোটার অয়ন শীলের নাম। তাঁর অফিস বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে তদন্তকারীদের হাতে। অয়নের অফিস ও বাড়ি থেকে দিস্তা দিস্তা ওএমআর শিট উদ্ধার হয়। ২৮ পাতার একটি নথি পান

তদন্তকারীরা। সিবিআই-এর দাবি, ওই নথিতে রয়েছে একাধিক পুরসভার প্রার্থীতালিকা এবং সেই সংক্রান্ত সুপারিশ। বেশ কিছু 'কোড ওয়ার্ড' পান তদন্তকারী আধিকারিকেরা। দক্ষিণ দমদমসহ বেশ কয়েকটি পুরসভার প্যানেলের তথ্যও ছিল ওই নথিতে। তখনই নাম উঠে আসে পাঁচু রায়ের। সিবিআই-এর চার্জশিটে নাম থাকার প্রেক্ষিতে পাঁচু রায় বলেন, ''ওই নিয়োগের সময় আমি চেয়ারম্যান পদে ছিলাম। তাই অন্য কাউকে তো দোষী করতে পারব না। আমার সই রয়েছে। তবে ওই সময় কিছু গরমিল হয়েছে।''

নিট নিয়ে সংসদে বিতর্ক চেয়ে মোদিকে চিঠি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২ জুলাইঃ নিট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে রাহুল বুধবার সংসদে নিট নিয়ে আলোচনা দাবি করেছেন। বিরোধী দলনেতা হওয়ার পর এটাই রাহুলের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা প্রথম চিঠি। চিঠিতে বিরোধী দলনেতা লোকসভার নেতা নরেন্দ্র মোদিকে অনুরোধ করেছেন, ''খুশি হব আপনি নিজে এই বিতর্কের সূচনা করলে।'' রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই আর্জির মাধ্যমে রাহুল আসলে প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে নিট নিয়ে জবাবদিহির কথা বলতে চেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীকে রাহুল লিখেছেন, '২৪ লাখ নিট পরীক্ষার্থী

সরকারের জবাবের অপেক্ষায় রয়েছেন। বিরোধীরা প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়ে আলোচনা চাইলেও তা মানা হয়নি। গত সাত বছরে ৭০টি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে।' প্রসঙ্গত, বিরোধীরা রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনা স্থগিত রেখে নিট সহ প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়ে আলোচনা দাবি করলেও স্পিকার এবং সরকার পক্ষ রাজি হয়নি। রাহুল এই ব্যাপারে স্পিকার ওম বিড়লার দেওয়া প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেন। চিঠিতে রাহুল লিখেছেন, লোকসভার স্পিকার আলোচনার বিষয়ে বিরোধীদের আশ্বাস দেন তিনি সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

শনিবার পর্যন্ত বর্ষার দাপট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাইঃ পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় হয়েছে বর্ষা। একদিকে ঘূর্ণাবর্ত এবং অন্যদিকে অক্ষরেখা, এই দুইয়ের প্রভাবে আগামী কয়েক দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিতে ভিজতে চলেছে গোটা রাজ্য। কোথায় কতটা বৃষ্টি হবে, বিশদে আপডেট দিল আবহাওয়া দফতর। বিহার থেকে অসম পর্যন্ত রয়েছে মৌসুমী অক্ষরেখা। উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে এই অক্ষরেখা যাওয়ায় বাংলা জুড়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। যার প্রভাবেই গোটা সপ্তাহ জুড়ে উত্তর-দক্ষিণে থাকবে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, চলবে টানা বৃষ্টি। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দার্জিলিংয়ের সেবকে ২৯০ মিলিমিটার, আলিপুরদুয়ারে ২১০ মিলিমিটার, দার্জিলিং ও গজলডোবাতে ১২০ মিলিমিটার, নদিয়া জেলার দেবগ্রামে ৩২.১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আগামী শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

গণপিটুনির ঘটনায় কাউকে বরদাস্ত নয়

মৃতর পরিবারকে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরি, ঘোষণা রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাইঃ রাজ্যে একের পর এক গণপিটুনির ঘটনা কড়া হাতে মোকাবিলা করার কথা জানাল রাজ্য। একইসঙ্গে মৃতদের পরিবারের একজন সদস্যকে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরি এবং পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হল। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্যের প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপার এবং রেলের পুলিশ সুপারদের উদ্দেশে এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে সোশ্যাল মাধ্যমে এবং টিভি চ্যানেলে সচেতনতামূলক প্রচার করতে হবে। নজর রাখতে হবে এই সংক্রান্ত ভুয়ো খবরের দিকেও।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এডিজি আইনশৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা। আলাপন বলেন, ''যেকোনও মৃত্যুই দুঃখজনক। অর্থ বা চাকরি দিয়ে সেই ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়। তবে সরকারের তরফে পরিবারগুলির পাশে থাকার জন্য এই সিদ্ধান্ত।'' এডিজি আইনশৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা বলেন, ''জনগণকে বলব, হাতে আইন তুলে নেবেন না। কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে পুলিশকে জানান। কিন্তু তা না করে হাতে আইন তুলে নিলে আমরা বরদাস্ত করব না।'' সম্প্রতি রাজ্যে একাধিক গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। এর পাশাপাশি চোপড়ায় এক তরুণ তরুণীকে নৃশংসভাবে মারধরের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একের পর এক ঘটনা সামনে আসায় রাজ্যের ভুয়ো খবরের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করতে হবে। উত্তেজনাপ্রবণ এলাকাগুলির প্রতি বাড়তি নজরদারি রাখতে হবে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার এই প্রসঙ্গে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের কথায়, ''বাংলার প্রতিটি ক্ষেত্রে এখন খুন, ধর্ষণ, মারধরের ঘটনা ঘটে। বাংলার রাস্তায় রক্ত ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। আর গ্রামগুলিতে মৃত্যুমিছিল হচ্ছে প্রতিদিন।'' বোসের আরও অভিযোগ, পুলিশের একটা বড় অংশে অপরাধবোধ ঢুকে গেছে। কে চোর আর কে পুলিশ সেটাই মাঝেমধ্যে বোঝা যাচ্ছে না। এরপরই প্রশাসনের শীর্ষ মহলের তরফে এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মানুষকে আইন মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পুলিশকে নজরদারি ও জনসংযোগ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

হেরে যাওয়ায় কিছু লোকের মনের ব্যথা আমি বুঝি

শোলের ডায়ালগ তুলে রাহুলকে বিদ্রুপ মোদির

নয়াদিল্লি, ২ জুলাইঃ শোলে সিনেমার বিখ্যাত চরিত্র মওসিজির কথা উত্থাপন করে কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধিকে লোকসভায় কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ রাহুলের নাম না করে তাঁকে 'বালক' বলেও পরোক্ষে বিদ্রুপ করেন মোদি। শোলের ডায়ালগের কথা তুলে ধরে বলেন, মওসিজি এরা এত বড় পার্টি যে ১৩ রাজ্যে একটি আসনও পায়নি। তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর পদে বসার পর লোকসভায় মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনার জবাবে বিরোধীদের তুলোধনা করলেন নরেন্দ্র মোদি। কারও নাম না করে তিনি বক্তব্য শুরু করেন এই বলে যে, ''আমি কিছু মানুষের দুঃখের কথা বুঝতে পারছি। তাঁরা নির্বাচনে হেরে গিয়ে যে ব্যথা পেয়েছেন তা আমি বুঝতে পারি। বারবার মিথ্যাচার করেও তাদের ফিরিয়ে দিয়ে দেশের মানুষ আমাকে সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন।'' বিরোধীদের প্রবল হই-হট্টগোলের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভাষণ শুরু করেও থেমে যেতে বাধ্য হন। তখন স্পিকার ওম বিড়লা বিরোধী নেতাদের সভার রীতি মেনে চুপ করে লোকসভার দলনেতার বক্তব্য শোনার অনুরোধ করতে থাকেন। তারপরেও মোদির ভাষণ চলাকালীন বিরোধী বেঞ্চ থেকে লাগাতার সরকারের বিরোধী স্লোগান চলতে থাকে। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপক জবাব দিতে লোকসভায় ঢোকা ইস্তক বিজেপি

সাংসদরা 'মোদি মোদি' বলে স্লোগান দিতে থাকেন। কংগ্রেসকে শূলে বিদ্ধ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''২০১৪ সালে আমরা যখন নির্বাচিত হয়েছিলাম তখন দেশ আগের সরকারের দুর্নীতিতে ডুবে ছিল। গত ১০ বছরে আমরা অসংখ্য সাফল্য অর্জন করেছি। আমাদের লক্ষ্য হল দেশ প্রথমে, ভারত প্রথমে। আমরা সব ক্ষেত্রে উন্নয়নের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদকেও উচিত শিক্ষা দিয়েছি।'' রাহুল গান্ধি সহ ইন্ডিয়া জোট শরিকদের সংবিধান নিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর সমালোচনা করে জম্মু-কাশ্মীরের প্রসঙ্গ টেনে আনেন মোদি। তিনি বলেন, ''যারা আজ সংবিধান হাতে নিয়ে নাচানাচি করছে, তাদের আমলেই কাশ্মীরে ভারতের সংবিধানের প্রবেশ নিষেধ ছিল। আমরা ৩৭০ ধারা বিলোপ করে সেটা বন্ধ করেছি।'' প্রধানমন্ত্রীর গোটা ভাষণপর্বেই এদিন বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের শরিক সাংসদরা স্লোগান দিতে থাকেন। মণিপুর মণিপুর ছাড়াও উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী এমপিরা। লাগাতার বিরোধী বিক্ষোভের মুখে স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, ''সদনের শিষ্টাচার বজায় রাখুন। আগামী পাঁচ বছর এরকম চলতে দেব না।'' কংগ্রেসকে বিঁধে মোদি বলেন, ''এই নিয়ে টানা তিনবার কংগ্রেস ১০০ আসন পার করতে পারল না। ওরা বিপক্ষ বেঞ্চে বসছে, আবার বসবে। ওরা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করে চলেছে, যেন ওরা আমাদের হারিয়ে দিয়েছে।'' মোদি এদিন ফের একবার বলেন, ''২০১৪ সালের পর থেকে ভারত ঘর মে ঘুস কর মারতা হ্যায়। এর আগে জঙ্গিরা ইচ্ছেমতো ভারতে ঢুকতে এবং যেখানে খুশি হামলা চালাত।''

জেডিইউ-র জাতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি নিযুক্ত সঞ্জয় ঝা, নীতীশের প্রতি জানালেন কৃতজ্ঞতা

নয়াদিল্লি, ২ জুলাইঃ জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ)-এর জাতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি নিযুক্ত হলেন সঞ্জয় ঝা। জেডিইউ-র জাতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি নিযুক্ত হওয়ার পর দলের সভাপতি নীতীশ কুমারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন সঞ্জয় ঝা। তিনি বলেছেন, আমাদের নেতা, দলের জাতীয় সভাপতি ও মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আমাকে বিরাট দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ এবং নীতীশ কুমার বিহারকে বদলে দিয়েছেন।সঞ্জয় ঝা আরও বলেছেন, বিহারে যে নির্বাচন হয়েছে তা দেখিয়েছে, যে আমরা ৪০টি আসনের মধ্যে ৩০টি জিতেছি। আমরা ২৪৩টির মধ্যে ১৭৭টি বিধানসভা আসনে জিতেছি। বিহার ২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য একটি সংকেত দিয়েছে। নিট ইস্যুতে তিনি বলেছেন, এতে একটি কঠোর আইন আনা উচিত, যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যাতে মানুষের আস্থা ফিরে আসে।

কল্যাণের পর সায়ন্তিকা-রেয়াতের পাশে দাঁড়ালেন সুদীপ

কলকাতা, ২ জুলাইঃ শপথগ্রহণ ঘিরে সরগরম রাজ্য-রাজনীতি। তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী সায়ন্তিকা বঙ্গোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকারের বিধানসভায় শপথ নেওয়ার আর্জি ফিরিয়ে দিয়েছে রাজভবন। তবে হার মানেননি নির্বাচিত বিধায়করাও। বিধানসভায় শপথ নেওয়ার সিদ্ধান্তে অন। সায়ন্তিকা ও রেয়াত। এর মাঝেই রাজ্যপালকে নিশানা করে মন্তব্য করলেন তৃণমূল নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।সুদীপ বাবু বলেন, আমাদের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন দুজনেই নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী হয়েছেন। শপথবাক্য পাঠ করে কাজে যোগদান করবেন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করাতে বিধানসভায় আসতে নারাজ। বিধানসভার স্পিকার রাজ্যপালকে একাধিকবার শপথবাক্য পাঠের নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। শপথগ্রহণ প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ রেখেই দিল্লির উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন রাজ্যপাল। ফলে বিধায়কদের ভবিষ্য ক্রমেই অনিশ্চিত হচ্ছে বলে দাবি সুদীপের।

পার্কিং সমস্যার সমাধানের উপায় বলে দিলেন মমতাই

কলকাতা, ২জুলাই শহরে পার্কিং সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হলেন স্বয়ং মমতাই। গত বৃহস্পতিবার বেআইনি পার্কিং ইস্যুতে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব জায়গায় বেআইনি পার্কিং লট রয়েছে, সেগুলি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। পাশাপাশিই তিনি পার্কিংয়ের সমস্যা সমাধানের উপায় বাতলে দেন। বলেন, আলিপুরে 'সম্পন্ন' (পার্কিং জোন) তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি হাতিবাগান ও বেহালাতেও এই ধরনের পার্কিং জোন তৈরি করার বার্তা দেন তিনি।তিনি বলেন, কোথায় কোথায় আইনিভাবে করা যায় সেটা দেখতে হবে। সম্পন্ন পার্কিং জোন যেভাবে হয়েছে, তেমন যদি আরও কয়েকটা হয়ে যায় তাহলে পার্কিংয়ের সমস্যাটা মিটে যাবে। যদি উপযুক্ত জায়গা হয়, অন্য কোনও সমস্যা না থাকে, তাহলে আইনিভাবে আমরা পার্কিং জোন করে দেবো।

বিকশিত ভারত গড়তে উন্নত মানসিকতা প্রয়োজনঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই ঃ বিকশিত ভারত গড়তে উন্নত মানসিকতা প্রয়োজন। জোর দিয়ে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, এই উন্নত প্রযুক্তির যুগে মানুষ যখন যথাসময়ে দেশ ও বিশ্বের তথ্য পাচ্ছে, তখন আধিকারিকদের চ্যালেঞ্জ আরও বেড়েছে।সোমবার ২০২২ ব্যাচের আইএএস অফিসারদের একটি দল, বর্তমানে যাঁরা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দফতরে সহকারী সচিব হিসেবে কর্মরত তাঁরা রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। আইএএস অফিসারদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা আমাদের দেশে একটি স্বপ্নের পেশা হিসাবে বিবেচিত হয়। তিনি বলেছেন, লক্ষ লক্ষ উচ্চাভিলাষীর স্বপ্ন আইএএস অফিসার হওয়ার। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই সেবায় নির্বাচনের জন্য খুব পরিশ্রম করেন।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, বড় লক্ষ্য অর্জনের জন্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং প্রতিটি বিভাগের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য, প্রশাসনের কর্মসংস্কৃতি জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। রাষ্ট্রপতি বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে কর্মকর্তাদের শুধু প্রশাসক নয়, ব্যবস্থাপকের ভূমিকাও পালন করতে হবে। তাঁদের সাফল্য নির্ভর করবে কিভাবে তারা সবাইকে একত্রিত করে জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ এবং কার্যকর প্রশাসন প্রদান করতে পারবে। রাষ্ট্রপতি বলেন, একজন প্রশাসকের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জনগণের আস্থা অর্জন করা এবং তা বজায় রাখা।

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার', শিক্ষককে সমস্ত বকেয়া সুদ সমেত মেটানোর নির্দেশ

কলকাতা, ২জুলাই ঃ 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া এক শিক্ষককে' অবিলম্বে স্কুলে যোগদান করানো এবং ২০১৭ থেকে সমস্ত বকেয়া সুদ সমেত মিটিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট।বীরভূমের তেঁতুলবেড়িয়া জুনিয়র হাইস্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন সৌমেন্টনাথ মিয়া। ২০১২ সালে স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। এর পরে ২০১৬ সালে ওই স্কুলেরই টিচার ইনচার্জের দায়িত্ব পান। তার পর থেকেই অশান্তি শুরু। সেই অশান্তির জেরে স্কুলে ঢোকাই বন্ধ হয়ে যায় শিক্ষকের। অভিযোগের তির, স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের দিকে।সৌমেন্দ্রনাথবাবুর অভিযোগ, ২০১৬ সাল থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পরিচালন কমিটির সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য শুরু হয়। কমিটির কয়েকজন সদস্য মিলে স্কুলের খেলার মাঠে অবৈধ নির্মাণ শুরু করেছিলেন বলে জানান তিনি। তাঁর অভিযোগ, সে নির্মাণকাজে তিনি বাধা দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয় কমিটিতে। শুধু তাই নয়, থানাতেও প্রভাব খাটানো হয়। তার ফলে ওই শিক্ষককে পুলিশও শাসানি দেয়, স্কুলে ঢুকলে গ্রেফতার করা হবে বলে।সৌমেন্দ্র নাথবাবু জানান, স্থানীয় তৃণমূল নেতা রাজা রাম ঘোষ ওই স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি ছিলেন। তাঁরই প্রভাবে এই পরিণতি হয় তাঁর। তিনি জানান, দিনের পর দিন স্কুলে এই ধরনের ঘটনার পরে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরকেও বিষয়টি জানিয়েছিলেন তিনি। তবে শিক্ষা দফতরও কোনওরকম পদক্ষেপ করেনি বলেই অভিযোগ সৌমেন্দ্রনাথবাবুর।ওই শিক্ষকের আরও অভিযোগ, পরবর্তী সময়ে পদত্যাগ করার জন্য তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। শেষমেশ তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। যদিও সেই পদত্যাগপত্রের ভিত্তিতে স্কুল কোনও সিদ্ধান্তের কথা না জানানোয়, তিনি ফের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন এবং শিক্ষা দফতরের কাছে আবেদন করেন, তাঁকে যেন স্কুলে যোগদান করানো হয়।সোমবার এই মামলায় সৌমেন্দ্র নাথবাবুর আইনজীবী আশিসকুমার চৌধুরী আদালতে জানান, স্কুল কর্তৃপক্ষ কিছু না জানিয়ে বেতন বন্ধ করে দিতে পারে না। আজ পর্যন্ত তাঁর মক্কেলকে শোকজ, সাসপেন্ড কিছুই করা হয়নি। একজন স্কুলের শিক্ষককে কিছু না জানিয়ে তাঁর বেতন বন্ধ করা সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ। অভিযোগকারীর আইনজীবীর দাবি, এমনকি স্কুল যেসব অভিযোগ এনেছিল, তারও কোনও প্রমাণ নেই। তাছা।া, কোনও শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে, তক্ষণা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা, তিন বছর অতিক্রান্ত হলে তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। ফলে রাজ্য সরকার ও স্কুল কর্তৃপক্ষ বেতন বন্ধ করে ৭ বছর বসে থাকতে পারে না।এই সওয়ালের পরে রাজ্য সরকার এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের আইনজীবরা কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি আদালতে। বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে বেতন বন্ধ করে বসে থাকতে পারেন কি? আইন তো অন্য কথা বলছে। আপনারা এইভাবে বসে থাকতে পারেন না।

ভিএইচপি-র দশ দিবসীয় প্রান্তীয় কার্য্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ সম্পন্ন মাধবধামে

করিমগঞ্জ (অসম) ২জুলাইঃ করিমগঞ্জের শ্রীগৌরী স্থিত মাধব ধামে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণ অসম প্রান্তের দশ দিবসীয় প্রান্তীয় কার্য্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ সমাপন কার্য্যক্রম অনুষ্ঠিত হল। গত শনিবার দুপুর তিনটায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অংশ গ্রহন করা শিক্ষার্থীরা শারীরিকভাবে ও সসঙ্গ প্রদর্শনের মাধ্যমে বর্গের সমারোপ হয়।এদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সেবা প্রমুখ স্বপন মুখার্জি বৌদ্ধিক প্রদান করেন এবং সাংগঠনিক বিষয়ে আলোকপাত করেন। তাছাড়া সমারোহ অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা শংকর মঠের স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বক্তব্যর মাধ্যমে মার্গদর্শন করেন। বক্তব্য প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি করিমগঞ্জ জেলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী প্রদীপ পাল। প্রতিবেদন পাঠ করেন বর্গের মুখ্য শিক্ষক গোপীব্রত গোস্বামী। বর্গের মুখ্য শিক্ষক রতিশ দাস মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের উত্তরীয় দিয়ে বরণ করেন। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য প্রদান করেন পরিষদের দক্ষিণ অসম প্রান্ত সভাপতি শান্তনু নায়েক। পরিশেষে সংঘের প্রার্থনার মাধ্যমে দশ দিবসীয় বর্গের সমাপন হয়।উল্লেখ্য, শ্রীগৌরী স্থিত মাধবধামে গত ১২ জুন থেকে এই পরিষদ বর্গ শুরু হয়। এতে দক্ষিণ অসম প্রান্ত ও ত্রিপুরা প্রান্তের অধীন মোট ৫২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। প্রত্যেক দিন সকাল ৯টা থেকে সোয়া দশটা পর্যন্ত জানকারী সত্র, সকাল পনে এগারোটা থেকে পনে বারোটা পর্যন্ত কৃতি সত্র, দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত বৌদ্ধিক সত্র, দুপুর পনে তিনটা থেকে পনে চারটা পর্যন্ত চর্চা সত্র, সন্ধ্যা ৬টা থেকে পনে সাতটা পর্যন্ত প্রবোচন এবং এরপর সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত সসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সত্রের বিষয় ছিল ''ব্রত ও পর্বের পিছনে বিজ্ঞান'', ''আয়াম ও গতিবিধি'', ''সাংস্কৃতিক ভারত দর্শন'', ''সৎসঙ্গ'', ''মঠ মন্দির সাধু সন্তদের দৃষ্টিকোণ'', ''মিডিয়া ও প্রচার'', ''গুরুজী ব্যক্তি ও কাজ'', ''ভারতের ইতিহাস, পরাক্রম ও সংঘর্ষময়'', ''সামাজিক সমরসতা'', ''শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর জীবনালেখ্য'', ''স্বামী বিবেকানন্দ'', ''ছত্রপতি শিবাজী'', ''বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সেবা কাজের সংকল্পনা ও আত্মনির্ভর ভারত'', ''হিন্দু সংস্কৃতির বিশেষতা'' সহ আরও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।এদিনের সমারোহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ আসাম প্রান্ত ও ত্রিপুরা প্রান্তের ও জেলার কার্যকর্তা সহ দুই প্রান্তের আমন্ত্রিত বিশিষ্টজনরা। গত শনিবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ অসম প্রান্ত প্রচার ও প্রসার প্রমুখ শমীন্দ্র পাল ও সহ প্রচার ও প্রসার প্রমুখ সুজয় শ্যাম এক প্রেসবার্তায় এখবর জানিয়েছেন।

সত্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, নিজের হিন্দু মন্তব্যে অনড় রাহুল

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই ঃসোমবার লোকসভায় রাহুল গান্ধীর বিতর্কিত হিন্দু মন্তব্যের জেরে প্রবল হট্টগোল শুরু হয়। রাহুল গান্ধীর বিতর্কিত হিন্দু মন্তব্যের বিরোধিতা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাহুলকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। রাহুল গান্ধীর বক্তব্য নিয়ে যখন তোলপাড় শুরু হয়েছে, সেই সময় লোকসভা থেকে অপসারিত করা হল কংগ্রেস সাংসদের বক্তব্যের বেশ কিছুটা অংশ। যে খবর প্রকাশ্যে আসতেই মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সামনে মুখ খোলেন রাহুল গান্ধী।রাহুল গান্ধী বলেন, যা সত্য, তা থেকেই যায়। কেউ যত খুশি সত্যকে উড়িয়ে দিতে পারেন, তবে তা পালটে দেওয়া যায় না। মঙ্গলবার সংসদ ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য করেন রায়বেরেলির সাংসদ রাহুল গান্ধী।

রাজ্যসভার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখুন, খাড়গেকে সতর্ক করলেন ধনখড়

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই ঃ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা দেশের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় সতর্ক করে দিলেন কংগ্রেস সাংসদ মল্লিকার্জুন খাড়গেকে। মঙ্গলবার তিনি বলেন, প্রতি সময় খাড়গে নিজের আসন থেকে ছুটে আসতে পারেন না। অধ্যক্ষের চেয়ারকে তিনি অসম্মান করতে পারেন না। রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে নিজের ইচ্ছামত যা কিছু বলা যায় না।এরপর আবার ধনখড় কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশকে বলেন, আপনার মধ্যে এত প্রতিভা, বুদ্ধি আছে যে আপনি অবিলম্বে খাড়গের জায়গা নিতে পারেন।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত গুজরাটের জুনাগড়

জুনাগড়, ২ জুলাই ঃ বিগত দু'দিন ধরে প্রবল বৃষ্টিতে ভিজছে গুজরাট। বিপর্যস্ত জনজীবন। জলমগ্ন গুজরাটের জুনাগ। জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। জারি আগাম সতর্কতা। পৌঁছেছে এনডিআরএফ জওয়ানদের বিশেষ একটি দল।মঙ্গলবার সকালে এনডিআরএফ আধিকারিক কৈলাশ গৌতমের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল সোমনাথ থেকে জুনাগড়ে পৌঁছেছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন এনডিআরএফ জওয়ানরা। কৈলাশ গৌতম সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমাদের কাছে খবর আসে জুনাগড় জেলায় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। খবর পেয়ে

সরকার বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল কেনিয়া

নাইরোবি, ২ জুলাই ঃরাষ্ট্রীয় করনীতির প্রতিবাদে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল কেনিয়া । ঘটনার জেরে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৩৯ জন। আহত হয়েছেন ৩০০ জনেরও বেশি। এমনিতেই মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের জেরে জেরবার কেনিয়ার মানুষজন। এরই মধ্যে ঘাড়ে চেপেছে অতিরিক্ত করের বোঝা। যার ফলে শুরু হয়েছে দেশব্যাপী বিক্ষোভ। সূত্রের খবর, কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রথমে শান্তিপূর্ণ মিছিলে নেমেছিলেন সকলে। মিছিলে উপস্থিত অধিকাংশরাই ছিলেন যুবক-যুবতী। কিন্তু গত ২৫ জুন কেনিয়ার সংসদে একটি বিতর্কিত বিল পাশ হয়।

ত্রিপুরাঃবেহাল রাস্তার কারণে রাম বাম দুই রাজনৈতিক দলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন গ্রামবাসীরা

ধর্মনগর, ২জুলাইঃ বাম আমল থেকে রাম আমল এলও ভাগ্যের পরিবর্তন হল গ্রামের মানুষের। দীর্ঘবছর ধরে বেহাল রাস্তার কারণে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। নাগরিক জীবনের মৌলিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত গ্রামের সাধারণ মানুষ। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলা ব্লকের অধীন কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের চার এবং ছয় নম্বর ওয়ার্ডে।এই গ্রামের মানুষ গ্রামীণ পাঁচশো মিটার রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন দীর্ঘ বছর ধরে। অভিযোগ তাদের দিকে গ্রামের প্রধান থেকে শুরু করে এলাকার বিধায়ক কেউই ফিরে তাকায়নি। বিজেপি পরিচালিত কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুব্রত শব্দকর। পূর্বে ইসলাম উদ্দিন এই গ্রামের প্রধান এবং পরবর্তীতে কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমানে কদমতলা কুর্তি বিধানসভার বাম বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন। তিনি ২০১৮ সাল থেকে এই বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিনিধিত্ব করছেন। কিন্তু এলাকার মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি, তারা যেমন ছিলেন তেমনি আছেন।গ্রামের মানুষ জানিয়েছেন, দীর্ঘ বছর ধরে গ্রামের একটি বেহাল রাস্তার কারণে দুই ওয়ার্ডের প্রায় আড়াইশো মানুষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। ২০১৮ সাল থেকে এই এলাকার বিধায়ক ও গ্রামের প্রধানকে গ্রামের মানুষ এই রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসলেও প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই জোটেনি তাদের কপালে। তারা বিগত দিনে শুধু রাস্তা হবে হবে বলে মানুষকে আশ্বাস দিয়েছেন। গ্রামের মানুষের অভিযোগ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বছরে একটি দিনের জন্য খোলা হয় না। এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েত চলছে। শুধু এই রাস্তা নয় গ্রামের সকল রাস্তার একই অবস্থা। সু ন্দর ভাবে হাঁটাচলা করার মত কোন রাস্তাই নেই গ্রামে। এই বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেই গ্রাম পঞ্চায়েতের। গোপনে মিছিল মিটিং ছাড়া প্রধান সহ সহ গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যারা কোন কাজ করেন না বলে অভিযোগ। রাস্তায় দেখা হলে এই রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলে তাদের একটাই বক্তব্য কিছু দিনের মধ্যে রাস্তা সংস্কার করে দেওয়া হবে। গ্রামের মানুষ প্রয়োজনীয় কাজে পঞ্চায়েত অফিসে গেলে পঞ্চায়েত বন্ধ থাকায় তারা কোন কাজ করাতে পারেন না।এই গ্রামে বসবাস করেন বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন। দুই ওয়ার্ডে আছেন শাসক দলীয় পঞ্চায়েত সদস্যা জোবেদা খাতুন সহ অপর পঞ্চায়েত সদস্য সিপিএম দলের তাজ উদ্দিন। গ্রামের এই রাস্তা সংস্কারে তাদের কোন উদ্যোগ নেই। গ্রামের বেহাল রাস্তা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। তাই তারা নিরুপায় হয়ে সংবাদ মাধ্যমের কাছে দাবি জানিয়েছেন, সংবাদ পরিবেশন করে যাতে তাদের এই করুণ কাহিনী সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। যে ভালো পাকা রাস্তা তারা চান না, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বেহাল রাস্তা সংস্কার করে তাদের চলাচলের উপযোগী করে দেওয়ার জন্য। যাতে তারা একটু সু ন্দর ভাবে চলাফেরা করতে পারেন।গ্রামের এক প্রবীণ নাগরিক জানিয়েছেন, একটানা পঁচিশ বছর বাম সরকার ছিল রাজ্যে। কিন্তু তাদের রাস্তা করে দেওয়া হয়নি। তবে সেই আমলে মাটির রাস্তায় ইট দিয়ে তাদের জন্য চলাফেরা করার উপযোগী তারা করে দিয়েছিলেন। বর্তমানে রাজ্যে বিজেপি সরকার চলছে। রাম আমলে এই রাস্তা নিয়ে বেশ কিছু মামলা মোকদ্দমা হয়েছে। সেই সময় তিনি পুলিশকে বলেছিলেন, এই গ্রামীণ রাস্তা মেরামত করার জন্য পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে একটি বারের জন্য কোদাল লাগানো হয়নি। সেই কথা বলা নিয়ে বেশ কিছু ঝুট-ঝামেলা হয় তার সাথে। বর্তমানে এই রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। স্কুল কলেজ পা।ুয়া ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাঙ্গনে যেতে পারছে না। ছোট ছোট স্কুল পড়ুয়াদের কাঁধে করে নিয়ে যেতে হচ্ছে পাকা রাস্তায় এবং পুনরায় তাদের নিয়ে আসতে হচ্ছে।তিনি বলেন, ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে যখন ইসলাম উদ্দিন গ্রামে ফিরেছিলেন তখন তিনি বিজয়ী বিধায়ককে বা।িতে নিয়ে গিয়ে চা পান দিয়ে আদর আপ্যায়ন করেছিলেন এবং একান্তে ডেকে নিয়ে জ।ায়ে ধরে বলেছিলেন গ্রামের এই বেহাল রাস্তা সংস্কার করে দেওয়ার জন্য। সেই সময় বিধায়ক কথা দিয়েছিলেন এই রাস্তা তিনি সংস্কার করে দেবেন। কিন্তু ছয় বছর অতিক্রান্ত হলেও সেই রাস্তা আজও সংস্কার করা হয়নি। তিনি অভিযোগ করেন বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের কংকালসার অবস্থা। গ্রামের জন্য যা আসছে তাই লুটেপুটে খাচ্ছে পঞ্চায়েত সদস্যরা। গ্রামের মানুষ রাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের কিভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে সেই চিন্তা গ্রামের নির্বাচিত সদস্যরা করেন না। ভালো কাজের কোন উদ্যোগ নেই তাদের মধ্যে। গ্রামবাসীরা সকলেই দ্রুত এই রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার এনডিএ-র সংসদীয় বৈঠকে সাংসদদের বিশেষ বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই ঃমঙ্গলবার এনডিএ-র সাংসদদের বিশেষ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন এনডিএ-র সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সাংসদদের বলেন যে, তাঁরা যেন সংসদীয় আচরণবিধি অনুসরণ করেন। তাঁদের আচরণ যেন উদাহরণ দেওয়ার মতো হয়, তা নিশ্চিত করতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি ও এনডিএ-র সাংসদরা। বৈঠক শেষে কিরেণ রিজিজু বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন সংসদে সাংসদরা আসেন দেশের সেবা করতে। তাঁরা যেন সেই বিষয়টিকেই গুরুত্ব দেন। সংসদে কীভাবে কাজ করতে হবে, সেই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। গতকাল বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী যে ব্যবহার করেছেন, তিনি স্পিকারকে অপমান করেছেন। আমরা এই ধরনের আচরণ করব না। এটাই আমাদের শিক্ষা।

ফুঁসছে ব্রহ্মপুত্র, অসমে ভয়াবহ হচ্ছে বন্যা পরিস্থিতি

গুয়াহাটি, ২ জুলাই ঃঅসমে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে ব্রহ্মপুত্র। নদীর জল উপচে জল ঢুকেছে গ্রামে। জলের তলায় বহু ঘরবাড়ি। এক বুক জলে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে জিনিসপত্র উদ্ধার করতে ব্যস্ত গ্রামবাসীরা। ব্রহ্মপুত্রে প্লাবনের কারণে কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের বিস্তীর্ণ অংশ ইতিমধ্যেই জলের তলায় চলে গিয়েছে। মৃত্যুর আশঙ্কা বাড়ছে গন্ডার, বুনো মহিষ, হরিণ-সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর।মঙ্গলবার জানা গেছে, বিপদসীমা ছুঁয়ে ফেলেছে বুড়িডিহিং, জিয়া ভরালি, ধানসিড়ি, সুবনসিরি, পুথিমারি, বেকি, গুরুং, সঙ্কোশ-সহ বিভিন্ন নদী। প্রসঙ্গত, সোমবার থেকেই বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে অসমে। ইতিমধ্যেই বন্যার কারণে ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। ক্ষতিগ্রস্ত আড়াই লক্ষের বেশি মানুষ।

গলফ ট্যুর অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি নিযুক্ত হলেন কপিল দেব

নয়াদিল্লি, ২জুলাই প্রফেশনাল গলফ ট্যুর অফ ইন্ডিয়ার নতুন সভাপতি নিযুক্ত হলেন কপিল দেব। এইচ আর শ্রীনিবাসনের জায়গায় নিযুক্ত হলেন তিনি। নয়া ভূমিকায় এবার কপিল দেবকে দেখা যাবে। ভারতীয় প্রফেশনাল গল্ফারদের বিদেশ সফরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কপিল দেখাশোনা করবেন।কপিল দেব একটা সময়ে এই সংস্থাতে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন। এবার তাঁকে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবার ৬৫ বছর বয়সে নয়া ভূমিকায় দেখা যাবে এই ক্রিকেট কিংবদন্তিকে ।

কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে সারোগেট মা-ও পাবেন ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি

নয়াদিল্লি, ২ জুলাইঃ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর। মাতৃত্বকালীন ছুটিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করলো কেঃদ্রীয় সরকার। সারোগেসির মাধ্যমে যে মহিলারা মা হচ্ছেন, এবার তাঁদেরও মিলবে ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি।জানা গেছে, দুইয়ের কম সন্তান থাকলেই তারা এই নিয়মের সুবিধা পাবেন। এছাড়া কোনও সরকারি কর্মচারী যদি সারোগেসির মাধ্যমে বাবা হন এবং তাঁর দুইয়ের কম সন্তান থাকে, তাহলে তিনিও সন্তানের জন্মের ছয় মাসের মধ্যে ১৫ দিনের পিতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন। শিশুসন্তানের দেখভাল পরিচর্যায় এই সিদ্ধান্ত বড় সহায়ক হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ছ'মাস বেতন পাননি মহিলা কমিশনের কর্মীরা, কেজরিওয়ালকে চিঠি স্বাতী মালিওয়ালের

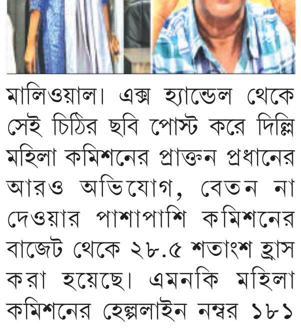

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই ঃ দিল্লির কেজরিওয়াল-সরকারের বিরুদ্ধে ফের সরব আম আদমি পার্টির সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল। বিগত ৬ মাস ধরে কমিশনের কোনও কর্মীকে বেতন দেওয়া হয়নি বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী। দিল্লি মহিলা কমিশনের প্রাক্তন প্রধান মালিওয়াল মঙ্গলবার বলেন, যেদিন থেকে তিনি দিল্লি মহিলা কমিশন থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সেদিন থেকেই দিল্লি সরকারের মন্ত্রী এবং আধিকারিকরা কমিশনের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হতে শুরু করেছেন।এই মর্মে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে একটি চিঠি লেখেন মালিওয়াল। এক্স হ্যান্ডেল থেকে সেই চিঠির ছবি পোস্ট করে দিল্লি মহিলা কমিশনের প্রাক্তন প্রধানের আরও অভিযোগ, বেতন না দেওয়ার পাশাপাশি কমিশনের বাজেট থেকে ২৮.৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। এমনকি মহিলা কমিশনের হেল্পলাইন নম্বর ১৮১ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

অবসরের পর ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলারদের মেন্টর-পরামর্শকের ভূমিকায় কাজ করবেন অ্যান্ডারসন

লন্ডন, ২ জুলাই ঃলর্ডসে শুরু, লর্ডসেই শেষ। ২১ বছর আগে যে জেমস অ্যান্ডারসনের লর্ডসে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল সেই লর্ডসেই এই মাসের ১০ জুলাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামছেন অ্যান্ডারসন। চিরসবুজ অ্যান্ডারসন বিদায় নেবেন ক্রিকেট থেকে ।তবে অবসর নিলেও ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে এখনই সম্পর্ক মিটে যাচ্ছে না অ্যান্ডারসনের। ৪১ বছর বয়সী এই বোলারকে ইংল্যান্ড দলে ভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে। অবসরের পর তিনি ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলারদের মেন্টর অথবা পরামর্শকের ভূমিকায় কাজ করবেন।এমনটাই জানিয়ে দিয়েছেন ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রব কি।তিনি বলেছেন, 'ইংলিশ ক্রিকেটকে জিমি অনেক কিছুই দিয়েছে। আমরা সেই সম্ভাবনার মৃত্যু চাই না।

দিল্লিতে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস, আহত এক

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই ঃ মঙ্গলবার ভোরে যাত্রীবাহী বাস উল্টে জখম এক যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম দিল্লির কীর্তি নগর এলাকায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় বাসটি।জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোরেবেলা রাজৌরি গার্ডেনের দিকে যাচ্ছিল দিল্লি ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের আইএসবিটি থেকে উত্তম নগর রুটের ৭৬৩ নম্বর বাস। পথে রিং রোডের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় বাসটি। ওই বাসে ৩৫ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩জুলাই মাস মার্ট ঃ রবিবার, ১৮ আষাঢ় মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৮ আষাঢ় মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ১৮ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৮ আষাঢ় মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১৮ আষাঢ় মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.৬ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৭.০৩ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৭০শতকরা। বৃষ্টিহয়েছে মঙ্গলবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৮মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আর্থিক সমস্যা আপনার গঠনমূলক চিন্তার সামর্থ্যকে বিনষ্ট করবে। শুভদিন **বৃষভ রাশিঃ**আপনার কম জীবনীশক্তিঃ সিস্টেমের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিষের মত কাজ করবে। **মিথুন রাশিঃ** মদ্যপান করবেন না- এতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় এবং গাঢ় বিশ্রাম হয় না। সংসারে শান্তি হবে **কর্কট রাশিঃ**অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আপনার বাড়তি টাকাপয়সা এমন একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন যা আগত সময়ে আপনাকে ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেবে। বিবাহের যোগ হবে আজ। **সিংহ রাশিঃ** সুখী জীবনের স্বার্থে নিজের একগুঁয়েমি দূর করুন, এরফলে নিছক সময় নষ্ট হয়।। **কন্যা রাশিঃ**আজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। অর্থের ব্যয়। **তুলারাশিঃ**আপনার স্বাস্থ্য ভালো করার খাতিরে লম্বা পায়চারীতে বেরোন।। আর্থিক উন্নতি হবে আজ **বৃশ্চিক রাশিঃ** ঢাকা না দেওয়া খাবার খাবেন না- এতে অসুস্থ হয়ে পা।বেন। সন্তান হতে পারে। **ধনু রাশিঃ**আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। শুভ রং লাল। **মকর রাশিঃ**আপনার আবেগপ্রবণ এবং জেদী প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন, বিশেষ করে পার্টিতে যেহেতু এটি পার্টির মেজাজ খারাপ করতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। যৌথ ব্যবসায়ে এবং সন্দেহজনক আর্থিক স্কিমে বিনিয়োগ করবেন না। শুভ দিন। **মীন রাশিঃ** আপনি খুব আবেগপ্রবণ হবেন- সুতরাং আপনি আঘাত পেতে পারেন এমন পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকুন। যে কারও কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন তাদের যে কোনও পরিস্থিতিতে ঋণ পরিশোধ করতে হতে পারে।

হাইকোর্টে জামিন পেলেন তৃণমূলের দাপুটে নেতা আরাবুল ইসলাম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ হাইকোর্টে জামিন পেলেন তৃণমূলের দাপুটে নেতা আরাবুল ইসলাম। প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুলকে লোকসভা নির্বাচনের কিছুদিন আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি প্রসেনজি বিশ্বাসের ডিভিশন বেঞ্চে জামিন পেয়েছেন আরাবুল। ভাঙড়ের একটি খুনের মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে। ভোটের সময় জেলেই ছিলেন তিনি। এর আগে অন্য একাধিক মামলায় জামিন পেয়েছেন আরাবুল ইসলাম। বারুইপুরের বিজয়গঞ্জে এক আইএসএফ কর্মীকে খুনের ঘটনাতেও মামলা হয়েছিল আরাবুলের বিরুদ্ধে। সেই মামলাতেই এদিন জামিন দেওয়া হয়েছে আরাবুলকে। খুনের অভিযোগের পাশাপাশি সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলার মতো অভিযোগও ছিল আরাবুলের বিরুদ্ধে। গত ৮ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে।

মগরাহাট শ্যুট আউট কান্ডে পুলিশি তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

মগরাহাট, ২ জুলাই ঃ সোমবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট শুট আউট কান্ডে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। মগরাহাটে ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা সাজানো বলেই দাবি পুলিশের। মঙ্গলবার বিকেলে এনিয়ে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনলেন। সোমবার সন্ধ্যায় মগরাহাট থানার দীঘিরপা। এলাকায় অশোক ছাটুই নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে তাঁর কাছে থাকা ৭ লক্ষ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছিল দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমেই এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল বলে জানিয়েছে পুলিশ।মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, জয়নগর এলাকার বাসিন্দা অশোক ছাটুই বর্তমানে মগরাহাটে থাকতেন। বিভিন্ন সময় চাকুরি দেওযার নাম করে এলাকা থেকে টাকা তুলেছিলেন তিনি।

রথযাত্রা উৎসবের জন্য বিশেষ ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ আসন্ন রথযাত্রা উৎসবের উপলক্ষে, পূর্ব রেলওয়ে শিয়ালদহ ও খুরদা রোড এবং মালদা টাউন ও মালতীপতপুরের মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালাবে যাতে এই জনপ্রিয় উৎসবটি উদযাপনের জন্য ভ্রমণকারী বর্ধিত সংখ্যক যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করা যায়। রথযাত্রা চলাকালীন, ভগবান জগন্নাথ তাঁর ভাই বলভদ্র এবং বোন সুভদ্রাকে নিয়ে তাঁর ঐশ্বরিক অস্ত্র সুদর্শনচক্র নিয়ে একটি ঐশ্বরিক যাত্রায় বেরিয়ে আসেন। রথযাত্রা ওড়িশার অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব, যা সারা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত এবং দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে যারা এই শুভ অনুষ্ঠানটি উদযাপন করতে একত্রিত হয়। এই দুটি বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৮৩০০ টি বার্থের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে যা ভ্রমণকারীদের যাত্রার সহায়ক হবে । ০৩১০১ শিয়ালদহ-খুরদা রোড স্পেশাল ০৬.০৭.২০২৪ এবং ১৩.০৭.২০২৪ (০২ ট্রিপ) তারিখে শিয়ালদহ থেকে ০০,০৫ টায় (রাত ১২,০৫ মিনিট) ছাড়বে এবং একই দিনে সকাল ০৮,৩০ টায় খুরদা রোডে পৌঁছবে। ০৩১০২ খুরদা রোড-শিয়ালদহ স্পেশাল ০৬.০৭.২০২৪ এবং ১৩.০৭.২০২৪ (০২ ট্রিপ) তারিখে খুরদা রোড থেকে ১৬,৪০ টায় (বিকেল ০৪,৪০ মিনিট) ছাড়বে এবং পরের দিন ০২,০০ টায় (রাত ২টো) শিয়ালদহে পৌঁছবে। ট্রেনটি আন্দুল, খড়্গপুর, বালেশ্বর, ভদ্রক, কটক এবং ভুবনেশ্বর স্টেশনে উভয় যাত্রাপথেই থামবে। ট্রেনটিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচের ব্যবস্থা থাকবে।০৩৪১৯ মালদা টাউন-মালতীপতপুর স্পেশাল ০৪.০৭.২০২৪ এবং ১১.০৭.২০২৪ (০২ ট্রিপ) তারিখে মালদা টাউন থেকে সকাল ০৯৩০ টায় ছাড়বে এবং পরের দিন ০৩,৫৫ টায় (ভোর রাত ০৩,৫৫ মিনিট) মালতীপতপুরে পৌঁছাবে। ০৩৪২০ মালতীপতপুর-মালদা টাউন স্পেশাল ০৫.০৭.২০২৪ এবং ১২.০৭.২০২৪ (০২ ট্রিপ) তারিখে সকাল ০৬,০০ টায় মালতীপতপুর থেকে ছাড়বে ও ট্রেনটি একই দিনে ২৩,৪৫ টায় (রাত ১১,৪৫ মিনিট) মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছাবে। ট্রেনটি রামপুরহাট, সাঁইথিয়া, সিউড়ি, অন্ডাল, আসানসোল, আদ্রা, বনপুরা, মেদিনীপুর, হিজলি, বালেশ্বর, ভদ্রক, কটক, ভুবনেশ্বর এবং খুরদা রোড স্টেশনে উভয় যাত্রাপথেই থামবে। ট্রেনটিতে স্লিপার ক্লাস ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচের ব্যবস্থা থাকবে। ০৩১০১ শিয়ালদহ-খুরদা রোড স্পেশাল এবং ০৩৪১৯ মালদা টাউন-মালতীপতপুর স্পেশালের বুকিং পাওয়া যাবে পিআরএস ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে।

ছোট চাক পোকার আক্রমণে মৌমাছি প্রতিপালনে ক্ষতির মুখে মৌমাছি প্রতিপালকেরা

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২ জুলাই ঃ সুন্দরবনে মধু উৎপাদন অনেক খানি এগিয়েছে।তবে বর্তমানে নতুন এক পোকার উপদ্রবে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন সুন্দরবনের মৌমাছি প্রতিপালকেরা।এই পোকার দাপটে অনেকে মৌমাছি প্রতিপালন ছেড়েও দিচ্ছেন। সম্প্রতি ' হাইভ বিটল' বা ' চাক পোকা' যার বিজ্ঞান সম্মত নাম হল এথিনা টুমিডা, সেই পোকার দাপটে কার্যত ত্রাহি ত্রাহি রব এই জীবিকার সাথে যুক্ত মানুষদের। ইতিমধ্যেই এই পোকার আক্রমনের হাত থেকে মুক্তির জন্য গবেষণা শুরু করেছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা। তবে এখনও প্রকৃত সমাধান সূত্র মেলেনি বলেই দাবি তাঁদের। আপাতত নানা ধরনের উপায় অবলম্বন করে এই পোকার আক্রমনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপরই বেশি জোর দিচ্ছেন তাঁরা। মৌমাছি পালনের মাধ্যমে মধু ও অন্যান্য উপজাত দ্রব্য উৎপাদন করে একশ্রেণীর যুবসমাজ যেমন রোজগার করে আত্মনির্ভর হয়েছেন,তেমনই পরাগ মিলনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে ও এই জগতের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়তা করে মৌমাছিরা যে পরিবেশ পরিষেবা দিয়ে চলেছে তারও অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ বর্তমানে মধু উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদনে দেশের মধ্যে প্রথম সারির রাজ্যগুলির মধ্যেই পড়ে। সুন্দরবনের জঙ্গলের মধু সংগ্রহের পাশাপাশি,এ রাজ্যে প্রায় ১৫০০০ মৌমাছি পালক রয়েছেন যারা প্রধানত ইউরোপিয়ান মৌমাছি (এপিস মেলিফেরা) অথবা ভারতীয় মৌমাছি (এপিস সেরানা) প্রতিপালন করেন। এখানে ১০০ টি এপিস মেলিফেরা কলোনি থেকে বছরে ৩-৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব। তাই তো পশ্চিমবঙ্গে মৌমাছি পালন আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা হিসেবে ইতিমধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।জয়নগরের নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এই মৌমাছি প্রতিপালনে খুব উল্লেখ যোগ্য কাজ করে চলেছে। এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের শস্য সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ ডঃ প্রবীর কুমার গরাই এ ব্যাপারে বলেন, আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এই পোকার আক্রমণ সম্পর্কে সজাগ থাকতে বলছি মৌমাছি পালকদের। দ্রুত যাতে এই পোকার হাত থেকে পরিত্রানের উপায় মেলে সেই চেষ্টাই করছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষি বিজ্ঞানীরা বলে তিনি জানালেন।

মবিলের কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ঘটনাস্থলে দমকলের ৬টি ইঞ্জিন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ কলকাতায় মঙ্গলবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাড়েডর ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ ধাপার মাঠপুকুরে রাসায়নিক কারখানায় আগুন লাগে। কয়েক মিনিটের মধ্যে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। পর পর কারখানার ভিতর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ছ'টি ইঞ্জিন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধাপার মাঠপুকুর এলাকার মবিলের কারখানার চারপাশে রয়েছে বাড়ি। এলাকার বাসিন্দারাই প্রথমে ধোঁয়া দেখতে পান। এরপরই নজরে পড়ে লেলিহান শিখা। এলাকায় থাকা রাসায়নিক গুদাম থেকে দাউ দাউ করে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকলে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৬টি ইঞ্জিন ও পুলিশ। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণেই আশেপাশের বাড়িগুলো খালি করে দেওয়া হয়েছে। নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সকল বাসিন্দাদের। কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট ভাবে জানা যায়নি। এদিকে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় কেন এই রাসায়নিক গুদাম, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ তদন্তে নেমেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

ডি-ওয়াল অফ লঞ্চিং শ্যাফটের নির্মাণ কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২ জুলাই ঃ মাঝেরহাট স্টেশনের বাইরে পার্পল লাইনের নির্মাণ কাজ সাম্প্রতিক সময়ে বড়সড় গতি পেয়েছে। জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত প্রসারিত কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইন এখন জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত চালু রয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এটিকে আরও সম্প্রসারিত করার এবং ব্লু লাইনের পাশাপাশি গ্রিন লাইনের সাথে যুক্ত করার জন্য শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে এই করিডোরের মমিনপুর (বাছাই) থেকে এসপ্ল্যানেড প্রসারিত অংশের নির্মাণ কাজ সেদিকেই চলছে। এই প্রসারিত নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই মেসার্সকে ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা হয়েছে। গত জুলাইয়ে লারসেন অ্যান্ড টুব্রো। মমিনপুরের পর এই রাস্তাটি মাটির নিচে চলে যাবে এবং খিদ্দারপুর, ভিক্টোরিয়া, পার্ক স্ট্রিট ও এসপ্ল্যানেড নামে চারটি স্টেশন হবে ভূগর্ভস্থ স্টেশন। এই সমস্ত স্টেশনগুলি সমস্ত যাত্রী সুবিধায় পরিপূর্ণ আধুনিক অত্যাধুনিক স্টেশন হবে। এক্সিকিউটিং এজেন্সি ঙজ্বটড ঙটঠজ্বণ গটঙ্ঞজ্বডড গ্নটডডটতঞ্চঞ (ঙঙগগ্ন) জার্মানি থেকে এই প্রসারিত টানেলের জন্য দুটি টানেল বোরিং মেশিন আনছে। এই টিবিএমগুলি ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে কলকাতায় পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং একত্রিত করার পরে মার্চ, ২০২৫ থেকে তাদের টানেল তৈরির কাজ শুরু হবে।এর আগে লঞ্চিং শ্যাফট নির্মাণের প্রস্তুতিমূলক কাজ চলছে। খিদ্দারপুরের সেন্ট থমাস স্কুল চত্বরে ২৭.০৬.২০২৪ তারিখ থেকে এই লঞ্চিং শ্যাফটের ডি-ওয়ালের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এই ডি-ওয়ালের দৈর্ঘ্য হবে ৬৫ মিটার এবং এই নির্মাণ দুই মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অনেক প্রশাসনিক ও আইনি সমস্যা কাটিয়ে এই প্রকল্পের জন্য এটি একটি বড় উৎসাহ।এছাড়াও, মহেশতলার সরকারপুলের কাস্টিং ইযার্ডে টানেলের অংশগুলির ঢালাইয়ের কাজও শুরু হয়েছে। টানেলগুলিতে ব্যবহৃত প্রতিটি অংশের প্রস্থ ১.৪০ মিটার। ৫.৮০ মিটার অভ্যন্তরীণ ব্যাস এবং ১.৪০ মিটার প্রস্থের একটি সম্পূর্ণ রিং গঠনের জন্য, এই ধরনের ছয়টি অংশের প্রয়োজন হবে। টানেলিং কাজ শুরু হওয়ার আগে এই সমস্ত প্রি-কাস্ট সেগমেন্টগুলি সাইটে আনা হবে। টিবিএম মেশিনগুলি টানেলগুলিকে বিরক্ত করার সাথে সাথেই এটিকে চূড়ান্ত আকার দেওয়ার জন্য মাটির নীচে এই প্রাক-কাস্ট অংশগুলির সাথে আস্তরণটি ঠিক করবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেল রথযাত্রায় বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে

কলকাতা, ২ জুলাই ঃ রথযাত্রার সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ০৮৩৮৭০৮৩৮৮ বলেশ্বর-পুরী-বালেশ্বর রথযাত্রা বিশেষন্ড০৮৩৮৭ বলেশ্বর-পুরী স্পেশালটি ০৬.০৭.২০২৪ এবং ১৪.০৭.২০২৪ তারিখে বালেশ্বর থেকে ১৭.৪০ টায় ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ২৩.৪৫ টায় পুরীতে পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ০৮৩৮৮ পুরী-বালেশ্বর স্পেশাল পুরী থেকে ০৮.০৭.২০২৪ এবং ১৬.০৭.২০২৪ তারিখে ০১.১৫ টায় ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ০৮.০০ টায় বালেশ্বর পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে নীলগিরি রোড, খাঁতাপাড়া, পানপানা, বাহানাগা বাজার, সোরো, সাবিরা, মার্কোনা এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের রনিতালে। ০৮৩৭৯০৮৩৮০ বাদামপাহাড়-পুরী-বাদামপাহাড় রথযাত্রা বিশেষ ০৮৩৭৯ বাদামপাহাড়-পুরী স্পেশাল ০৬.০৭.২০২৪ এবং ১৪.০৭.২০২৪ তারিখে বাদামপাহার থেকে ০৬.০০ টায় ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ২১.১৫ টায় পুরীতে পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ০৮৩৮০ পুরী-বাদামপাহাড় স্পেশাল ০৮.০৭.২০২৪ এবং ১৬.০৭.২০২৪ তারিখে ০২.৩০ টায় পুরী থেকে ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ১৮.১৫ টায় বাদামপাহাড় পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে ছনুয়া, কুলডিহা, রায়রংপুর, ওঃদাগ্রাম, বহলদা রোড, সিধিরসাই, হলুদপুকুর, টাটানগর, ঘাটশিলা, চাকুলিয়া, গিধনি, ঝাড়গ্রাম, হিজলি, বেলদা, দাঁতন, জলেশ্বর, বাস্তা, রূপসা, বলেশ্বর এবং সোরোতে। রেলওয়ের এখতিয়ার। ০৮৩৭৬০৮৩৭৭ রাউরকেলা-পুরী-রৌরকেলা রথযাত্রা বিশেষ ০৮৩৭৬ রাউরকেলা-পুরী স্পেশাল ০৫.০৭.২০২৪ এবং ১৪.০৭.২০২৪ তারিখে রাউরকেলা থেকে ২১.৫০ টায় ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ১৬.৪৫ টায় পুরীতে পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ০৮৩৭৭ পুরী-রৌরকেলা স্পেশাল ০৮.০৭.২০২৪ এবং ১৬.০৭.২০২৪ তারিখে ০২.০০ টায় পুরী থেকে ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ১৫.৩০ টায় রাউরকেলা পৌঁছাবে। স্পেশাল ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে বন্ডামুন্ডা, বিসরা, ভালুলতা, জরাইকেলা, মনোহরপুর, ঘাঘরা, পোসোইটা, দেরোয়ান, মহাদেবসাল, গোইলকেরা, তুনিয়া, সোনুয়া, লোটাপাহাড়, চক্রধরপুর, বারাবাম্বো, পান্দ্রাসালি, চাইবাসা, সিংপোখরিয়া, ঢিঙ্কপুখরিয়া, মাকাপানালু, মাতাপুর। , ডাঙ্গোয়াপোসি, দেওঝার, মুরগা মহাদেব রোড, বনস্পানি এবং জারোলি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারে। ০৮৩৮৫০৮৩৮৬ রাউরকেলা-পুরী-রৌরকেলা রথযাত্রা বিশেষ ০৮৩৮৫ রাউরকেলা-পুরী স্পেশাল ০৬.০৭.২০২৪ এবং ১৪.০৭.২০২৪ তারিখে রাউরকেলা থেকে ১১.৩০ টায় ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ২৩.১৫ টায় পুরীতে পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ০৮৩৮৬ পুরী-রৌরকেলা স্পেশাল পুরী থেকে ০৮.০৭.২০২৪ এবং ১৬.০৭.২০২৪ তারিখে ০৩.১৫ টায় ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ১৬.০০ টায় রাউরকেলা পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে পানপোশ, কালুঙ্গা, কাঁশবাহল, রাজগাংপুর, সোনাখান, সাগরা, গারপোস, টাঙ্গারমুন্ডা, বামরা, ধারুয়াডিহি, বাগডিহি, পানপালি, ধুতরা এবং ঝাড়সুগুড়াতে। ০৮৩৮১০৮৩৮২ বাংরিপোসি-পুরী-বাংরিপোসি রথযাত্রা বিশেষ ০৮৩৮১ বাংরিপোসি-পুরী স্পেশাল ০৭.০৭.২০২৪ এবং ১৪.০৭.২০২৪ তারিখে বাংরিপোসি থেকে ০৭.৩০ টায় ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ১৮.১৫ টায় পুরীতে পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ০৮৩৮২ পুরী-বাংরিপোসি স্পেশাল ০৮.০৭.২০২৪ এবং ১৬.০৭.২০২৪ তারিখে ০১.৩০ টায় পুরী ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ১৩.৪৫ টায় বাঙ্গরিপোসি পৌঁছবে। বিশেষ ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে রাজালুকা, বুড়ামারা, কুচাই, ভঞ্জপুর, বারিপাদা, জামসোল, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, বেতনোটি, জোগাল, জুগপুরা, ঠাকুরটোটা, রূপসা, হলদিপাদা, টিকিরাপাল, বলেশ্বর, নীলগিরি রোড, খানতাপাড়া, পানপানা, বাহনগা বাজার , মারকোনা এবং রানিতাল দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারে।

শালিমার পেইন্টস নতুন হিরো পণ্য লাইন চালু করলো

দুর্গাপুর, ১ জুলাই ঃ শালিমার পেহন্টস লিমিটেড, ভারতীয় পেইন্টস শিল্পে ১২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি অগ্রগামী, তাদের ফ্ল্যাগশিপ পণ্য, হিরোর সাফল্য উদযাপন করলো এবং কলকাতায় একটি গতিশীল ইভেন্টে তাদের বিস্তৃত পোর্টফোলিও প্রসারিত করে এমন উদ্ভাবনী পণ্য প্রবর্তন করেছে। ইভেন্টের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল হিরো ৫-ইন-১ সুপার প্রিমিয়াম ইন্টেরিয়র ইমালশনের জয়, সাথে ছিল হিরো সুপার প্রিমিয়াম এক্সটেরিয়র ইমালসন এবং হিরো ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র লঞ্চ করা। পরিবর্তন এবং অগ্রগতির দৃষ্টিভঙ্গি মূর্ত করে, এই উপস্থাপনা ' কিয়া ক্যা'র একটি অগ্রণী প্রচারণা ছিল ।

Tender Notice

The Prodhan Laxmipur Gram Panchayat invites Sealed Tender from the bonafied and experienced contractors for NIeT No. 03/Lax/2024-25, Memo No. 202/ Lax/2024-25, Dated: 28/06/2024. Application for Tender Paper should be submitted on any working day from 28.06.2024 to 08.07.2024 (from 11.00 AM to 2.00 PM). Last date of dropping of sealed Tender Form on or before 10/07/2024(upto 2.00PM) All others details are available on Notice Board of the office of the undersigned.

Sd/-
Prodhan Laxmipur G.P.
Suti -II Block, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এমসি_ডব্লুসি_মেক_আরইসি_২০২৪, তারিখঃ ২৭.০৬.২০২৪। সিনি. ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৪, কর্তৃক প্রখ্যাত ঠিকাদার যাঁদের নিম্নলিখিত কাজ করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক যোগ্যতা রয়েছে তাঁদের নিকট থেকে "সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে" নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে সিল করা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **কাজের নাম/বিবরণ ঃ** "দুই বছরের জন্য শিয়ালদহ ডিভিসনে কোচসমূহের (ডব্লুজিএসসি জেডএসি এবং এলডব্লুএসসিজেডএসসি) এসি চেয়ার কার-এর হেলান দেওয়ার প্রক্রিয়ার মেরামতি"। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১৭,১৪,৫২৪.৯০; **বায়না অর্থঃ** ₹৩৪,৩০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ₹৩,০০০.০০; **চুক্তির মেয়াদ (মাস) ঃ** ২৪; **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ০৮.০৭.২০২৪; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং কাজের যোগ্যতা শর্তাবলি সহ ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি **www.ireps.gov.in** থেকে দেখা ও ডাউনলোড করা যাবে। হাতেহাতে দাখিল করা কোনও দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না।

SDAH-111/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

নারী সমাজের অহংকার ঠাকুরবাড়ির 'স্বর্ণকুমারী দেবী'

স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন উনিশ শতকের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বর্তমান সমাজে কেউই আমরা মনে রাখিনি তাঁকে। উত্তরকালে যতটা শ্রদ্ধায় তাঁর চর্চা যতটা হওয়া উচিত,কার্যত তা হয়নি। যে কোনো সংস্কৃতবান মানুষের কাছে তিনি অতি প্রাসঙ্গিক এক বর্ণময় চরিত্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবীর কন্যা সন্তান রূপে স্বর্ণকুমারী দেবী ঠাকুরবাড়ির অঃদরে জন্মগ্রহণ করে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করেন। স্বাভাবিকভাবেই ঠাকুরবাড়ির শিক্ষার আলোয় আলোকিত হন তিনি । প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রী স্বর্ণকুমারী শৈশবেই মা সারদাদেবীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন সংস্কৃতি, রুচিবোধ ও সৌজন্যতার শিক্ষা। মায়ের স্মৃতিচারনা করে স্বর্ণকুমারী দেবী পরবর্তীকালে লিখেছেন-রোজ ভোরবেলা আঁচলের ফুলগুলি থালায় সাজিয়ে ফুলে ভরা থালাটি মায়ের সামনে এনে ধরতেন শিশু স্বর্ণ । মা হেসে একবার হাতে নিয়ে ফুলগুলি আবার ফিরিয়ে দিতেন মেয়ের হাতের থালায় । শৈশবের সেইসব স্মৃতিগুলি বারবার উঠে এসেছে স্বর্ণাকুমারী দেবীর লেখায়। অল্প বয়সেই ঠাকুর বাড়ির অগ্রজদের থেকে দেশ সেবার কাজেও প্রেরণা পান মহীয়সী এই রমণী। ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল থাকা মহিলাদের বাইরের জগতের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ তিনিই প্রথম নিয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের 'অবরোধ প্রথা'তুলে দেবার উদ্যোগও তিনিই প্রথম নেন। কুসংস্কারচ্ছন্ন হিঃদু সমাজের কঠোর নিয়ম নীতি মহীয়সী এই রমনীকে দমিয়ে রাখতে পারেনি কখনো। ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠলেও ধর্মের গোড়ামিকে কখনো প্রশ্রয় দেননি তিনি। সেকারণেই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছিলেন । কবি ,উপন্যাসিক, গীতিকার ,গল্পকার, নাট্যকার ও সমাজ সংস্কারক ইত্যাদি বহুগুনে ভূষিত ছিলেন বিদুষী এই নারী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের থেকে পাঁচ বছরের বড় ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।ভবাল্যকাল থেকেই পড়াশোনার প্রতি ছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর বিচিত্র নেশা । তাঁর প্রথাগত শিক্ষা ঠিক কবে শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ঠাকুরবাড়ির নানা তথ্য থেকে জানা যায়, বা।রি অন্দরমহলে অন্তপুর শিক্ষা বা গৃহশিক্ষার যথেষ্ট আয়োজন ছিল। বাড়ির ছোটদের জন্য প্রতিদিন আসতেন নীলকমল পণ্ডিত। তাঁর কাছে স্লেট পেন্সিল নিয়ে প।তে বসতে হত প্রতিটি বাচ্চাকেই । এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন স্বর্ণকুমারী । স্বর্ণকুমারীর শৈশব জুড়ে ছিল অগ্রজদের স্নেহের স্পর্শানুভূতি । ব।দাদা দ্বীজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শিখতেন ছবি আঁকা। সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ শেখাতেন গান। হেমেন্দ্রনাথ সাহিত্যের নানা বইপত্র সম্পর্কেও অবহিত করাতেন কনিষ্ঠ ভাইবোনদের। এই সময়ে বাড়ির ভিতর মহলে বাংলা, ইংরেজি এবং সংস্কৃত তিনটি ভাষারই শিক্ষালাভের সুযোগ হয়েছিল স্বর্ণকুমারীর। ঠাকুর বাড়ির গৃহশিক্ষায় এমন সব নানা ধরনের বিষয় যুক্ত হওয়ায় স্বর্ণকুমারীর শৈশব শিক্ষায় কোনরূপ খামতি ছিল না। পরবর্তীকালে স্বর্ণকুমারীর লেখালেখির বাতাবরন তৈরি হয় এখানেই। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও একবার স্বর্ণকুমারীর লেখা পরে মন্তব্য করেছিলেন- স্বর্ণ, তোমার লেখনীতে পুস্পবৃষ্টি হোক । ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্বর্ণকুমারী লেখেন তার প্রথম উপন্যাস 'দ্বীপনির্মাণ'। তাঁর লেখা এই উপন্যাসটি সকলের মনে এমন কৌতূহল জাগিয়েছিল যে , উপন্যাসটি কার লেখা সে সম্পর্কে সকলে আগ্রহী হয়ে উঠেন জানার জন্য । স্বর্ণকুমারীর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুমান করেছিলেন যে উপন্যাসটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা। কারণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ছিলেন তখন ঠাকরবাড়ির সাহিত্যকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তাই অভিনন্দন জানিয়ে ভাইকে চিঠি লিখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতির জ্যোতি কী প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে? সত্য অবশ্য বেশিদিন চাপা থাকেনি 'সাধারণী' কাগজে 'দ্বীপনির্মাণ' এর সমালোচনা প্রকাশ করে লেখা হল '' শুনিযাছি এখানি কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলার লেখা। আহলাদের কথা। স্ত্রীলোকের এরূপ পড়াশোনা, এরূপ রচনা, স্বহৃদয়তা, এরূপ লেখার ভঙ্গি, বঙ্গদেশ বলিয়া নয় অপর সভ্যতর দেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। কুড়ি বছর বয়সে প্রথম আবির্ভাবেই পাঠক ও সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করে নিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী। পরের বছর ঠাকুরবাড়ি থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'ভারতী 'পত্রিকা প্রকাশিত হলে স্বর্ণকুমারী তার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ১১ বছর ধরে শুধু ওই পত্রিকা তিনি সম্পাদনাই করেননি , নিরল প্রচেষ্টায় পত্রিকার মান উন্নীত করেছিলেন যথেষ্ট । 'দ্বীপনির্মাণ' ছাড়াও স্বর্ণকুমারীর বিখ্যাত রচনাগুলি হল মেবার রাজ, ছিন্নমুকুল ,মালতি, হুগলির ইমামবাড়া, বিদ্রোহ ,বিচিত্রা ,স্বপ্ন বাণী, মিলন রাত্রি ,স্নেহলতা ইত্যাদি । নাটকের মধ্যে বসন্ত উসব ,রাজকন্যা ,দিব্য কমল ,কনে বদল, যুগান্ত ও নিবেদিতা উল্লেখযোগ্য । 'পৃথিবী' নামে বিজ্ঞান বিষযক একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন স্বর্ণকুমারী । এই প্রবন্ধটির বাইরেও 'ভারতী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায ছড়িযে ছিল তার লেখা পদার্থবিদ্যা , জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূতত্ত্ব - বিষয়ে আরো কিছু বিজ্ঞান প্রবন্ধ । উনিশ শতকের ইউরোপের বিজ্ঞান চর্চার যে ফসলগুলির সঙ্গে তিনি নিজে পরিচিত হয়েছিলেন , সেই বইগুলো থেকে তথ্য আহরণ করেই তিনি তার পাঠককেও সমকালীন বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে পরিচিত করাতে চেয়েছিলেন। বিজ্ঞান বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ পাঠকও যাতে তার লেখার মর্ম গ্রহণ করতে পারে, তার আলোচিত বিষয়টির প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে পারে- মাসিক পত্রের পাতায় পরিবেশন এর সময় এ কথাগুলিও মনে রেখেছিলেন স্বর্ণকুমারী। তার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে পরিবেশিত তথ্যগুলি আজকের বিচারে হযতো আর তত প্রাসঙ্গিক নয়, কিন্তু স্বর্ণকুমারীর এই বৈজ্ঞানিক রচনাগুলি এখনো যথেষ্ট মূল্যবান। প্রথাগত বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়াও কেবল আন্তরিক আগ্রহে কতদূর অগ্রসর হওয়া যায়, এই প্রবন্ধগুলি তারই সক্ষম বহন করছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিযেও এ সময়ে 'ভারতী 'পত্রিকায চিন্তাশীল প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী। স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনা পর্বেই সবচেয়ে বেশি মহিলা লেখকের সমাবেশ ঘটেছিল ভারতি'র পাতায। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 'ভারতী'র এই পর্বের নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে- সরোজ কুমারী দেবী, ইঃদিরা দেবী, প্রিয়ংবদা দেবী, নিস্তারিণী দেবী, সরলা বালা দাসী প্রমুখেরা উল্লেখযোগ্য । স্বর্ণকুমারী দেবীর দুই কন্যা -- ' হিরন্ময়ী' ও 'সরলা'ও যুক্ত ছিলেন 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে । ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'ভারতী 'পত্রিকার পরিবর্তিত নাম হয 'ভারতী ও বালক '। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'ভারতী' সম্পাদনার পর অবসর নেন স্বর্ণকুমারী । স্বর্ণকুমারীর এই অবসরগ্রহণ স্থায়ী বিচ্ছেদ ছিল না, ছিল সাময়িক বিরতি। স্বর্ণকুমারীর স্বরচিত ৩৫০ এর মত সংগীত যা সকলের কাছে ছিল বিস্ময়ের । স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত জাতীয় সংগীত, ধর্ম সংগীত, প্রভাত সঙ্গীত, মধ্যাহ্ন সংগীত, সন্ধ্যা সংগীত, নিশিথ সংগীত প্রভৃতি সংকলনে তার গান ও খন্ড কবিতাগুলো গঠিত হয়েছিল। স্বর্ণকুমারী দেবীর কৃতিত্বে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মায়ের নামাঙ্কিত জগতারিনী স্বর্ণপদক পুরস্কার দেয়। বলাবাহুল্য , উনবিংশ শতকের শেষ দিকে কাব্য সংগীত ও সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী হয়ে উঠেছিলেন এক আলোকিত অধ্যায় ।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/সিআরআইডি/নিউ অ্যালটমেন্ট/এমপিএস/২০২১, হাওড়া, তারিখঃ ২৭.০৬.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ... www.ireps.gov.in ...

[illegible]

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

HWH-145/2024-25

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২১৩ সংখ্যা, বুধবার , ১৮ আষাঢ়, ১৪৩১

বাংলার দরিদ্র কৃষক

‘শরৎসাহিত্যে হতে বৃটিশ আমলে কৃষক দুর্দশার চিত্র’। বৃটিশ আমলের বাংলার জমিদার-মহাজনদের কাছে যাঁরা পরশ পাথর ছিলেন, এবং নানা অজুহাতে সময়ে ও অসময়ে নাড়া দিলেই যাঁদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা সম্ভব ছিল, তৎকালীন বাংলার সেইসব দরিদ্র-নিরন্ন চাষীদের আর্থিক সঙ্গতি কতটা ছিল, সে সম্পর্কে ১৮৫২ সালের ১লা এপ্রিল তারিখের ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় ডঃ মার্শম্যান লিখেছিলেন; “No one has ever attempted to contradict the fact that the condition of the Bengal peasantry is almost as wretched and degraded as it is possible to conceive– living in the most miserable hovels– scarcely fit for a dog kennel– covered with tattered rags– and unable– in too many instances– to procure more than a single meal a day for himself and family. The Bengal ryot knows nothing of the most ordinary comforts of life. We speak without exaggeration when we affirm that if the real condition of those who raise the harvest– which yields between three and four millions a year– was fully known– it would make the ears of one who heard thereof tingle.” SPoverty and UnéôéBritish Rule in India– Dadabhai Naoroji– p 587. এছাড়া সেই সময়কার বাংলার কৃষকদের সম্পর্কে ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়ট বলেছিলেন; “I do not hesitate to say that half of our agricultural population never knows from yearós end to yearós end what it is to have their hunger fully satisfied.” বৃটিশ-ভারতে কমবেশি ২০ কোটি মানুষ কৃষির উপরে নির্ভরশীল ছিলেন; এবং তাঁদের অর্ধেক, অর্থাৎ; দশ কোটি মানুষ তখন অর্ধাশনে-অনশনে নিজেদের জীবনযাপন করতেন। ১৮৯৩ সালের মে মাসে পাইওনিয়ার নামে এলাহাবাদের আধা-সরকারি একটি সংবাদপত্র লিখেছিল; “Nearly one hundred millions of people in British India are living in extreme poverty.” (দেশের কথা, সখারাম গণেশ দেউস্কর, পৃ- ১৮৯) একই প্রসঙ্গে মাদ্রাজের কৃষি-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মিঃ ডাবলু, আর. রবার্টসন বলেছিলেন; “The condition of the agricultural labourers in India is a disgrace to any country calling itself civilised.” বলাই বাহুল্য যে, শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে বৃটিশ আমলের বাংলার এইসব নিরন্ন-বুভুক্ষু রায়ত-কৃষকদের চিত্রই এঁকেছিলেন। সেযুগের বাংলার কপর্দকহীন ও ভূমিহীন কৃষিজীবীদের প্রসঙ্গে জানাতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন; প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; অনেকেরই এক-ফোঁটা জমি-জায়গা নাই। পরের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে এবং পরের জমিতে ‘জন’ খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করে।

১ জুলাই কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতার ঐতিহ্যময় ভারতের প্রাচীনতম উচ্চ আদালতের প্রতিষ্ঠা দিবস তেমনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মনস্ক আমাদের কলকাতায় বিনোদন মূলক ভারতীয় উপ মহাদেশের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান নগরীরও প্রতিষ্ঠা দিবস। কলকাতা হাইকোর্ট ১৮৬২ সালের ১ জুলাই ভারতের প্রাচীনতম হাইকোর্ট কলকাতা উচ্চ আদালত বা কলকাতা হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। তখন এর নাম ছিল কোর্ট অফ জুডিকেচার অ্যাট ফোর্ট উইলিয়াম। পরে হাইকোর্ট ভবনটি ইউরোপীয় গঠনশৈলীর গথিক স্থাপত্যবিশিষ্ট ১৮৭২ সালে নির্মিত। এটি ১৮০ফুট উচ্চতাসম্পন্ন এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ অট্টালিকা। ১৮৬১ সালে প্রথমে হাইকোর্টের আপিল বিভাগ লোয়ার সারকুলার রোডে যেখানে এখন মিলিটারি হাসপাতাল সেখানে ছিল আর আপিল বিভাগের বিচার অস্থায়ী ভাবে কলকাতা টাউন হলে হতো। ১৮৬২ সাল থেকেই তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ পুরো কাজটির জন্য নতুন সমন্বয় ভবনের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধিতে সরকারি স্থপতি মি.ওয়াল্টার গ্রানভিল-এর তত্ত্বাবধানে নতুন নকশা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। বেলজিয়ামের ইপ্রেস শহরের প্রাচীন মিউনিসিপ্যাল ভবন সমূহের ‘ ক্লথ হাউস ‘ এর অনুকরণে নক্সা তৈরি করলেন গ্রানভিল। অতঃপর ১৮৬৪ সালে ভিত্তিপ্রস্তর এবং আটবছর বাদে ১৮৭২ সালে এর নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়। পরবর্তী পর্যায়ে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর দিকে নতুন করে এর সংলগ্ন আরও একটি ভবন নির্মাণ করা হয় এবং পরবর্তী ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ দিকে হাইকোর্ট ভবনের বর্তমান স্থাপত্যের সঙ্গে সমতা রেখে আর একটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। চতুর্ভুজাকার এই হাইকোর্ট ভবন দৈর্ঘ্যে ৪২০ ফুট এবং প্রস্থে ৩০০ ফুট। এখানে উল্লেখ্য যে ১৮৭২ সালে স্যার বার্নেস পিকক কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারক ছিলেন শম্ভুনাথ পণ্ডিত। হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় প্রধান বিচারপতি ছিলেন রমেশ চন্দ্র মিত্র। প্রথম পূর্ণ মেয়াদের ভারতীয় প্রধান বিচারপতি ছিলেন ফণিভূষণ চক্রবর্তী। হাইকোর্টের দীর্ঘতম মেয়াদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন শংকরপ্রসাদ মিত্র। সায়েন্স সিটি আবার কলকাতার আরো এক জনপ্রিয় বিনোদন উদ্যানেরও প্রতিষ্ঠা দিবস। আট থেকে আশি সকলেরই কাছে এই জায়গাটি ধীরে ধীরে প্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৯৯৭ সালের ১লা জুলাই ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তম বিজ্ঞান সংগ্রহালয় ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিনোদন উদ্যান সায়েন্স সিটি এর উদ্বোধন হয়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

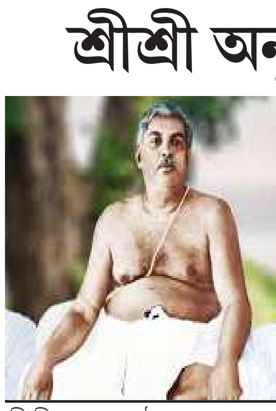

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলছেন, আত্মনির্ভরতা করতে মনে শক্তির সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তি সম্পদ কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের শক্তি সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে পারলেই দেশের শ্রীশক্তি সম্পদ বৃদ্ধি হবে। তবেই দাঁড়ানোর শক্তি উত্থিত হবেআদর্শই দেশকে পারে বাঁচাতে। নাহলে গোটা দেশটা একেবারে ধ্বংসে পথ ধরে এগিয়ে চলতে থাকবে। ঠাকুর বলত চেয়েছিলেন, দেশের তরুণরা আত্মনির্ভরতার ওপরে ভরসা করে এগিয়ে যাক। এটা একটি দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা মানুষের মধ্যে গড়ে উঠুক। আত্মনির্ভরতা দিকে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মা ভবতারিনীর স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন অভয়দানকারিণী। তিনিই জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বলবান। মা সারদা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ সম্ভব। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন বলেই ভারত এত শক্তিশালী। মা সব সব কিছু সহ্য করতে পারেন। মা ভবতারিনীর আরতি হওয়ার পর মা সারদাকে প্রমাণ করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি মা সারদাকে দেবী বলে মনে করতেন। সাক্ষাৎ জগত জননী বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। সেই জাগরণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন স্বামী বিবেকানন্দ। নারী জাতিকে সম্মান দিলে সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে।

‘বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটি, স্যার উইলিয়াম জোন্স এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্র কুমার শীল

এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে পরিচিত নেই এমন ব্যক্তি বাংলা তথা ভারতে কম রয়েছে। ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি গড়ে তোলা হয়। এই সংস্থাটি ভারতের প্রাচীনতম প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। স্যার উইলিয়াম জোন্স মাত্র ৩৭ বছর বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন ১৭৮৩ সালে। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা সমাপ্ত করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি বহু ভষাবিদ এবং আইনজ্ঞ ছিলেন। ফলে তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি করে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং সাহিত্য চর্চার ওপরে আকৃষ্ট হয়ে একটি প্রাচ্য গবেষনাগার খোলার কথা চিন্তা করেন। সেই চিন্তার ফসল হচ্ছে আজকের এশিয়াটিক সোসাইটি। প্রাচ্য বিষয় বিদ্যার চর্চার প্রধান গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে এই সংস্থা স্বীকৃতি লাভ করে। মাত্র বারোজন সদস্য নিয়ে এই সংস্থা যাত্রা শুরু করলে পরে ধীরে ধীরে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করে। ভারতীয়রা এখানে আগে প্রবেশ লাভ করতে পারতো না। প্রায় পঁতাল্লিশ বছর পরে অর্থাৎ ১৮২৯ সালে ভারতীয়রা প্রবেশাধিকার পায়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় সভাপতি হলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৮৫ সালে। সাবেরা বুঝতে পেরেছিল যে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ভারতীয় পণ্ডিতদের যোগদান করে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। না হলে প্রাচ্য বিদ্যা চর্চা করা একেবারে অসম্ভব। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হলেন প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রামকমল সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজচন্দ্র দাস, রাধাকান্ত দেব সহ আরও অনেকে। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত রিসার্চের পত্রে (১৭৮৮) এবং জার্নালে (১৮৩২) প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রাচ্যের প্রাচীন চর্চা প্রতি বেশি করে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য থাকলেও তিনি কিন্তু কলকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাটির সদস্য ছিলেন না। এই সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও বিদ্যাসাগর এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্য বিদ্যা পুনরুদ্ধার অর্থাৎ সংস্কৃত, পালি, আরবীয় প্রকাশ রচনায় আগ্রহী ছিলেন। এমনকী ‘বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা’ সিরিজের প্রকাশে তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। ১৮৫২ সালে ৩০ জুলাই এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মসমিতিতে ডাঃ ই রোয়ের বিদ্যাসাগরের হয়ে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ প্রকাশনার প্রস্তাব দেন। এই নাটকগুলো হল যথাক্রমে- ‘বেণী সংহার’, ‘অনর্য রাঘভ’, ‘প্রসন্ন রাঘভ’, ‘নাগানন্দ’, ‘ললিত মাধব’ এবং ‘বিদগ্ধ মাধব’। ১৮৫৩ সালে তিনি প্রস্তাব দিলেন বেদের ভাষ্যকার মাধবাচার্যের ‘সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ’ নামে পুঁথিটি সম্পাদনা করা হোক এবং সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। ‘সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ’ পুঁথিটি খুবই দুলর্ভ ছিল। বাংলায় মাত্র দুটো পুঁথি পাওয়া যায়। একটি এশিয়াটিক সোসাইটিতে এবং আর একটি সংস্কৃত কলেজে রয়েছে। পরে বিদ্যাসাগর আরও তিনটি পুঁথি

সংগ্রহ করেছিলেন বেনারস থেকে। ১৮৫৮ সালে ‘বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা’ সিরিজে বাইস নম্বর বই হিসাবে স্থান পেল ‘সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ’। বিদ্যাসাগরের এশিয়াটিক মস্পর্কে একটি আগ্রহ ছিল। ১৮৪৮ সালে বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের ‘হিস্টোরি অব বেঙ্গল’ (২য় ভাগ) এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন বিদ্যাসাগর ‘বাংলার ইতিহাস’ নাম দিয়ে। সেখানে তিনি মহামতি স্যার উইলিয়াম জোন্স এবং এশিয়াটিক সোসাইটির নাম উল্লেখ করেছিলেন। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের জীবনীতে দেখতে পাই উইলিয়াম জোন্সের নাম। সেখানে লেখা রয়েছে-‘ সর উইলিয়াম জোন্সের অকাল মৃত্যুতে সর্বসাধারণের যেরূপ অসাধারণ মনস্তাপ ও ক্ষত বোধ হইয়াছে, অতি অল্প লোকের বিষয়ে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষা বিজ্ঞান বিষয়ে বোধহয় কোনো ব্যক্তিই তাহা অপেক্ষা অধিক প্রাচীন ছিলেন না। পুরাবৃত্ত, দর্শন শাস্ত্র, ধর্ম, স্মৃতি, পদার্থবিদ্যা, সর্বজাতীয় আচার ব্যবহার বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল।’

বিদ্যাসাগর আত্মমর্যাদা ও স্বাজাত্যবোধের আপোষহীন মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি ভারতীয় পোশাক পরে বড়লাটদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। বহুবার অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছে তাঁর এই ধুতি চাদর পরিহিত অবস্থাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তিনি কোনও অবস্থাতেও তালতলার পাদুকা এবং ধুতি চাদর ত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর এই পোশাককে কেন্দ্র করে বহু অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে ১৮৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে। বিদ্যাসাগর চলেছিলেন সোসাইটির জাদুঘর এবং গ্রন্থাগার দেখাতে তাঁর চিরাচরিত পোশাক পরে। সঙ্গে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি যিনি রাজকৃষ্ণ ব্যানার্জির পুত্র এবং লেখক হরিশচন্দ্র। বেনারসের হিন্দি লেখক হরিশচন্দ্র ‘ভরতেন্দু’ খেতাবে ভূষিত ছিলেন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য। তিনি চাপকান, মাথায় রয়েছে পাকড়ী এবং পায়ে রয়েছে ইলিংশ জুতো। বিদ্যাসাগরের দুজনই সঙ্গীকে প্রবেশ করতে দিলেও এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবেশ করার অধিকার পেলেন না বিদ্যাসাগর। তবে পাদুকা রেখে বা হাতে নিয়ে প্রবেশ করতে পারেন বলে জানানো হয়। তিনি দারোয়ানের সঙ্গে কোনও রকম বচসা করলেন না। এশিয়াটিক সোসাইতে প্রবেশ না করে দরজা থেকে ফিরে গেলেন। এটিকে তিনি নিজের অপমান বলে গ্রহণ করলেন না বিদ্যাসাগর। এটা সমগ্র জাতির অপমান বলে স্বীকার করে নিলেন। তাই তিনি যতদিন না কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথাযথ কারণ না জানতে পারছেন ততদিন এশিয়াটিক সোসাইটে প্রবেশ আর করবেন না বলে স্থির করলেন। ১৮৭৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগর চিঠি লিখলেন এশিয়াটিক সোসাইটির পরিচালন সমিতির সদস্য ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের (তখন এশিয়াটিক সোসাইটির বিল্ডিংয়ে অবস্থিত ছিল) ট্রাস্টী বোর্ডের সচিব এইচ এফ ব্লান্ডফোর্ডকে। কারণ দর্শাতে বললেন এই ধরনের বৈষম্যমূলক প্রথা কেন চালু রয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটিতে। যেখানে পায়ে হেঁটে বুট জুতো পরে এসে সাহেবদের প্রবেশাধিকার মেলে সেখানে গাড়ি করে এসে চটি পরে ঢুকতে গেলে কেন বাধা দেওয়া হয়। কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি ঘরে ঢুকতে গেলে সেখানে চটি জুতো পরে ঢোকার অধিকার মেলে। কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে এবং মিউজিয়ামে প্রবেশ করতে গেলে কেন বাধাপ্রাপ্ত হবে। চিঠিতে বিদ্যাসাগর এটাও উল্লেখ করলেন এটা কিন্তু ব্যক্তিগত অপমান নয়, এটা সমগ্র জাতির অপমান। ব্লাণ্ডফোর্ড মারফৎ চিঠি পৌঁছে গেল এশিয়াটিক সোসাইটির পরিচালন সদস্যদের কাছে। পরিচালন সমিতির মাসিক সভা বসেছে ৩০ এপ্রিল ১৮৭৪ সালে। দশজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বিদগ্ধ পণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উপস্থিত। কর্ম সমিতি স্থির করলো-‘To Express regret for any infignity should have been offered to the Pandit by the servants to the museum.’ এবং স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হল তারা এই গ্রন্থাগারে আসলেন তারা যেন ইউরোপীদের ব্যবহারে ব্যতিক্রম না হন। এইভাবে দারোয়ানকে কাজের সমর্থন জানিয়ে ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ করলো কর্মসমিতির সদস্যরা। বিদ্যাসাগর ছেড়ে দেওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি এই বিষয়টা নিয়ে লড়াই করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সারা জীবন ধরে লড়াই করেছেন বিদ্যাসাগর। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেছেন। জেদ নিয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে লড়াই করেছেন। সংস্কৃত কলেজে থাকাকালীন অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। বহু বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ নিয়ে সংগ্রাম করেছেন। মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের জন্য সংগ্রাম করেছেন। সব ক্ষেত্রে তিনি একাই সেনাপতি হয়ে লড়াই করে গিয়েছেন। একটি দিনের জন্য তিনি থামেন নি। কার্মাটাঁড়ে গিয়ে সেখানে সাঁওতালদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য সংগ্রাম করেছেন। সংগ্রামী ছিল তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায়। এতগুলো সংগ্রাম একটি মানুষ কীভাবে করে গিয়েছিলেন তা ভাবতে আজকে আমাদের অবাক হয়ে যেতে হয়। শিহরিত হয়ে যেতে হয়। বহু শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন বলেই ক্রমাগত সংগ্রাম করে গিয়েছেন রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে। সংগ্রাম করেছিলেন পরাজিত হওয়ার জন্য নয়। জয়ী হয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানেই বিদ্যাসাগরের আসল কৃতিত্ব। পরাজয়কে তিনি গ্রহণ করেননি। বারবার সংগ্রাম করে জয়কে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসতে সমর্থ হতেন।

১৬ জুন ১৮৭৪ সালে তাঁরা বিদ্যাসাগরের চিঠিটি কর্মসমিতির সব সদস্যদের মধ্যে বিলি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৩১ জুলাই বাকবিতণ্ডা শুরু হল। রাজেন্দ্রলালা মিত্র ইউরোপীয় সদস্যদের বিরুদ্ধে মত পোষন করেন। ইউরোপীয়রা তাদের মানসে এশিয়াটিক সোসাইটি পরিচালনার কথার ওপরে অবিচল থাকে। কিন্তু রাজেন্দ্রলালা মিত্র বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এশিয়াটিক সোসাইটি শুধু ইউরোপীয় সদস্যদের জন্য নির্মিত হয় নি। এটা কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এই সংস্থায় যে কোনও ব্যক্তি আসতে পারে এবং যে কোনও সভাসমিতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে দর্শক এবং শ্রোতা হিসাবে। রাজেন্দ্রলালা মিত্র একমাত্র ভারতীয় যিনি এ ব্যাপারে তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদ পত্রের প্রত্যুত্তরের অবকাশ এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষের ছিল না। তাই তারা এটি আর আলোচনা করতে চান না বলে বিষয়টিকে থামিয়ে দেন। কিন্তু থেমে থাকেনি তৎকালীন পত্র পত্রিকা। বিভিন্ন দেশীয় পত্র-পত্রিকা ও ইংরেজি পত্র পত্রিকা সর্বত্রই নিন্দিত হতে থাকে এশিয়াটিক সোসাইটির এই বর্ণবিদ্বেষী বিধিনিয়ম। ইংলিশম্যান, হিন্দু প্যাট্রিয়টিক, নেটিভ ওপিনিয়নে মতো পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে বর্ণবিদ্বেষী মনোবৃত্তি অপোষহীন প্রবন্ধ। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ‘বিদ্যাসাগর প্রকৃতই এমন এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব যা আমরা ধারনাই করতে পারি না। ঈশ্বরচন্দ্র এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে তাঁহার নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।’ পরে অবশ্য বিদ্যাসাগর এশিয়াটিক সেসাইটিতে সকলে যাতে অতি সহজে প্রবেশ করতে পারে অবাধে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি শুধু একা নন, সমস্ত ভারতীয়রা তাদের নিজস্ব পোশাক পরে সেখানে প্রবেশ করার অধিকার আদায় করে ছেড়েছিলেন।

পরে এশিয়াটিক সোসাইটির নিজস্ব বিল্ডিং ১৮০৮ সালে নির্মিত হয়। সেখানকার সভার গৃহটির নাম ছিল ‘ট্রাডিশন্যাল হল’। ১৯৯৫ সালে সেটা বিদ্যাসাগর হল নাম পরিচিত হল। বিদ্যাসাগরের শতবর্ষ জন্মদিবসের দিন একট তৈল চিত্র এবং তাঁর দ্বিশতবর্ষ কালে এটি মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর নামাঙ্কিত ‘পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র গোল্ড প্লেক অ্যাণ্ড লেকচারশিপ’ এই সম্মাননা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতি বছর প্রদান করে থাকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নতি নিয়ে বিদ্যাসাগর চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর যেমন এদেশের জনশিক্ষার অগ্রদূত ঠিক তেমনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও এদেশে উচ্চ শিক্ষার পথিকৃৎ। দুই জনই বাংলার শিক্ষাকে প্রসার করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে ৪৪ বছর ব্যবধান থাকলেও দেশবাসীর জন্য শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে কোনও মতভেদ দেখতে পাওয়া যায় নি। আচার আচরণে, জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদে এবং স্বদেশের ঐতিহ্য রক্ষায় ছিলেন এরা দুজনেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার ভিত তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন। আর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলার ভাষাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ার কাজটি করে যান। বিদ্যাসাগর যেমন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদটি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। আবার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শিক্ষাবিভাগের হোমড়াচোমড়াদের অসৌজন্য আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আত্মসম্মান রক্ষার্থে উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বয়স যখন দশ বছর তখন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল মোগলসরাই স্টেশনে। বালক আশুতোষ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে শুনেছিলেন।

বারাণসীর কড়চা ঃ ক্রীড়া জগতে সুনাম অর্জন

জয়দেব দাস, কাশী

অবশেষে স্বপ্নপূরণ। অবশেষে আবারও একটা বিশ্বকাপ এল ভারতের ঘরে।রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে রক্তচাপ বাড়িয়ে বার্বেডোজে ভারতের পতাকা ওড়াল রোহিত শর্মার দল। সাত রানে জিতে ২০০৭ সালের পরে আবারও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ঘরে তুলল ভারত। সে বার মহেন্দ্র সিংহ ধোনির হাত ধরে ট্রফি এসেছিল। এ বার ট্রফি উঠল রোহিত শর্মার হাতে। কোটি কোটি ভারতীয় ক্রিকেটভক্তের স্বপ্নকে বাস্তবে বদলে দিল রোহিত- বাহিনী। বার্বেডোজের মাঠে লেখা হয়ে গেল এক অমর কাব্য। এই ক্রিকেট কাব্য এক দিনে লেখা হয়ে নি। লেগেছে দীর্ঘ দিন। ক্রিকেট কাব্যের ভারতীয় আদি ক্রিকেট কবিদের যদি নাম নেতে হয়, তাহলে বারানসীর মহারাজ বিজ্জি’র কথা বলতেই হয়। লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্যার বিজয় আনন্দ গজপতি রাজু বিখ্যাত ভারতীয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার, ক্রিকেট প্রশাসক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। সর্বসমক্ষে তিনি বিজ্জি কিংবা বিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমার নামে পরিচিত ছিলেন। বিজিয়ানাগ্রামের শাসনকর্তা পশুপতি বিজয় রাম গজপতি রাজুর দ্বিতীয় পুত্রসন্তান ছিলেন বিজ্জি। এ কারণেই তার পদবী মহারাজকুমার হয়েছে। ১৯২২ সালে পিতার দেহাবসানের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা হন। বেনারসে পারিবারিক সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য বিজ্জি স্থানান্তরিত হন। আজমিরের প্রিন্সেস কলেজে (মেয়ো কলেজ) অধ্যয়ন শেষে ইংল্যান্ডে চলে যান। সেখানে তিনি হেইলিবারি ও ইম্পেরিয়াল সার্ভিস কলেজে পড়াশোনা করেন। টেনিস ও ক্রিকেটে তার দক্ষতা ছিল। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাবস্থায় মুশতাক আলীকে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে বেনারসে নিয়ে আসেন। ১৯২৬ সালে বিজ্জি ক্রিকেট দল সংগঠিত করে। নিজ প্রাসাদ এলাকায় মাঠের অবকাঠামো নির্মাণে অগ্রসর হন। ভারত ও বাইরে থেকে খেলোয়াড়দের এতে অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৩০-৩১ মৌসুমে পূর্ব-নির্ধারিত এমসিসি দলের ভারত সফর রাজনৈতিক কারণে বাতিল করা হলে স্ব-উদ্যোগে ভারত ও সিলন গমন করেন। তিনি দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণের জন্য জ্যাক হবস ও হার্বার্ট

সাটক্লিফকে অনুরোধ করেন। এ উল্লেখযোগ্য অর্জনটুকু পাঁচবার হবস অস্বীকার করেন। কয়েকবছর পর বিজ্জি লিয়ারি কনস্ট্যান্টাইনকে ভারতে নিয়ে আসেন। মৌসুমে সফর আয়োজন করে বিজ্জি ভারতীয় ক্রিকেটকে ভিত্তি এনে দেন। পাতিয়ালার মহারাজার পর এ সফরটি দ্বিতীয় ছিল। এ পর্যায়ে পাতিয়ালার সাথে ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিংডনের সুসম্পর্ক না থকালেও বিজ্জির সাথে সুন্দর সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। বড়লাটের সম্মানার্থে দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠের নতুন একটি প্যাভিলিয়ন নামাঙ্কিত করেন। ১৯৩৪ সালে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তিনি স্বর্ণনির্মিত উইলিংডন ট্রফি দান করার চেষ্টা চালান। তবে পাতিয়ালা তাকে রঞ্জী ট্রফি প্রদানের মাধ্যমে পরাভূত করেন। তার অর্থবিত্ত ও যোগাযোগে দক্ষতার কারণে ভারতীয় ক্রিকেটে ব্যাপক প্রভাববিস্তার করতে সমর্থ হন। ত্রিশের দশকের শুরুতে বোর্ডকে পঞ্চাশ হাজার রূপীসহ ১৯৩২ সালে ইংল্যান্ড সফরে ভারত দলের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। এ সফরে তিনি উপ-অধিনায়কের জন্য মনোনীত হন। তবে স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি ও দূর্বলমানের খেলা প্রদর্শনের কারণে স্বীয় নাম প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন।

লর্ডসে মাইনর কাউন্টিজের বিপক্ষে ভারতের প্রস্তুতিমূলক খেলার ঘটনা চোখে পড়ে। খেলা চলাকালীন লালা অমরনাথের পিঠের আঘাতের কারণে সুশ্রুষার দরকার পড়ে। বিজ্জি তার প্যাড খুলতে সহায়তা করলেও ব্যাট তুলে দেননি। তার পরিবর্তে কোন ব্যাটসম্যানকে নামানো হয়নি। ফলশ্রুতিতে অমরনাথ বিশ্রামের কোন সুযোগ পাননি। দিনশেষে ব্যাট রাখার পর দৃশ্যত রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বিশ্রাম কক্ষে ফিরে তার সরঞ্জামাদি ব্যাগে রাখেন ও পাঞ্জাবী ভাষায় গালিগালাজ করেন। ‘আমি জানি দুর্নীতি কি।’ বিজ্জি সুযোগ পেয়ে দলীয় ব্যবস্থাপক মেজর জ্যাক ব্রিটেন জোন্সের কাছে অভিযোগ করেন। এরফলে প্রথম টেস্ট শুরুর পূর্বেই সফর থেকে দেশের পথে যাত্রা শুরু করেন অমরনাথ। বিজ্জি নাইট উপাধি পান। রাজার জন্মদিনের সম্মাননায় বিজ্জিকে রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের তরফে নাইট পদবীতে ভূষিত করা হয়েছিল। একমাত্র সক্রিয় টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে ঐ বছরের জুনে অভিষেক ঘটিয়ে এ সম্মাননা লাভ করেন। এছাড়াও ঐ বছরেরই আগস্ট মাসে সর্বশেষ টেস্টে অংশ নেন তিনি। জুন, ১৯৪৭ সালে বিজ্জি তার নাইটহুড প্রাপ্তির বিষয়ে বড়লাট মাউন্টব্যাটেনকে এক পত্রে ব্যাখ্যা দেন যে, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের আদর্শ ধরে রাখার জন্য তাকে এ সম্মাননা দেয়া হয়নি। ১৯৪৪ সালে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে সম্মানসূচক ডক্টর অব ল ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৫৮ সালে তিনি পদ্মভূষণ পদকে ভূষিত হন। ‘এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান ক্রিকেট’ শিরোনামীয় গ্রন্থে মিহির বসু লিখেছেন যে, ‘ক্রিকেট খেলা আয়োজন করে অষ্টাদশ শতকের স্যার হোরাশিও মান, কিংবা বিংশ শতকের স্যার জুলিয়েন কানের ন্যায় তিনি যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছেন। ক্রিকেটে তিনি অন্যতম মর্যাদাবান হতে পারতেন। তবে তিনি নিজেই সেরা ক্রিকেটার হতে চেয়েছিলেন। ‘ইংল্যান্ড সফর পরবর্তীকালে দূর্বল অধিনায়কত্ব বিশেষ করে অমরনাথের ঘটনায় অভিযোগের মুখোমুখি হন বিজ্জি। জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালে বিউমন্ট কমিটি প্রতিবেদন আকারে জানায় যে, তার অধিনায়কত্ব বিপর্যয়মূলক ছিল। উল্লেখ করা হয় যে, তিনি মাঠের অবস্থান কিংবা বোলিং পরিবর্তনের বিষয়টি বুঝতেন না এবং কখনো নিয়মিত ব্যাটিং অর্ডারের ধার ধারতেন না।

প্রায় দুই দশককাল নির্জন অবস্থায় ছিলেন বিজ্জি। ১৯৫২ সালে বিসিসিআইয়ে সহঃ সভাপতি থাকাবস্থায় লালা অমরনাথকে ভারতের অধিনায়কের দায়িত্বভার প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি ক্রিকেট প্রশাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ সময়কালে বিসিসিআইয়ের সভাপতিত্ব করেন তিনি। উত্তর প্রদেশের ক্রিকেটের সমৃদ্ধি আনয়ণে অগ্রসর হন। (ক্রমশ)

সম্পাদক সমীপেষু

বিখ্যাত নৃত্য শিল্পী অমলা শঙ্কর

সুভাষচন্দ্র বসু থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাচের ভক্ত, মাত্র তেরো বছরে চষে ফেলেছিলেন গোটা ইউরোপ,বিশ্ব সংস্কৃতির মানচিত্রে উজ্জ্বল স্বামীর পাশে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নি তৈরি করতে পেরেছিলেন নিজস্ব পরিচিতি, বেঁচে ছিলেন একশো বছর। অমলা নন্দীর পিতা ছিলেন মুক্ত মনের মানুষ। স্বপ্ন দেখতেন নারীর শিক্ষা ও স্বনির্ভরতা। সেই যুগের শিল্প - সাহিত্য মহলের বিশিষ্ট মানুষদের সাথে ওঠাবসা ছিল অক্ষয়কুমারের। ১৯৩১সালে প্যারিসের এক শিল্পমেলায় যোগ দিতে গিয়ে অক্ষয়কুমার ঠিক করলেন কন্যা অমলাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। সেই বিদেশ সফরে উদয়শঙ্করের সাথে প্রথমবার দেখা অমলা নন্দীর। তবে চার চক্ষুর মিলন বলতে যা বোঝায় তার থেকে শতসহস্র যোজন দূরে ছিল প্রথম আলাপ।

প্যারিসে বাবার সঙ্গে এক রবিবার উদয়শঙ্করের বাড়িতে গিয়ে কিশোরী অমলার মন ভরে ওঠে আনন্দে,যেন এক টুকরো ভারত। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ভলিবল খেলছিলেন উদয় শঙ্কররা। ছোট্ট অমলাকে সেদিন কাছে টেনে নিয়েছিলেন উদয়শঙ্করের মা জননী হেমাঙ্গিনী। অল্প সময়ের মধ্যে প্যারিসে শঙ্কর পরিবারের একজন হয়ে উঠলেন অমলা।

প্যারিসের মেলাতেই প্রথমবার স্টেজে নেচেছিলেন অমলা। নিয়তার কৃষ্ণ নৃত্যে ছোট্ট অমলা ঢোল বাজাতে বাজাতে নাচ করতেন। উদয়শঙ্কর প্যারিসেই অমলাকে নাচতে দেখেন প্রথম। পরে একদিন প্যারিসের বাড়িতে তাঁকে বলেন এই ভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখা তো,এই মুদ্রাগুলো করে দেখা। অমলা অবলীলায় সেসব দেখাতে পারায় অক্ষয়কুমারের কাছে উদয়শঙ্কর তাঁর মেয়েকে দলে নেওয়ার আগ্রহ দেখান। পিতার মন, রাজি হতে পারছিলেন না। তখন আসরে নামেন উদয়শঙ্করের মা জননী হেমাঙ্গিনী তিনি আশ্বাস দিলে অক্ষয়কুমার তাঁর কন্যাকে হেমাঙ্গিনীর জিম্মায় রেখে দেশে ফিরে আসেন। সেই সময় আট মাস উদয়শঙ্করের ট্রুপের সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে শো করেছেন অমলা। উদয়শঙ্করের ব্যক্তিত্ব অমলাকে মুগ্ধ করেছে, দেখেছেন নিজের চোখে উদয়শঙ্করের জন্য ইউরোপের মানুষের কি উন্মাদনা। দেশে ফিরে পড়াশোনা আবার শুরু হল। সেই সময় ধ্রুপদী নাচ শেখা শুরু। মনিপুরি শিখলেন অম্বুবি সিংহের কাছে। ভারতনাট্যম কাণ্ডাপ্পা পিল্লাইয়ের কাছে। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে গানের তালিম হয়েছে। এই সময়ে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সামনে অমলা নেচেছিলেন। কবি খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন এ মেয়েকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দাও না। উদয়শঙ্কর দেশে ফিরলে নন্দী পরিবারের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। শখ করে একটা বেনারসি কিনেছিলেন অমলা, তবে সে শাড়ি আর পরা হয়ে ওঠে না। একদিন উদয়শঙ্কর বললেন ‘ম্যাটিনি শোয়ে মেট্রোতে একটা ছবি দেখতে যাচ্ছি। যাবি? রোদে অমলা বেনারসি পরে চললেন। ততদিনে তাঁর মনে জায়গা করে নিয়েছেন উদয়শঙ্কর। সুভাষ চন্দ্র বসু অমলার নাচ দেখতে চাইলেন। দিলীপকুমার রায় গেয়েছিলেন, নাচলেন অমলা। সুভাষ নাচ দেখে পরিতৃপ্ত, তিনি অক্ষয়কুমারকে বললেন উদয়শঙ্কর আলামোড়ায় নাচ নিয়ে পরীক্ষা -নিরীক্ষা করছে। মেয়েকে ওখানে পাঠিয়ে দিন। অমলার জীবনে নতুন অধ্যায়, উদয়শঙ্করের এত কাছে থাকা। ততদিনে অমলার মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছেন উদয়শঙ্কর। তবু অমলা জানতেন মনের মানুষকে। --অবলা বসু।

সংখ্যালঘু ভোটার কম, তারপরেও তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের ব্যবধান সর্বোচ্চ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ জুলাই ঃ গড়ে ত্রিরিশ শতাংশ করে সংখ্যালঘু ভোট আছে গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভার মধ্যে ছয়টি বিধানসভায়। এই চিত্রের ব্যতিক্রম এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত উদয়নারায়ণপুর বিধানসভায়। এই বিধানসভায় সংখ্যালঘু ভোটার মাত্র সাত শতাংশ। এরপরেও এবারের ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে উদয়নারায়ণপুরে বিজেপি সুবিধা করতে পারেনি। দেখা গেছে, উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বেশি ভোটে পিছিয়ে আছে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপি -র ভোটের ব্যবধান উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় চল্লিশ হাজার ভোটের। উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্র ছাড়া ও বাগনান, উলুবেড়িয়া উত্তর, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, উলুবেড়িয়া পূর্ব, শ্যামপুর, আমতা কেন্দ্রে ও বিজেপি -কে টেক্কা দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। গ্রামীণ হাওড়া জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বদের দাবি উলুবেড়িয়ার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র ছাড়া বাকি ছয়টি বিধানসভায় গড়ে তিরিশ শতাংশ করে সংখ্যালঘু ভোটার থাকার সুবিধা তারা পেয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব আরও বলেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ও এই প্রবণতা ছিল। উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস নামমাত্র সংখ্যালঘু ভোটারের ভোটে জয়লাভ করেছিল । বি জে পি -র সঙ্গে মাত্র চোদ্দো হাজার ভোটের জয়ের ব্যবধান ছিল। যেটা ছিল সাতটি বিধানসভার মধ্যে সবচেয়ে কম সেই সময়েই স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়েছিল জয়ের ব্যবধান কমেছে সংখ্যালঘু ভোটার উদয়নারায়ণপুরে কম থাকার কারণে। যে সুবিধা গ্রামীণ হাওড়া জেলায় অন্য ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে পাওয়া গিয়েছিল সেই সুবিধা উদয়নারায়ণপুর বিধানসভায় পাওয়া যায় নি। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস উদয়নারায়ণপুরে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এই প্রসঙ্গে উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা সমাজসেবী সমীর পাঁজা বলেন, ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে গ্রামীণ হাওড়া জেলায় সাতটি বিধানসভার মধ্যে (উদয়নারায়ণপুর ছাড়া) ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস স্বস্তিদায়ক ব্যবধানে বি জে পি কে হারিয়েছিল, সেখানে আমাদের উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের জয়ের ব্যবধান হয় খুবই কম। এই ঘটনা আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। আমরা আমাদের জয়ের ব্যবধান কম থাকার কারণ মূল্যায়ন করে সমস্যা বুঝতে পেরে সেই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য সচেষ্ট হই । গ্রামীণ হাওড়া জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সমীর পাঁজা। এই কেন্দ্রের অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ববৃন্দ বলেন, বিধায়ক তথা সমাজসেবী সমীর পাঁজা এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ প্রার্থী সাজদা আহমেদ কে উলুবেড়িয়ার অন্য বিধানসভা কেন্দ্রগুলি থেকে বেশী ব্যবধানে জয়লাভ করানোর জন্য দিনরাত এক করে জানপ্রাণ লড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিধায়ক তথা সমাজসেবী সমীর পাঁজা এই প্রসঙ্গে বলেন, গ্রামীণ হাওড়া জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান আমি। জেলার এতবড় দায়িত্ব থাকা স্বত্তেও সমস্ত বিধানসভা গুলিকে দেখভাল করার দায়িত্ব থাকলেও আমি আমার নিজের কেন্দ্র উদয়নারায়ণপুরে থেকে গিয়েছিলাম বেশি সময়। বিজেপি এই এলাকায় মেরুকরণের যাবতীয় প্রচেষ্টা করেছিল লোকসভা নির্বাচনে অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক কাজ ছিল আমার প্রচারের হাতিয়ার। যে কারণে বিজেপি - র মেরুকরণের প্রচেষ্টা এই কেন্দ্রে সফল হয়নি। এই প্রসঙ্গে এই কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বের পাল্টা দাবি, আমরা মেরুকরণের রাজনীতি করি না। তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি - র বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে মেরুকরণ নিয়ে। এই কেন্দ্রের বিজেপি -র নেতা রমেশ সাধুখাঁ বলেন, এবারের লোকসভা নির্বাচনে উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সমস্ত জায়গায় ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা -নেত্রী, কর্মীরা। নির্বাচনের বহু আগে থেকেই আমাদের স্থানীয় নেতা - নেত্রী কর্মীদের ঘরছাড়া করে ফাঁকা মাঠে ভোট করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে জয়ের ব্যবধান বাড়িছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই নিয়ে ওদের গর্ব করার কিছুই নেই। সম্মুখ সমরে ভোট যুদ্ধ হলে বোঝা যেত কাদের ক্ষমতা কত। বিজেপি নেতা রমেশ সাধুখাঁ -র করা তৃণমূল কংগ্রেসের সন্ত্রাসের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এই উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা সমাজসেবী সমীর পাঁজা। রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের মন্ত্রী পুলক রায় তৃণমূল কংগ্রেসের ভালো ফলাফল করা প্রসঙ্গে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক কাজের সুফল রাজ্যের সর্বত্র সবাই পেয়েছেন - পাচ্ছেন। সেই কারণেই আমরা সব বিধানসভা কেন্দ্রেই ভাল ভোটের ব্যবধানে বি জে পি -কে পরাস্ত করেছি। বিভাজনের রাজনীতি নয়, উন্নয়নকেই বেছে নিয়েছেন জনগণ।

ট্রাকের ধাক্কায় জখম যুবক, উত্তপ্ত মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ জুলাই ঃ ট্রাকের ধাক্কায় এক যুবক গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীহাটা। মঙ্গলবার বিকেলে ভবানীপুর আন্ডারপাসে দুর্ঘটনাটি ঘটে। জখম যুবক রহিম আলিকে প্রথমে হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে মালদা মেডিক্যালে রেফার করা হয়। ঘটনার খানিক বাদেই চালক-সহ ট্রাকটিকে নিজেদের এলাকায় নিয়ে যাচ্ছিলেন জখম যুবকের প্রতিবেশীদের একাংশ। খবর পেয়ে পুলিশ বাধা দিতেই ধুন্দুমার বেঁধে যায়। লাঠি উঁচিয়ে তাদের সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ৬ জনকে আটক করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জখম যুবকের নাম রহিম আলি। তার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের বহর এলাকায়। এদিন নিজের বাইক সার্ভিসিং করতে তুলসীহাটায় একটি শো-রুমে আসেন রহিম। সেখানে বাইক দিয়ে পাশেই চা খেতে যান। চা খেয়ে ফেরার সময় চাঁচলগামী ছ চাকার ইঁট বোঝাই ট্রাকটি তাকে ধাক্কা মারলে রহিম পড়ে যান। তার ডান পা ভেঙে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করান। ওই দুর্ঘটনার পর চালক পালাতে পারেননি। এরপর ট্রাকটি থানায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেন সেখানে থাকা সিভিক ভলান্টিয়ার। কিন্তু অভিযোগ, জখম যুবকের আত্মীয়, প্রতিবেশীরা সিভিক ভলান্টিয়ারকে পরোয়া না করে চালককে তারা বহরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। ট্রাকটিকে তারা বহরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে খবর পেয়ে থানা থেকে তড়িঘড়ি পুলিশ পাঠানো হয়। কিন্তু তুলসীহাটা বিবেকানন্দ মোড়ে ট্রাকটিকে আটকাতেই ধুন্দুমার বেধে যায়। ক্ষতিপূরণের জন্য চালক- সহ ট্রাকটিতে তারা নিয়ে যাবেনই বলে দাবি করেন। কিন্তু ট্রাকে আগুন বা চালককে মারধরের ঘটনা ঘটতে পারে আশঙ্কায় পুলিশ বাধা দেয়। ট্রাক ছাড়তে অস্বীকার করায় ঘটনাস্থল থেকে ৬ জনকে আটক করে। চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে ছ'জনকে আটক করা হয়েছে।

মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২ জুলাই ঃ অর্ধনগ্ন অ্যাসিডে পোড়া এক মহিলার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বীরভূমের নলহাটিতে। জানা গেছে, নলহাটি এক ব্লকের বড়লা পঞ্চায়েতের তৈল পাড়া ও রামেশ্বরপুরের মাঝে এক কালভার্টের নিচে অর্ধনগ্ন অ্যাসিডে পোড়া এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। মঙ্গলবার দুপুরে একদল যুবক ছাগল চড়াতে গেলে ওই মৃতদেহ নজরে আসে। তাদের চিৎকারে বহু মানুষ জড়ো হন। ঘটনাস্থলে নলহাটি থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। এখনও পর্যন্ত মহিলার পরিচয় জানতে পারে নি পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নং. ইপিসি-০১-সিএও-সি-ইআর-২০২৩-এর সংশোধনী স্লিপ নং. ৪ চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসার/কন/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতা, ৫ম তল, ১৪, স্ট্র্যান্ড রোড, এনকেজি, কলকাতা - ৭০০০০১ কর্তৃক সিঙ্গল স্টেজ দুই প্যাকেট পদ্ধতি ওপেন ইপিসি ই-টেন্ডার যা নিম্ন কাজের পরিপ্রেক্ষিতে আহ্বান করা হয়েছে ও পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে ঃ- **বাসুকীনাথ-পুসলা নতুন রেল লাইন** ইপিসি মোডে বৈদ্যুতিক ও সিগন্যালিং ও টেলিকমের কাজ সমেত বাসুকীনাথ স্টেশন (ব্যতীত) (সিএইচ.০.৯৪২ কিমি দুমকার দিকে বাসুকীনাথের সিএসবি থেকে (জিসিডি - দুমকা শাখায় জসিডি থেকে কিমি ৪৮.৯৬৮-এ) থেকে পুসলা স্টেশন (ব্যতীত) (সিএইচ.১৩.৫৬০ কিমি বাসুকীনাথের সিএসবি থেকে) পর্যন্তর মাঝখানে মাটি নির্দিষ্ট আকারে কাটার কাজ সম্পাদন, ক্ষুদ্র সেতু, বৃহৎ সেতু, নর্দমা, সীমানা প্রাচীর, নিরাপত্তার কাজ, প্রবেশ পথ সহ আরইউবি/আরওবি সমূহ, স্টেশন বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্স, অফিস এব অন্যান্য পরিষেবা ভবন নির্মাণ, ট্র্যাক ব্যালাস্ট সরবরাহ, রেল ব্যতীত সকল পি.ওয়ে সামগ্রী সরবরাহ সমেত পি.ওয়ে সংযুক্তি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। উপরোক্ত টেন্ডার নং -এর ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন করা হয়েছে তা নিম্নে দ্রষ্টব্য ঃ- **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ বিদ্যমান ঃ ৩১.০৭.২০২৪** তারিখ সকাল ১১টা, **পরিবর্তিত তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা।** টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ইপিসি মোডে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডারটির দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। অন্যান্য সকল নিয়মাবলি অপরিবর্তিত থাকবে। CON-34/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

সংশোধনী নং.-০২

অনুগ্রহ করে **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কেআইআর/ইএনজিজি/২২ অব ২০২৪ তারিখ ০৩-০৬-২০২৪**-এর **টেন্ডার নং.২ ও ৩**-এর পরিবর্তিত বন্ধ ও খোলার তারিখ পড়ুন। এখন **অনুগ্রহ করে পড়ুন ঃ**-টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০২-০৭-২০২৪ -এর ১৫.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে **১০-০৭-২০২৪** -এর ১৫.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার **খোলার** তারিখ ও সময় ০২-০৭-২০২৪ -এর ১৫.৩০ ঘণ্টার পরিবর্তে **১০-০৭-২০২৪** -এর ১৫.৩০ ঘণ্টা। উপরের টেন্ডারের অন্যান্য সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলি একই থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 249/PHE(C)/BMC (4th Call), Dated: 02.07.2024. e-Tender has been invited for Sinking 40MM. x 100 MM. DIA tubewell at different locations within ward no 1, 3 to 6, 8 to 11, 13, 15, 17, 19 to 21, 27 under BMC. For details, please follow **Tender Id (i) 2024_MAD_705262_1 to 16 in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission- 10/07/2024 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

OFFICE OF THE
DAHAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: dahaparagp@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT)** No: 01(2ND CALL)/DGP/15TH FC & 5 TH SFC/2024-25 & 02(2ND CALL)/DGP/15TH FC & 5 TH SFC/2024-25 & 03 (2ND ALL/DGP/15TH FC & SBM/2024-25 Dated: 02.07.2024 . The last date for online submission of tender is 10-07-2024 up to 11:00 Hours. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

বিজি কোচের এআরটি/এআরএমই-তে রূপান্তর

টেন্ডার নং. ঃ এম-২৪৯-আরএসপি-২০২৪-২৫-ডিআরজি-০৩। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নাম ঃ** সিঅ্যান্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, এন. এফ. রেলওয়ে, নিউ বঙাইগাঁওয়ে ০৫টি কোচের জন্য বিজি কোচের এআরটি/এআরএমই-তে রূপান্তর। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৬১,৬২,৫৫৪.৫১ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ১,২৩,৩০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২২-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম/এনবিকিউএস
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE

This is to inform that Sri GOURI SANKAR MAHATO S/o Late Lakhi Chand Mahato of Premises No. No. 17, Olai Chandi Road, P. S. Tala, Kolkata-700037 purchased a land measuring 2. 43 Satak a little more or less situated at Mouja- Manoharpur, R. S. Khatian No 1055, L. R.Dag No. 2095, L.R. Khatian No. 8916, P.S.Dankuni, District-Hooghly from the Vendors (1), Javed Qureshi, son of Late Nizamuddin Sk. alias Md. Nedamaddin Quraishi, (2) Nazarana Bibi w/o. Late Nizamuddin Sk. and (3) Md. Munna Quraishi alias Sk. Munna by virtue of Registered Sale Deed being Book No.1, Volume No.0608 - 2024 Page from 59925 to 59941 being Deed No. 060803215 for the year 2024.

If any one has any objection in this matter may raise objection to me within 15th day from this publication of this notice.

Sd/-
Ramji Sharma
Sealdah Civil Court
Kolkata – 700014
Date - 01.07.2024
Contact No. 7439086491

OFFICE OF THE CHINABARI GRAM PANCHAYAT
RANGAMETYA : KAMALPUR : CHHATNA : BANKURA

eTender Notice No. 13/CHINA/2024-25 e-Tender is invited by the Prodhan, Chinabari Gram Panchayat or the work of: Construction of Concrete Road from the house of Bibekananda Kar Towards pitch road. Last date of submission of Technical & Financial Bid 10.07.2024 at 12.15 PM. Date of opening of Tender 15.07.2024 at 10.00 AM. For details visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Chinabari Gram Panchayat

JANAI GRAM PANCHAYAT
Vill- Janai P.O.- Janai Dist- Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of Janai Gram Panchyat under Chanditala-II Dev block, Janai, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work Sl. no. 1: 1st call NIT no.- 241/ JGP dt. 01.07.2024 Tender id- 2024_ZPHD_704594_1 Publish Date - 02.07.2024 10.00 AM, Name of The work- Installation of Water ATM at Manshatala at SN 4, Fund- 15 th FC TIED, Estimated Amount - Rs. 1,80,000.00. Completion Time- 15 days. Last Time of Online Submission of tenchnical & Financial BID upto : 09.07.2024, 11.30 AM. Date of Opening technical & Financial Bid 11.07.2024 11.30 AM For details visit website https://wbtenders.gov.in

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for Construction of PCC Road under Pursurah Panchayat Samity. **NIT No. 04/PUR/24-25 Dt.-28.06.2024, Tender ID No 2024_ZPHD_702900_1 to 3**. Last date for submission of Tender: **06/07/24 up to 5.00 P.M.** and Construction of solar Water ATM and Solar Light under Pursurah PS **NIT NO. 05/PUR/24-25, Dt.-02.07.2024, Tender ID No.-2024_ZPHD_705169_1 to 7**. Last date for submission of Tender: **10/07/2024 up to 2.30 PM. Wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

কাটিহার-মুকুরিয়া ডাবলিং প্রোজেক্টে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৪/জুন/০২, তারিখঃ ২৬-০৬-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. সিই/কন/কে-এম/এমআইএস/২০২৪/০৯। কাজের নামঃ** কাটিহার-মুকুরিয়া ডাবলিং প্রোজেক্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিমি ৯.৭৬০ থেকে কিমি ২৪.০০০ -এর মধ্যে রেলওয়ে বিজি এমব্যাংকমেন্ট-এর জন্য ফর্মেশনে আর্থওয়ার্ক, আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্ল্যাংকেটিং কাজ, আরইউবি (৮টি) সহ মাইনোর ব্রিজ নির্মাণের পাশাপাশি সুরক্ষার কাজ, আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল/ড্রেন, এবং সার্কুলেটিং এরিয়া ও হাই লেভেল প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মের সাথে ২টি ডি ক্লাস স্টেশন বিল্ডিং, ৩ এম প্রশস্ত এফওবি নির্মাণ এবং সংযুক্ত সমস্ত ধরনের আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ৯৭,৮১,৬৮,৫১৯.৯৫ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে **০৬-০৮-২০২৪** তারিখের **১৪.৩০** ঘণ্টায় এবং খুলবে **০৬-০৮-২০২৪** তারিখের **১৫.৩০** ঘণ্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ এবং যে কোনও সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/৫
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

OFFICE OF THE CHINABARI GRAM PANCHAYAT
RANGAMETYA : KAMALPUR : CHHATNA : BANKURA

eTender Notice No. 11/CHINA/2024-25 e-Tender is invited by the Prodhan, Chinabari Gram Panchayat or the work of: Construction of Concrete Road from Tarapada Rakshit House towards Sanatan Rakshit House. Last date of submission of Technical & Financial Bid 10.07.2024 at 12.15 PM. Date of opening of Tender 15.07.2024 at 10.00 AM. For details visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Chinabari Gram Panchayat

Office of the
Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S- Usthi Dist.: South 24 Parganas,Pin-743513
NOTICE INVITING e-TENDER No. WBS24PGS/MAG-I/SGP/158/NIT-2/2024-2025

The PRADHAN, Office of the Sherpur Gram Panchayat UNDER Magrahat-I Development Block invites e-tender for the work of Construction of Paka cover drain with soakpit (1) from Binay Kayal House to subal Mondal House, ID-2024_ZPHD_703723_1. (2) from Julfikar Laskar house to Math Bhagar, ID-2024_ZPHD_703725_1, (3) from Shibtala to Gopal Kayal house, ID-2024_ZPHD_703727_1. Period of Completion (for all): 30 Days. Last date of submission of bid(online) 08/07/2024 at 04.00 p.m. Bid opening date for Technical Proposals (Online) 11/07/2024 at 12.00 P.M. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-03/2024-25 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District- Purulia, 04 (Five) nos. works/Schemes under 15 th CFC Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Tender ID: 2024_DM_704931_1 to 2024_DM_704931_5. Document download/sell starting from 02.07.2024 up to 09.07.2024 16.00 PM. Bid submission starting from 02.07.2024 up to 09.07.2024 at 16:00 PM. And Opening on 11.07.2024 at 16:05 A.M. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

জনবিজ্ঞপ্তি

দান্ত ভায়পার কেন্দ্র লিমিডেট
১, ক্রুকড লেন, নিচতলা, রুম নং জি-২, কলকাতা -৭০০০৬৯
CIN: L51226WB1982PLCO35467

সার্কুলার নং DNBR (PD) CC.No এর সাথে সম্মতিতে ০৬৫ / ০৩.১০.০০১/ ২০১৫-১৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ০৯ জুলাই, ২০১৫ সময়ে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে এই ধরনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা এবং এই ধরনের শর্তগুলি পূরণ করা, যদি থাকে, প্রযজেন হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা, ১) মণীশ আগরওয়াল, ৩৮৬ এ, ব্লক-জি, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩-এ বসবাসকারী পেশা-পরিষেবা ২) একতা অগ্রওয়াল, ৩৮৬এ, ব্লক-জি, নিউ আলিপুরে বসবাস করছেন, কলকাতা ৭০০০৫৩ তাদের সহযোগীদের সাথে পেশা-পরিষেবা নিয়ে (পরে সমষ্টিগতভাবে ''অধিগ্রহনকারী'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়) অবশেষে দিলীপ কুমার খেতান, কুণাল গোয়ার কাছ থেকে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে! এবং মিঃ স্বপন চ্যাটার্জি, ডান্টা ব্যবসার কেন্দ্র লিমিটেডের একটি বিদ্যমান নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্স কোম্পানি (এর পরে ''কোম্পানী'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) w.e.f. ২৬-০৬-২০২৪ কোম্পানির সমস্ত পূর্ববর্তী পরিচালক এবং তাদের সহযোগীদের (এখন থেকে ''বিক্রেতা'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), যার ভিত্তিতে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এবং সেইসাথে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা উপরে নামকৃত অধিগ্রহণকারীদের পক্ষে পরিবর্তন করা হচ্ছে এবং ২০২৪ সালের জুন মাসের ২৬ তারিখের কাছাকাছি। পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমকে একীভূত করা এবং শক্তিশালী করা এবং বিস্তৃত করা। যে কোনো ব্যক্তি যার স্বার্থ এই ধরনের পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, সে তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লেখিত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, DNBS, ১৫, এন. এস. রোড, ৫ তল , কলকাতা - ৭০০০০১-এ কোম্পানিকে অবহিত করতে পারে। এই নোটিশের প্রকাশের স্বার্থ এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে।

তারিখ ঃ ৩.৭.২০২৪ বোর্ডের আদেশে /-

Office of the
Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S- Usthi Dist.: South 24 Parganas,Pin-743513
NOTICE INVITING e-TENDER No. WBS24PGS/MAG-I/SGP/157/NIT-1/2024-2025

The PRADHAN, Office of the Sherpur Gram Panchayat UNDER Magrahat-I Development Block invites e-tender for the work of (1) Construction of CC road with pond pilling from Kamal Mondal house to Dibandu house, ID-2024_ZPHD_703318_1, (2) Construction of concrete road with pilling from PWD road to Jakir sardar house, ID-2024_ZPHD_703364_1 (3) Construction of CC road from PWD Road to Panchu Mondals House, ID-2024_ZPHD_703372_1 (4) Construction of concrete road from Khelarampur Halder House to Bablu Kayal House, ID-2024_ZPHD_703382_1 (5) Concrete road with pilling work from Asgar Sepai house to Ramu Mondal house, ID 2024_ZPHD_703394_1 (6) Concrete road from Sherpur Road to Diyan Sahebs house, ID-2024_ZPHD_703414_1 (7) Concrete road from Kaltala to Gora Chand Mondal house, ID-2024_ZPHD_703419_1 (8) Constructon of concrete road with pilling work from Rouf Mollas house to Jamtalla, ID-2024_ZPHD_703429_1, (9) Construction of concrete road from Ohidul Sanfuis house to Rafikul Sanfuis house, ID-2024_ZPHD_703439_1, (10) Protection wall and new cc road from Dilip Santra House to aditya Das pond, ID- 2024_ZPHD_703448_1 (11) Construction of protection wall and new CC road from PWD Road to Rahim Mondal house, ID-2024_ZPHD_703454_1 (12) Construction of new concrete road from main Road to Ali Hossain House, ID-2024_ZPHD_703460_1 (13) Construction of Protection wall and new CC roadkk with pilling from Nimai Mondal to Bappa Purkait House, ID-2024_ZPHD_703465_1 (14) Construction of CC road with pond pilling from Goni Sardar house to Liyakat sekh house, ID- 2024_ZPHD_703472_1 (15) Construction of conc road with pond pilling from Jayanta Gayen House to Amar Gayen house, ID-2024_ZPHD_703486_1. Period of Completion(for all): 30 Days. Last date of submission of bid (online) 08/07/2024 at 04.00 p.m. Bid opening date for Technical Proposals (Online) 11/07/2024 at 12.00 P.M. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE CHINABARI GRAM PANCHAYAT
RANGAMETYA : KAMALPUR : CHHATNA : BANKURA

eTender Notice No. 12/CHINA/2024-25 e-Tender is invited by the Prodhan, Chinabari Gram Panchayat or the work of: Construction of Concrete Road from Paresh Dasmodak towards Bankura Purulia Main Road. Last date of submission of Technical & Financial Bid 10.07.2024 at 12.15 PM. Date of opening of Tender 15.07.2024 at 10.00 AM. For details visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Chinabari Gram Panchayat

রঙ্গিয়া মণ্ডলে পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ২৮-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫-০১ থেকে ০৩ পর্যন্ত। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **ক্রমিক সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/পি-ওয়ে/বঙ্গাইগাওঁ খণ্ডে পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (দুই বৎসরের জন্যে)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,০৩,২৪,৪৮৮.০৬ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,০১,৬০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/পি-ওয়ে/গোয়ালপারা টাউনের অধীনের যোগীঘোপা-গোয়ালপারা টাউন - শিংরার মধ্যে পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (দুই বৎসরের জন্যে)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,৬৮,৮১,২৩০.১৭ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৩৪,৪০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৩। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/পি-ওয়ে/ছয়গাওঁর অধীনে শিংরা-ছয়গাওঁ-কামাখ্যার মধ্যে পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (দুই বৎসরের জন্যে)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,২১,৫১,৫১৯.৮৯ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,১০,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২২-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ২২-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

OFFICE OF THE
DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER NO-10/5TH SFC/2023-24 (2 nd Call)

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for total 6(Six)Nos. similar works. Source of Fund: 5 th SFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website http:/ wbtenders.gov.in from 25.06.2024 at 18.00 Hours to 04.07.2024. up to 18.00 Hours. The pre-qualification documents alone will be opened on 08.07.2024 at 12.00 hours.

Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/ Bidder for **NIeT No-151/HGP/NIT** Dated-**02.07.2024** of the The Prodhan, Hili Gram Panchayat, Hili, Dakshin Dinajpur. Details are shown in e-procurement website www.wbtenders.gov.in & www.ddinalpur.nic.in. The Last Date for submission of tender upto **10-07-2024 at 05.00 P.M**

Sd/-
The Prodhan
Hili GP,Hili, Dakshin Dinajpur

Abridged matter

Sealed quotations (off line) in the prescribed Performa is hereby invited by the Deputy Project Director (Civil)-I, SPMU, WBMIFMP, I. & W.Dte., from reliable owner for supplying 1 (one) no inspection vehicle (Non-Air Conditioned) with Driver on daily hire charges basis for the work vide Notice Inviting Quotation No.- 1 (Vehicle)/ C.E. & P.D., SPMU, WBMIFMP of 2024-25. Circulated vide Memo No.- 602-CIE (SPMU)/3P-01/ 2019 Dated-02.07.2024 of D.P.D. (Civil)-1, SPMU, WBMIFMP, I. & W. Dte. Last date & time of Application for issuing quotation paper on 10.07.2024 up to 14.00 hrs.

Sd/- (Sudip Haldar)
Deputy Project Director (Civil)-I
State Project Management Unit (WBMIFMP), I.& W. Dte.,
Government of West Bengal

নোটিশ

আমার ক্লায়েন্ট বিপিন গুপ্ত এবং রামকিশান গুপ্তের ছেলে দীপু গুপ্তা ৪৫, মাকরদহ রোড, কদমতলা, পি.এস. ব্যাঁটরা, হাওড়া - ৭১১১০১, ২০১৫ সালের জন্য নং ০০৮১৬ এবং ২০১৫ সালের নং ০০৮১৭ হিসাবে দুটি দলিল হারিয়েছে এবং ২৮-০৪২ ২৮-০২৪ তারিখের জি ডি এন্ট্রি নং ১৩৮৫ / ২৪ এর মাধ্যমে ব্যাঁটরা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করেছে যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন, এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই তা অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি গণ্য করা হয়। মওকুফ করা হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

PUNISOLE GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O. PUNISOLE, BLOCK-ONDA, DIST.-BANKURA
NIT No:- 01/2024-25, Date:- 27.06.2024
NIeT No:-02/2024-25 Dated:- 27.06.2024

Sealed Tender and E-Tender are hereby invited by the Prodhan, Punisole Gram Panchayat for total 46 (Forty-six) Nos. works. Last date of submission of Sealed Tender form on or before 11/07/2024 up to 03.00 PM and Online Bid up to 12/07/2024 at 06.00 pm. Date of Opening of Sealed Bid 13/07/2024 from 11.00 am. Date of opening of E-tender on 16/07/204 at 06.00 P.M. (For viewing Tender:- www.wbtenders.gov.in) and office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Punisole Gram Panchayat

OFFICE OF THE
DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER NO-09/15TH CFC/2023-24(2 nd Call)

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for total 4(Four) Nos. similar works. Source of Fund: 15 th CFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website http://wbtenders.gov.in from 25.06.2024 at 18.00 Hours to 04.07.2024. up to 12.00 Hours. The pre-qualification documents alone will be opened on 08.07.2024 at 12.00 hours.

Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALTY
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-Mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:- 03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: 470/MM/PWD/NIeT/ 2024-25, Dated: 02-07-2024. The last date for online submission of tender is 26-07-2024 (Friday) up to 14:00 Hours. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী মৃত গজেন ভূঁইমালী, পিতা- কুঞ্জলাল ভূঁইমালী, আম + পো- বড়কাশীপুর জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর বাসিন্দা হইতেছে। লক্ষ্মীনারায়নপুর মৌজায় ১৯৯২ মাসে বালুরঘাট সদর রেজিস্ট্রি অফিসের ৮৪০৬ নং খোসকবলা দলিল মূলে ১) পূর্ণেন্দু ঘোষ, ২) শক্তিপদ ঘোষ, ৩) সতীশ ওরফে সতীশ চন্দ্র ঘোষ, সকলের পিতা- মৃত হৃদকণ্ঠ ঘোষ, এর নিকট হইতে রেজিষ্টি ১৫৭ নং দাগের মধ্যে ০৫ শতক পরিমাণ জমি ১৯৯০ সালে বালুরঘাট সদর, রেজিস্ট্রি অফিসে ৭৯ নং আমোক্তার দলিলমূলে সতীশ চন্দ্র ঘোষ এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন এবং MN/2024/1701/3172 নং নামপত্তন Case মূলে বালুরঘাট B.L & L.R.O অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ দিনের মধ্যে বালুরঘাট B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হইতেছে।

Manosij Ghosh
Advocate
Balurghat, District Judge's Court
Bahurghat, Dakshin Dinajpur

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PURULIA-I PANCHAYAT SAMITY
CHAKDA, KOTLAL, PURULIA
NOTICE INVITING E-TENDER
No. WBPUR/EO/Niet-01/24-25, Dated:- 28/06/2024

E-Tender is hereby invited through E-tendering from the bonafide, reliable, resourceful manufacturers. Documents download starting from 28.06.2024 from 4.00 P.M up to 05.07.2024 UPTO 5.00 PM. Bid submission starting from 28.06.2024 at 4.00 P.M up to 05.07.2024 UPTO 5.00 PM. and Opening on 08.07.2024 AT 11.00 AM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Purulia-I Panchayat Samity

OFFICE OF THE
DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER NO-07/ 15TH CFC/2023-24(2 nd Call)

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for total 7(Seven) Nos. similar works. Source of Fund: 15 th CFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website http://wbtenders.gov.in from 25.06.2024 at 12.00 Hours to 03.07.2024. up to 12.00 Hours. The pre-qualification documents alone will be opened on 08.07.2024 at 12.00 hours.

Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C), BR-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE-III/29/04/24-25 (1st Call)

Name of the Work: **Restoration of passage at 103 to 106/2 Narkeldanga North Road, 4/1 Motilal Sen Lane and other places in ward no. 29. Disturbed by Water Supply due to laying of F.W Pipe;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.4,39,374.00;** Earnest Money: **Rs.8,800.00;** Period of Completion: **45 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **09.07.2024 at 12 noon;** Date and Time of opening of Bid: **11.07.2024 at 12 noon.;** The bid forms and other details are available on and from **02.07.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

The Executive Engineer (C), BR-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/045/005/2024-2025/D

Name of the Work: **Repairing of cobble stone footpath at BBD Bag South, BTM Sarani, Netaji Subash Road etc. in ward no. 45;** Estimated Cost: **Rs.3,17,387.43** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.6,500.00;** Period of Completion: **60 Days ;**

2. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/037/03/PITCOVER/2024-2025 (2nd Call)

Name of the Work: **Providing and fixing M.H. Cover / G.P. Cover/ C.P. Cover/ Inspection Pit Cover etc. according to requirement within 24 hours in ward no. 37, BR-V;** Estimated Cost: **Rs.2,00,000.00** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.4,000.00;** Period of Completion: **180 Days ;**

3. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/040/03/PITCOVER/2024-2025 (2nd Call)

Name of the Work: **Supplying, fixing M.H. Cover / G.P. Cover/ C.P. Cover/ Inspection Pit Cover according to requirement within 24 hours in ward no. 40, BR-V;** Estimated Cost: **Rs.2,00,000.00** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.4,000.00;** Period of Completion: **180 Days ;**

4. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/044/02/CK/2024-2025 (2nd Call)

Name of the Work: **Emergency removal of chockage/ collapsed sewer/ damaged sewer lines in ward no. 44, BR-V;** Estimated Cost: **Rs.2,00,000.00** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.4,000.00;** Period of Completion: **180 Days ;** Last Date & Time of submission of Bid: **12.07.2024 at 11 a.m.** (for Sl. No. 1) & **13.07.2024 at 11 a.m.** (for Sl. No. 2 to 4); Date & Time of opening of Tender: **15.07.2024 at 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 4)**;** The bid forms and other details are available on and from: **03.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4);

The Executive Engineer (C), BR-X, KMC invites percentage rate tenders two bid system for the following works:

1. NIT No.: EEC/BX/091/012/2024-2025/D

Name of the Work: **Restoration of road surface disturbed by Water Supply Department at Bosepukur Sitala Mandir and Jagannath Ghosh Road (New) ward no. 91, BR-X;** Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs.1,41,152.31;** Earnest Money: **Rs.2,830.00;** Time of Completion: **45 Days;**

2. NIT No.: EEC/BX/091/001/2024-2025/D

Name of the Work: **Restoration of Asphaltum Road surface disturbed by W.S. Department near, Bosepukur Kanjilal Math and Jahura Babzar Lane etc. in ward no. 91, BR-X;** Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs.1,35,933.52;** Earnest Money: **Rs.2,720.00;** Time of Completion: **60 Days;**

3. NIT No.: EEC/BX/096/008/2024-2025/R

Name of the Work: **Raising MH/LH/CP Cover with allied work at location 1/37/7 Bijoygarh etc. in ward no. 96, BR-X;** Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs.1,95,578.01;** Earnest Money: **Rs.3,920.00;** Time of Completion: **30 Days;**

4. NIT No.: EEC/BX/091/005/2024-2025/D

Name of the Work: **Repairing of disturbed road surface at Bosepukur Road near premises no. 65L, 102, 1/66/1 Jahura Bazar and 28B S.G. G. Road etc. in Ward No. 91, BR-X;** Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs.1,43,731.26;** Earnest Money: **Rs.2,880.00;** Time of Completion: **120 Days;**

5. NIT No.: X/089/001/2024-2025/BUSTEE

Name of the Work: **Uttaran signage at entry point of each of the bustee location across the Kolkata in ward no. 89, BR-X;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.1,42,218.08;** Earnest Money: **Rs.3,000.00;** Period of Completion: **45 Days;**

6. NIT No.: X/089/010/2024-2025/R

Name of the Work: **Maintenance of Asphaltum road near 78/1 Sultan Alam Road, 84 C.C. Place etc. in ward no. 89, BR-X;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.1,96,249.20;** Earnest Money: **Rs.4,000.00;** Time of Completion: **120 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **13.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 to 5) & **18.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 6); Date & Time of opening of Bid: **16.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 to 5) & **20.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 6)**;** The bid forms and other details are available on and from: **05.07.2024 from 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4) & **05.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No. 5 & 6); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 6);

The Executive Engineer (C), BR-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/05/24-25

Name of the Work: **Desilting of surface drainage system Southern Flank of R.B. Connector etc in ward no. 107, BR-XII;** Estimated Cost: **Rs.1,93,128.16;** Earnest Money: **Rs.4,000.00;**

2. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/107/23/24-25

Name of the Work: **Repair of integrated passage (I.P) in different places in ward no. 107;** Estimated Cost: **Rs.4,99,683.73;** Earnest Money: **Rs.10,000.00;** Period of Completion: **60 Days (**for Sl. No. 1 & 2)**;** Last Date & Time of submission of Bid: **11.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 & 2)**;** Date & Time of opening of Bid: **13.07.2024 at 1 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2)**;** The bid forms and other details are available on and from: **02.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1& 2);

The Executive Engineer (C), BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/055/23-24/BUSTEE

Name of the Work: **Construction of sanitary latrine at Basundhara Park and Khan MD. Road Slum area in ward no. 126;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.4,98,978.00;** Earnest Money: **Rs.10,000.00;** Period of Completion: **45 Days;**

2. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/126/007/24-25

Name of the Work: **Construction of surface drain at Lokenath Para near Pre. No. 113C in ward no. 126;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,58,178.05;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **30 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **12.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 & 2); The tender will be opened on: **15.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 & 2)**;** The bid forms and other details are available on and from: **04.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2);

The Municipal Secretary, KMC invites e-tender for the following works:

1. NIT No.: KMC/MS/BE_2024/BR_3/2024/1

Name of the Work: **Logistic arrangement required to be made for upcoming Bye Election 2024 (Manicktala Constituency) at various Permanent Polling Stations under Borough 3;** Estimate Amount: **Rs. 1,58,592.00;** Earnest Money: **Rs. 3,500.00;** Period of Completion: **5 Days;**

2. NIT No.: KMC/MS/T_P_S/MTK_AC/BE_2024/01

Name of the Work: **Logistic arrangement for construction of standalone temporary structure for use as polling station under Manicktala Assembly Constituency;** Estimate Amount: **Rs. 1,81,000.00;** Earnest Money: **Rs. 3,700.00;** Period of Completion: **5 Days;**

Last Date & Time of submission of Bid: **04.07.2024 at 4.15 p.m.** (for Sl. No. 1) **& 04.07.2024 at 3.30 p.m.** (for Sl. No. 2)**;** Technical Bid open date : **06.07.2024 at 4.15 p.m** (for Sl. No. 1) **& 06.07.2024 at 3.30 p.m.** (for Sl. No. 2); The bid forms and other details are available on and from: **01.07.2024 at 4.15 p.m.** (for Sl. No. 1) & **01.07.2024 at 3.30 p.m.** (for Sl. No. 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2);

166/24-25

ভ্রমণ

জলের সঙ্গে পাথরের খুনসুটি দেখতে ওকোনালুফটি দ্বীপে চলুন

নদীর জলে পাথরের খুনসুটি দেখতে দেখতে ওকোনালুফটি দ্বীপে কাটিয়ে এলাম বসন্তের নাতিশীতোষ্ণ একটি দিন। নর্থ ক্যারোলাইনার পশ্চিমে পার্বত্য এলাকা চেরোকির অঞ্চলটি ডালপালাবিস্তারী গাছের ছাউনি দিয়ে ঢাকা। নিচে ঘাস বিছানো প্রান্তর। পাশেই আকাশছোঁয়া নিবিড় বাঁশবন। ঘাসবিছানায় শুয়ে শুয়ে জলের সংগীত শুনতে শুনতে দেখেছি পাহাড়ি প্রজাপতির ওড়াউড়ি। ওকোনালুফটি নদীর জলে ভাসমান হাঁসগুলো তাদের শান্তি আমাদের হৃদয়েও সংক্রমিত করছে। আর জলছোঁয়া বাতাস প্রাণে ছড়িয়ে দিয়েছে আনন্দ।

নর্থ ক্যারোলাইনার বেলমন্ট থেকে চেরোকি ১৫৮ মাইল, তিন ঘণ্টার পথ। ১৯ মে ছিল রোববার, ছুটির দিন। ৬ লেনের প্রশস্ত মহাসড়ক ধরে যেতে যেতে কখনো পাহাড়ের খাঁজে, কখনো চূড়ায়, কখনো পাদদেশে দেখেছি প্রকৃতির বিচিত্র রূপ। পাহাড়ি চড়াই-উতরাইয়ে নিবিড় বনাঞ্চল। পাহাড়ের অন্তহীন তরঙ্গ। বাঁকে বাঁকে বুনো হরিণের অবাক তাকিয়ে থাকা। পাহাড়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চলার সময় মনে হয়েছে মেঘ বিছানো আকাশপথে উড়ে চলেছি। কখনো কখনো মেঘ হাতের নাগালে এসে আমাদের আড়াল করে দিয়েছে। কখনো বৃষ্টি ঝাপসা করে দিয়েছে দৃষ্টিপথ। আর বেশির ভাগ সময় কোমল রোদ্দুরে ঝলমল করছিল প্রকৃতি। চেরোকির একটি পাহাড়ি নদীর নাম ওকোনালুফটি। এ নদীর গর্ভে জন্ম নিয়েছে ওকোনালুফটি দ্বীপ। নদীকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে দ্বীপটির মাটি। এখান থেকেই নদীর দুটি ধারা দুই দিকে চলে গেছে। মাঝখানে সবুজ, আর তাতে রাজ্য বিস্তার করেছে পাখি, কাঠবিড়ালি, প্রজাপতিরা।

উজানের দিকে নদীটির এক প্রবাহ। পাহাড়ি ঝরনার মতো। তুকাসেগি নামের আরেকটি নদীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে এটি চেরোকির বিভিন্ন পাহাড়ি পথকে সজল করে রেখেছে। আমরা যেখানে এসেছি, সেখানেই এটি দুই ভাগ হয়েছে। একটি মুখের দুটি চোখ থেকে যেন জলের ধারা নেমে চলেছে।

ওকোনালুফটির তীরে নির্দিষ্ট জায়গায় যখন গাড়ি পার্ক করলাম, তখন দুপুর। যুক্তরাষ্ট্রের পথেঘাটে, রাস্তায় এমনকি আবাসিক এলাকাগুলোয় সব সময় মানুষের দেখা পাওয়া যায় না। সারি সারি গাড়ি দেখি, সুন্দর সাজানো-গোছানো বাড়ি দেখি, সবুজ গাছপালা দেখি। কিন্তু মানুষ দেখি না। কিন্তু এখানে এসে মানুষ দেখলাম। নদীর ধারা যেখানে দুই ভাগ হয়েছে, তার স্বচ্ছ অগভীর জলে নেমে শিশুরা খেলছে। সঙ্গে অভিভাবকেরা রয়েছেন। কেউ কেউ সাঁতার কাটছে। বড়শি দিয়ে কেউ মাছ ধরছে। জলের স্বচ্ছতা মাছগুলোর বিচরণকে দৃশ্যমান করে তুলেছে। মনে হচ্ছে যেন প্রাকৃতিক অ্যাকুরিয়াম দেখছি। অনেকে এখানে মাছের জন্য খাবার নিয়ে আসে। কেউ কেউ ভাসমান হাঁসগুলোকে খাবার দিচ্ছে। নদীর তলায় সব ছোট-বড় পাথর। সেখানে সাবধানে পা ফেলে কেউ হাঁটু, কেউ কোমর পর্যন্ত শরীর ডুবিয়ে মজা করছে। তীরের সবুজ প্রান্তরে মানুষের বসার জন্য চেয়ার-টেবিল। ছাউনি দেওয়া একটা জায়গায় দেখলাম একদল তুর্কি। পিৎজা দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সারছে। দল বেঁধে পিকনিক করতে এসেছে তারা। এত মানুষ, কিন্তু কোলাহল নেই। নীরবে সবাই যে যার আনন্দ করছে। এত বড় একটা পিকনিক স্পটে এসে মাইক বাজতে না দেখে বাঙালি হিসেবে একটু অবাক হলাম। বড় একটা ওকগাছের তলায় সাজানো আসনে বসে খাবার সেরে নিলাম। এখানে আসব বলে মেয়ে খুব ভোরে উঠে ছাগলের মাংসের বিরিয়ানি বানিয়েছে। খাওয়াদাওয়া সেরে ঘাসের বিছানায় বসে নদীর অবিরাম কলকল শুনছিলাম। চোখ বন্ধ করে ফেলে আসা পথের নানা দৃশ্য আর পাহাড়ের ভেতর দিয়ে বয়ে চলা ওকোনালুফটির পথচলা প্রত্যক্ষ করছিলাম। প্রকৃতির লীলাভূমি চেরোকির রহস্যময় ধূমায়িত পাহাড়গুলো যেন ইশারায় ডাকছে। গাছগুলো তাদের বহুবর্ণী পাতা নেড়ে নেড়ে আমায় তাদের ঘ্রাণ নিতে বলছে। আমি কান পেতে রইলাম। যেন শুনতে পেলাম পর্বতের চূড়ার বাসিন্দা নুন্নেই জাতিগোষ্ঠীর কোনো প্রবীণের প্রার্থনাসংগীত। রেড ইন্ডিয়ান এক শিশুর হর্ষধ্বনিতে আমার ঘোর কিংবা তন্দ্রাচ্ছন্নতা কেটে গেল। স্বচ্ছ জলের ওপর পাথর ছুড়ে দিয়ে সে মজা নিচ্ছিল। পাথরের আঘাতে জল লাফিয়ে উঠে কয়েক ফোঁটা আমার মুখও ছুয়ে গেল। শিশুটির দিকে হাসি মুখে তাকালাম। এখানেই কোথাও রয়েছে রেড ইন্ডিয়ানদের গ্রাম। তার মা আমার দিকে মিষ্টি হেসে শিশুর এমন আচরণে লজ্জা প্রকাশ করলেন। শিশুটি ততক্ষণে জলেতে নেমে গেছে। আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। শীতল জল। হাঁটু পর্যন্ত নেমে আঁজলা ভরে নিয়ে মুখ ধুয়ে ফেললাম।

মনপ্রাণজুড়ানো একটা অনুভূতি নিয়ে জল থেকে উঠে হাঁটতে লাগলাম। বিভক্ত হয়ে যাওয়া নদীর একটি ধারার পাশে নিবিড় বাঁশবন। বাঁশের উচ্চতা ৪০ ফুটের ওপর। বাঁশঝাড়ে বাতাস এসে লাগলে শোনা যায় শর শর ধ্বনি। জলের সুরের সঙ্গে সেই ধ্বনি মিশে এক মিলিত কোরাস সংগীতের সৃষ্টি করে। আমরা বাঁশবনের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে দেখি পর্যটকদের আনাগোনা। এখানে পথ চলতে হয় সাবধানে। মাটি ফুঁড়ে কাঁটার মতো উঠে আসছে বাঁশের শিশু। বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকার জনপ্রিয় সবজি বাঁশকোঁড়ল। এখানেও চল আছে কি না ভাবতে ভাবতেই দেখি একটি পরিবার বাঁশকোঁড়ল সংগ্রহ করছে। বাইরের আবরণটা ফেলে ভেতরের সাদা শাঁসটুকু বের করে তার ছেলেমেয়েদের খেতে দিচ্ছে। আমরা তো রান্না করে খাই। এরা তো দেখি কাঁচাই খেয়ে ফেলছে। ওদের খেতে দেখে শুভ (মেয়ের বর) জানতে চাইল, স্বাদ কেমন?

নারী উত্তর দিলেন, কোনো স্বাদ নেই। মিষ্টি, তিতা, টক, নোনতা কিছুই না।

তবে খাচ্ছ যে? এর কি কোনো খাদ্যগুণ আছে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ এর ভেতরে ভিটামিন ডি, সি আছে, এটা রুচি বাড়ায়।

বললাম, আমাদের দেশে এটা একটা জনপ্রিয় সবজি। আমরা রান্না করে খাই।

তিনি খুশিতে ওয়াও বলে আমাদের কয়েক টুকরো খেতে দিলেন। সাগ্রহে মুখে নিলাম। নরম অথচ কোনো স্বাদ নেই। উল্টা গলা চুলকাতে লাগল। মহিলাটি তাকিয়ে আছে কি না দেখলাম। তারপর বাঁশবনের দিকে ছুড়ে মারলাম।

একটি নদী, তার দুটি ধারা। যমজ বোনের মতো অবিরাম মানুষকে গান শুনিয়ে চলেছে। গ্রীষ্মে আমাদের দেশে সন্ধ্যা হয় সাতটার দিকে। আর এখানে সাড়ে আটটার পর। এ রকম একটা পরিবেশে বিকেল যতই প্রলম্বিত হয়, ততই ভালো লাগে।

কালনায় শুট আউটের ঘটনায় তদন্তে পুলিশ সুপার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২ জুলাইঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় শুট আউটের ঘটনায় তদন্তে মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং । এই বিষয়ে পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং জানান, এক ব্যক্তিকে গুলি করা হয়েছে মাথায়। গতকাল রাতে আমরা এসেছি। আজ এখান থেকে এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা কেস চালু করে দিয়েছি তদন্ত চলছে। তবে মৃত ব্যক্তি সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সোমবার রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় এক ব্যক্তির মাথায় পর পর দুইটি গুলি করে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় হুগলির চুঁচুড়া নিবাসী ওই ব্যক্তির। কয়েক মাস ধরে হুগলির চুঁচুড়া থেকে জল ও লিচুর ব্যাবসার কারণে কাজে আসতেন রাজা। সোমবার রাতের বেলায় দোকানে বসে ভাত খাওয়ার সময় কয়েকজন ব্যক্তি বাইকে করে এসে গুলি করে খুন করে। ঘটনাটি ঘটে কালনা স্টেশন সংলগ্ন কালনার নিউ মধুবন এলাকায়।প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে মৃতের নাম মিলন সিং ওরফে রাজা। তার বাড়ি হুগলীর চুঁচুড়া এলাকায়।কালনা স্টেশন সংলগ্ন ৪ নং প্ল্যাটফর্মের নিচে স্বপন মাঝি নামে এক ব্যক্তির দোকান রয়েছে। সেই দোকানে সে গত দু-আড়াই মাস আগে কাজে যোগ দেয়। ওই দোকানে চা ও পানীয় জল সহ অন্যান্য জিনিস বিক্রি করত। সোমবার আনুমানিক রাত ১০ টা নাগাদ রাজা নামের ওই ব্যক্তি ভাত খাচ্ছিলেন। সেইসময় বাইকে করে এসে খুব কাছ থেকে তার মাথায় দুস্কৃতিরা গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কালনা থানার পুলিশ ও কালনা জিআরপি। এদিকে এদিন এই ঘটনায় মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসা হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নির্মাণ সংস্থার নতুন জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিলেন শ্রী অরুণ কুমার চৌধারী

মালিগাঁও, ২ জুলাই ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) নতুন জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করেছেন ইউপিএসসি ১৯৮৮ ব্যাচের ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অব ইঞ্জিনিয়ার্স-এর আধিকারিক শ্রী অরুণ কুমার চৌধারী। দেশজুড়ে বিস্তৃত ভারতীয় রেলওয়ের বিভিন্ন জোন এবং পিএসইউ-তে কাজের বিশাল অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করার পূর্বে তিনি ২০২৩-এর জুন থেকে পূর্ব রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবেও কাজ করেছেন।

জেনারেল ম্যানেজারনির্মাণ হিসেবে তিনি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ এবং সিকিম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সমস্ত রেলওয়ে নির্মাণ কার্যকলাপের সামগ্রিক ইনচার্জ হবেন। তিনি ১৯৯২-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৯৬-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোন্ডার ফ্লাশ বাট প্ল্যান্টে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এবং ২০০০-এর মার্চ থেকে ২০০২-এর জুন পর্যন্ত নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের লখনউ ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর কার্যকালে তিনি ২০০৭-এর মার্চ থেকে ২০১০-এর মার্চ পর্যন্ত রিসার্চ ডিজাইন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন (আরডিএসও)-এর একজন ডিরেক্টররিসার্চ এবং জুন ২০০২ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত ডিরেক্টরজিইসিভিল, বিএন্ডএস হিসেবে কাজ করেছেন। ২০০৪-এর আগস্ট থেকে ২০০৭-এর মার্চ পর্যন্ত বেইরা, মোজাম্বিকে ডেপুটি প্রোজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন এবং ৭১০ কিলোমিটার রেলওয়ে লাইন পুনঃনির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন। ২০১০-এর অক্টোবর থেকে ২০১১-এর নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর কার্যকালে তিনি রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক সার্ভিস লিমিটেড (রাইটস)-এর জেনারেল ম্যানেজার (জিটি) হিসেবে কাজ করেছেন, তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর-শ্রীনগর বারামুল্লা-রেল লিংক প্রোজেক্টের জিওটেক ইনভেস্টিগেশন ইনচার্জ ছিলেন। ২০১১-এর নভেম্বর থেকে ২০১২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে তিনি নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের লখনৌ-পিলিভিটের মধ্যে ২৬৪ লম্বা সেকশনের গজ রূপান্তেরের কাজ এবং নর্দান রেলওয়ের উত্রাহিতা-রায় বরেলীর মধ্যে ৬৬ কিমি লম্বা নতুন লাইন ডাবলিং সম্পাদন করেছেন। এছাড়াও তিনি ২০১৫-এর মার্চ থেকে ২০১৭-এর এপ্রিল পর্যন্ত ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে, ভুবনেশ্বরের চিফ ইঞ্জিনিয়ারনির্মাণ হিসেবে কাজ করেছেন এবং তালচের-বিমলাগড়ের মধ্যে ১৫৪ কিমি লম্বা নতুন রেলওয়ে লাইন এবং তালচের-সম্বলপুরের মধ্যে ১৭৪ কিমি লম্বা নতুন ডাবলিং লাইন নির্মাণ করেছেন। ২০১৭-এর মে থেকে ২০১৮-এর মার্চ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন লিমিটেড (ইরকন)-এ চিফ জেনারেল ম্যানেজারসিভিল হিসেবে তিনি ১৫২৫ কিলোমিটার লম্বা নিউ দিল্লি-হাওড়া রুটের গতি বৃদ্ধি প্রোজেক্টে এবং সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের শালিমার ও সাঁতরাগাছি টার্মিনালের উন্নয়ন ও মেজর ইয়ার্ড রিমডেলিং প্রোজেক্টেও কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি ২০১৮-এর এপ্রিল থেকে ২০১৯-এর জুলাই পর্যন্ত নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের মতো অন্য পদেও ছিলেন এবং ট্র্যাক ও ল্যান্ড ম্যানেজমেন্টের মেকানাইজড মেন্টানেন্স-এর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ২০১৯-এর জুলাই থেকে ২০২৩-এর মে পর্যন্ত সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ে, সেকেন্দ্রাবাদের চিফ জেনারেল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কার্যনির্বাহ করেন, যেখানে তিনি ভারতীয় রেলওয়ের জন্য প্রথমবারের মতো রেলওয়ে ব্রিজ, গঠন ও ট্র্যাকের জন্য ইউনিফায়েড স্ট্যান্ডার্ড শিডিউল অব রেটস (আইআরইউএসএসওআর-২০১৯)-এর কাজ করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন-র প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ গতকাল পঞ্চায়েত স্তরের কর্মচারীদের বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রীর বিবৃতি হিসেবে সংবাদপত্রে ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচার হয়েছে যে প্রসঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন র সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সম্পা পাল বলেন, আমরা সবসময় সুষ্ঠু নীতির পক্ষে। আমাদের প্রশ্ন আগেকার বদলী নীতি প্রয়োগ করা হয় নি কার স্বার্থে? যেভাবে পঞ্চায়েত কর্মচারীদের বদলী নীতি চালু করার সঙ্গে দুর্নীতির প্রসঙ্গ যুক্ত করেছেন তা চূড়ান্ত অনৈতিক আপত্তিকর ও জনমানসে কর্মচারীদের হেয় প্রতিপন্ন করার নিন্দনীয় প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা মনে করি সংশ্লিষ্ট অফিসার, অর্থ দপ্তরের অফিসার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের যোগসাজশই দুর্নীতির শক্তিশালী উৎস এবং নিয়ন্ত্রক। এই নিয়ন্ত্রকদের জনবিরোধী স্বার্থেই ২০১০,২০১২ এবং ২০১৪ সালের বদলী নীতি প্রয়োগ করা হয় নি। বছরের পর বছর পদোন্নতি আটকে রেখে, শূন্য পদে নিয়োগ না করে , বকেয়া ডি এ না দিয়ে , ক্যাসলেস হেল্‌থ স্কিম চালু না করে কর্মচারীদের উপর অসম্ভব কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে যে ক্ষোভ তৈরী হয়েছে তা দমন করার উদ্দেশ্যেই পঞ্চায়েত মন্ত্রীর এই উদ্যোগ। এর বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত কর্মীদের আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাই।

জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে, দাদাকে গুলি চালালো ভাই, চাঞ্চল্য তিয়ারপুকুরে

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২ জুলাই ঃ বহরমপুর জমি মাপ করে আল দেওয়াকে করে বিবাদ, দাদাকে গুলি চালালো ছোট্ট ভাই, ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সাহাজাদপুরের তিয়ারপুকুর এলাকায়। জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার অন্তর্গত সাহাজাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তিয়রপুকুর এলাকায় চলল গুলি। গুলিবিদ্ধ হয়ে বহরমপুর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে লাল মহম্মদ সেখ। পরিবার সুত্রে জানা গিয়েছে, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে পারিবারিক একটি অশান্তি তৈরি হয়। এরপর জমি মাপ করে নিজের নিজের আল দিতে গিয়ে বিবাদ সৃষ্টি আর সেই কারণেই দাদা লাল মহম্মদ সেখের উপর গুলি চালালোভাই জয়নাল আবেদিন। গুরুতর আহত অবস্থায় লাল মহম্মদ সেখ কে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বহরমপুর থানার পুলিশ এ বিষয়ে লাল মহম্মদ সেখ আমার মায়ের জমি মাপ করার জন্য কিছুদিন আগে আমিন আনা হয়েছিল। তার সঙ্গে গ্রামের গন্যমান্য ২০ জন লোক উপস্থিত থেকে যায়গা মাপ করে দেয় । তাতে ভাইয়ের জমির কিছু অংশ আমার অংশে পড়ে। সেদিনই আল দেওয়া হয়েছিল। গতকাল সেই আলা ভেঙে দেয়। আজ সকালে আমি বলতে গিয়ে আমকে গুলি মারে।

তিস্তার পাশাপাশি বেড়েছে মহানন্দার জল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি অবিরাম বর্ষণ হচ্ছে পাহাড়ে, ইতিমধ্যেই বন্ধ রয়েছে দশ নম্বর জাতীয় সড়ক। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকবার কারণে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার বন্ধ হয়ে গেল বেশ কয়েকটি রাস্তা। প্রশাসন সূত্রের খবর পাওয়া গেছে ধসের কারণে তিস্তা থেকে দার্জিলিং অভিমুখী রাস্তা বন্ধ হয়েছে। সেজন্যই অসুবিধার মধ্যে সাধারণ মানুষ। এছাড়া জোর বাংলা তিস্তা রোডে তিন মাইল থেকে ছয় মাইলের মধ্যেও ধস নেমেছে এমনটাই খবর পাওয়া গেছে। মঙ্গলবারও ব্যাপক বৃষ্টিপাত হতে পারে এমনটাই পূর্বাভাস রয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের। সেই জন্য দুর্ভোগ এখনই কাটছে না । জল বেড়েছে তিস্তা নদীর । পাশাপাশি ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারণে মহানন্দা নদীতেও বেড়েছে জল। শিলিগুড়ির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা মহানন্দা নদীতে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারণে জলস্তল অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে এই দিন সেই চিত্র ধরা পড়লো।

গরু সহ ধৃত ২৫

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর,২ জুলাইঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলারনরঘাট থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা যাওয়ার পথে একটি লরি ও পাঁচটি ছোট ট্রাক ভর্তি প্রায় একশোরও বেশি গরুকে আটক করল তমলুক থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নরঘাট এলাকা থেকে এই পাঁচটি গাড়ি, হলদিয়া মেচেদা জাতীয় সড়ক ধরে পশ্চিম মেদিনীপুরে পিংলা যাওয়ার সময় তমলুক থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তমলুক থানার নিমতৌড়ি এলাকায় গাড়ি গুলিকে আটক করে, জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় পশ্চিম মেদিনীপুরে পিংলার লক্ষীবাড়ি এলাকায় এই গরুগুলি জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিক্রির জন্য, সেই সময়ই আটক করে তমলুক থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত তমলুকে সি আই এবং তমলুক থানার আইসি সহ পুলিশ আধিকারিকরা। ছটি গাড়িসহ মোট ২৫ জনকে আটক করে তমলুক থানার পুলিশ।

যানজট রুখতে সরকারি পদক্ষেপে খুশি অমর্ত্য সেন

শান্তিনিকেতন, ২ জুলাইঃ যানজট রুখতে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপে কার্যত সম্মতি জানালেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। মঙ্গলবার অর্থনীতিবিদের সাথে পৌরপ্রধানের সৌজন্য সাক্ষাতে উঠে আসে সেই প্রসঙ্গ। সাক্ষাৎ শেষে বোলপুর পৌরপ্রধান পর্ণা ঘোষ সেই কথা জানান। বোলপুর শান্তিনিকেতনে একশো চল্লিশ ফুট সরকারি রাস্তা অবৈধ দখলদারির কারণে চল্লিশ ফুটে দাঁড়িয়েছে। তবে রাস্তা যানজট মুক্ত করতে পদক্ষেপের পাশাপাশি চলমান ঠেলাগাড়ি এবং হকারদের কথাও মাথায় রাখছে বোলপুর প্রশাসন। সেকথাও অর্থনীতিবিদকে পৌরপ্রধান জানান। দিন কয়েক আগেই নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এসেছেন তার শান্তিনিকেতনের প্রতীচী বাড়িতে মঙ্গলবার বোলপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকার করলেন পুরপ্রধান পর্ণা ঘোষ, সুদীপ্ত ঘোষ। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে পুরপ্রধান পর্ণা ঘোষ জানান, বেশ কয়েকদিন ধরেই উচ্ছেদের কাজ চলছে বোলপুরে। তাই ইচ্ছে থাকলেও আগে আসতে পারেননি। সময় করে আজ চলেই এলেন।

Name Change
I, Tushar Kanti Mondal S/o. Srikanta Mondal R/o. Bantika, P.O.- Boinchee, P.S.- Pandua, District-Hooghly, that my correct and actual name is Tushar Kanti Mondal which is recorded in my Aadhar Card No. 3280 1451 1170, Pan Card No.- DFXPM3882K but in my Driving License No.- WB-1520130163157 my name is recorded as Tushar Mondal. I declare that Tushar Kanti Mondal and Tushar Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary at Hooghly Sadar on 25-07-2023.

নাম পরিবর্তন
আমি, Nilifa Sirin (পুরাতন নাম) স্বামী Sk Amirul Islam , পিতা Sekh Motiyar Rahaman , ঠিকানা- Kundapara, Palashi, P.S.- Amdanga, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743195, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 02.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Lilufa Shirin (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Lilufa Shirin (নতুন নাম) এবং Nilifa Sirin (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Sahid Selim (পুরাতন নাম) পিতা Md Shamsuddin Salim, ঠিকানা- 18F, Topsia, P.S.- Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 02.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Shahid Salim (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Shahid Salim (নতুন নাম) এবং Sahid Selim (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Bipalb Chakraborty (পুরাতন নাম) পিতা Mukul Ranjan Chakraborty , ঠিকানা- 17,Old Kolkata, Dangapara Park, P.O.- Rahara, P.S.- Rahara, North 24 Pgs, Pin- 700118, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 02.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Biplab Chakraborty (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Biplab Chakraborty (নতুন নাম) এবং Bipalb Chakraborty (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Mo Husneyara Khatun (পুরাতন নাম) স্বামী Sekh Israil , ঠিকানা- 2002, Sampriti, Brahmapur, Badamtala, South 24 Parganas,Pin -700096, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Hosneyara Bibi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Hosneyara Bibi (নতুন নাম) এবং Mo Husneyara Khatun (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Sekh Israil (পুরাতন নাম) পিতা Sk Md Hossain , ঠিকানা-2002,Sampriti, Brahmapur, Badamtala, South 24 Parganas,Pin - 700096, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sk Israil (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sk Israil (নতুন নাম) এবং Sekh Israil (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I SAHANUWAJ MOLYA, S/O KALAM MOLLA, R/O VILL- BHUMRU, PO-B RAGHUNATHPUR,KOLKATA-743502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHANUWAJ MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024, THAT SAHANUWAJ MOLYA AND SAHANUWAJ MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOHAMMED HABIBUR RAHMAN, S/O SAFDER ALI, R/O 41B TOPSIA ROAD SOUTH, PO-GOBINDA KHATICK ROAD, KOLKATA-700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD HABIBUR RAHAMAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024,THAT MOHAMMED HABIBUR RAHMAN AND MD HABIBUR RAHAMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUSMITA MONDAL, W/O PALASH BISWAS, R/O SARJU ENCLAVE, BL-8, FL-2D, 98 SHYAMNAGAR ROAD, SOUTH DUMDUM, BANGUR AVENUE, LAKE TOWN, BIDHANNAGAR, PIN-700055, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSMITA BISWAS,VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024, THAT SUSMITA MONDAL AND SUSMITA BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I NITISH KUMAR MAJUMDAR, S/O NIKHIL MAJUMDAR, R/O MAHESHPUR, BIRSHIBPUR, PS ULUBERIA, HOWRAH -711316, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NITISH KUMAR MAJUMDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024, THAT NITISH KUMAR MAJUMDAR AND NITISH KUMAR MAJUMDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KOYELEE MUKHERJEE BASU, W/O SUBHAJIT MUKHERJEE, R/O 57, AUROBINDO SARANI, PO ITALGACHA, PS DUMDUM, BARRACKPORE - 700079, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KOYELEE BASU, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024, THAT KOYELEE MUKHERJEE BASU AND KOYELEE BASU, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I GOKUL DAS ADHIKARY & GOKUL CHANDRA DAS ADHIKARY, S/O KISHORI MOHAN DAS ADHIKARI, R/O VILL EKTARPUR, PO MADHYAHINGLI, PS MAHISADAL, DIST PURBA MEDINIPUR, PIN-721628, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOKUL DAS ADHIKARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024, THAT GOKUL DAS ADHIKARY & GOKUL CHANDRA DAS ADHIKARY AND GOKUL.DAS ADHIKARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PRANAB DAS ADHIKARY, S/O GOUKUL DAS ADHIKARI, R/O VILL EKTARPUR, PO MADHYAHINGLI, PS MAHISADAL, DIST PURBA MEDINIPUR, PIN-721628, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRANAB KUMAR DAS ADHIKARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024, THAT PRANAB DAS ADHIKARY AND PRANAB KUMAR DAS ADHIKARI, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SRIKANTH SINGH, S/O SARBA NAND SINGH, R/O 4/13/A, KUMARPARA ROAD LILUAH,DAKSHINBARI,HOWRAH-711204,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHREE KANT SINGH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024,THAT SRIKANTH SINGH AND SHREE KANT SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I FAIMA KHATUN, W/O MD MASUM RANA MOLLA, R/O VILL KRISHNAMATI, PO KRISHNAMATI, PS KASHIPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FAIMA KHATUN BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024, THAT FAIMA KHATUN AND FAIMA KHATUN BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, Adnaan Safeer Ansari (পুরাতন নাম) পিতা Ajaz Ahmed , ঠিকানা- 33, Collin Street, Post Office Park Street, Kolkata- 700016, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 02.07.2024 এর Affidavi দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Hayat Safeer (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Hayat Safeer (নতুন নাম) এবং Adnaan Safeer Ansari (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Hosen Shekh (পুরাতন নাম) পিতা Maksed shekh , ঠিকানা- 2044 Sardar Appartment 4th Floor, P.O.- Brahmapur, P.S.-Bansdroni Badamtala, Kolkata-700096, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sheikh hossain Ali (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sheikh hossain Ali (নতুন নাম) এবং Hosen Shekh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Harcharan Lal Shira (পুরাতন নাম) পিতা Late Mahendra Shira , ঠিকানা- 19 Incinerator Road, P.O. & P.S.- Dumdum, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700028, West Bengal, India , ব্যারাকপুর 1st class ম্যাজিস্ট্রেট, Dated 19.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Harcharan Shira (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Harcharan Shira (নতুন নাম) এবং Harcharan Lal Shira (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I ABUL KALAM MOLYA, S/O LYACHIN MOLYA, R/O VILL- BHUMRU, PO-B RAGHUNATHPUR, KOLKATA-743502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KALAM MOLLA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024,THAT ABUL KALAM MOLYA AND KALAM MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

NAME CHANGE
I, K. Gurung, S/o Santoha Ghale, R/o Thanamakua, Nepali Para, Howrah Municipal Corp., Howrah- 711109,West Bengal, shall henceforth be known as Kalu Ghale as declared before the Metropolitan Magistrate, Calcutta vide affidavit no. 1637 Dated 19.02.2024. K. Gurung & Kalu Ghale are same and identical person.

NAME CHANGE
I, Pratima Gurung/Ghaley W/o Kalu Ghale, R/o Thanamakua, Nepali Para, Howrah Municipal Corp., Howrah- 711109, West Bengal, shall henceforth be known as Pratima Ghale as declared before the Metropolitan Magistrate, Calcutta vide affidavit no.1637 Dated 19.02.2024. Pratima Gurung/Ghaley & Pratima Ghale are same and identical person.

Name Change
I, HIMANSHU DAS (old name) S/O Late Dinesh Das Resident of 58, Indira Nagar, S.B. Road, P.O. Rajbari Colony, P.S. Airport, Dist. North 24 Pgs, Kolkata-700081 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) HIMANGSU DAS (new name), vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 24/06/2024. HIMANSHU DAS (old name) and HIMANGSU DAS (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Ritumaya Rai W/o. Jugal Prasad Rai R/o. Boral Malipara, P.O.- Boral, Rajpur Sonarpur (M), 24 Pgs. (S), Pin-700154, W.B., India shall henceforth be known as Mangali Rai. I declare that Mangali Rai and Ritumaya Rai is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public, Kolkata on 02-07-2024

Name Change
I, Soma Upadhyay W/o. Ashok Kumar Upadhyay R/o. 2 NDFL, Flat-B2, Shivalaya Appt., 104/58, 33 Mid Road, P.O.- Parnasree Pally, P.S.- Parnasree, Dist.- Kolkata, Pin-700060 shall henceforth be known as Shoma Ashokkumar Upadhyay. I declare that Shoma Ashokkumar Upadhyay and Soma Upadhyay is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public, Kolkata on 02-07-2024

Name Change
I SURJEET LAHA, S/O LATE SUBODH LAHA, R/O MEGHDOOT APPARTMENT FLAT NO-B-3-C, 123 RAMLAL AGARWAL LANE, NEAR SINTHEE ATHLETIC CLUB, KOLKATA -700050, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURJEET KUMAR LAHA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024, THAT SURJEET LAHA AND SURJEET KUMAR LAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MUSKAN KUMARI, D/O DILIP PODDAR, R/O PURANI DURGA ASTHAN,WARD NO. 09, HOUSE NO. 230, CHHOTI BALLIA, BEGUSARAI 851211, BIHAR, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUSKAN PODDAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024,THAT MUSKAN KUMARI AND MUSKAN PODDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KAOSAR MONDAL, S/O AZIZUL HAQUE MONDAL, R/O VILL-UTTAR KHASPUR,PO-DUTTAPULIA,PS-GANGNAPUR, NADIA, 741504,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAOSAR ALI MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024,THAT KAOSAR MONDAL AND KAOSAR ALI MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SAIFUL MONDAL, S/O LATE SUJAUDDIN MONDAL, R/O VILL-KAMARGARIA, PO-HUMANIAPOTA, PS-GANGNAPUR, NADIA, 741233, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAIFUL ALAM MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024, THAT SAIFUL MONDAL AND SAIFUL ALAM MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RICHA JOSHI, W/O VIVEK JOSHI, R/O FLAT-16B,TOWER CRANE, IDEAL AQUAVIEW, MAHISH BATHAN, BIDHANNAGAR, 700102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RICHA SHARMA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024,THAT RICHA JOSHI AND RICHA SHARMA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, HARA KUMAR MAJUMDER, SON OF HARIPADA MAJUMDAR, RESIDING AT VILL-PARIJAT NAGAR,PO-MEMARI, PS-MEMARI, PURBA BARDHAMAN-713146, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HARA KUMAR MAJUMDAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024.THAT HARA KUMAR MAJUMDER AND HARA KUMAR MAJUMDAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

ভেঙ্গে ধান খেল একটি দলছুট দাঁতাল হাতি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদয়ার , ২ জুলাই ঃ সোমবার রাতে ফালাকাটা ব্লকের শিবনাথপুরের কার্জিপাড়ায় গজেন কার্জি ও বৈশাখু কার্জিদের ঘর ভেঙ্গে ধান খেল একটি দলছুট দাঁতাল হাতি। গ্রামবাসীরা বাজি পটকা ফাটিয়ে হাতিটিকে তাড়িয়ে দেন। স্থানীয়রা জানায়, কয়েকদিন আগে হাতির আক্রমণে শিবনাথপুরের এক বৃদ্ধ প্রাণ হারিয়েছেন। যে কোনও মুহূর্তে হাতির আক্রমণে প্রাণহানির আশঙ্কা থাকছে। সে কারনে হাতির ভয়ে সন্ধ্যার পর থেকে বাড়ির বাইরে বের হতে ভয় পান গ্রামবাসীরা। প্রসঙ্গত গ্রামের গা ঘেঁষে রয়েছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। সন্ধ্যা হলেই সেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে হানা দিচ্ছে হাতি।

আত্রেয়ীর কংক্রিটের বাঁধে বড় ফাটল

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট,২ জুলাই ঃ বর্ষার আগেই বালুরঘাট শহরের চকভৃগু এলাকায় আত্রেয়ী নদীর কংক্রিটের বাঁধে দেখা দিল বড়সড়ো ফাটল। এতে বসে গিয়েছে বাঁধের বেশ কিছুটা অংশ। নদীর দুপারে সংযোগকারী সরোজ রঞ্জন সেতুর কাছে ওই ফাটল ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। এদিকে, বৃষ্টির জেরে আত্রেয়ী নদীর জল বাড়তে শুরু করেছে। যার ফলে আতঙ্ক বা।ছে চকভৃগুবাসীর মধ্যে। নদীর জলস্তর বাড়তে থাকলে যে কোনও সময় বাঁধ ভেঙে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভাসতে পারে নদী সংলগ্ন এলাকাও। সোমবার দুপুরে বাঁধের ফাটল পরিদর্শন করেছেন সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য আধিকারিকরা। এনিয়ে বালুরঘাট সদর সেচ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অঙ্কুর মিশ্র বলেন, ' বাঁধের ফাটল পরিদর্শন করেছি। ওই জায়গায় একটা গর্ত রয়েছে। সেই বিষয়টি আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তবে ওই জায়গাটি পূর্ত দপ্তরের অধীনে রয়েছে। তাই ওই বিষয়টি তাদের জানানো হয়েছে। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

জমি বিবাদ, ভাইকে পিটিয়ে খুন দাদার!

দুরন্ত বার্তা, কুমারগঞ্জ, ২ জুলাই ঃ জমি সংক্রান্ত বিবাদ। তার জেরে ভাইকে পিটিয়ে খুন। আর এই অভিযোগ উঠল দাদা ও ভাইপোদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে কুমারগঞ্জে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম জটু বর্মন(৫৪। বাড়ি কুমারগঞ্জ ব্লকের রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবর্তায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত সোমবার দুপুরে। মৃত ব্যক্তি তাঁর দাদার জমির উপর দিয়ে ট্র্যাক্টর নিয়ে গিয়েছিল। যা নিয়ে গতকাল দুপুরে বচসা বাধে দুই ভাইয়ের মধ্যে। সেই বচসা রাতে আরও ব। আকার ধারণ করে। অভিযোগ, মৃতের দাদা কালিপদ বর্মন, তার স্ত্রী দীপালি, দুই ছেলে পপিল ও সুজন মিলে বেধ।ক মারধর করে জটুকে। শাবল দিয়ে মার দেওয়া হয় বুকে ও পায়ে। যার জেরে বাঁ পা ভেঙে যায় জটুর। বুকেও আঘাত লাগে। এরপর চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় স্থানীয়রা। তা।ঘি।। গুরুতর আহত অবস্থায় জটুকে উদ্ধার করে প্রথমে কুমারগঞ্জ ও পরে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু গতকাল গভীর রাতেই বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে চিকিসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই প্রৌ।রে। এদিকে, ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্তরা। এদিন দুপুরে ওই এলাকায় যায় কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। বালুরঘাট থানার পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। এনিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের পরিবার। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা বলে জানতে পারা গিয়েছে।

চা পাতার দাম বৃদ্ধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং পাহাড় এবং ডুয়ার্সের বড় বাগানগুলিতে দ্বিতীয় ফ্লাশ এ চা পাতার দাম গতবারের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর দ্বিতীয় ফ্লাশ এর গোড়ায় নিলামে সিটিসি চায়ের দাম যেখানে ছিল কেজি প্রতি ১৮০ টাকা এইবার সেটা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮ টাকা হয়েছে বলে কলকাতায় চা পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে। দাম কেজি প্রতি ২১২ টাকা হয়েছে যা গতবছরের তুলনায় ২৬ টাকা বেশি। তবে অতি বৃষ্টির কারণে উপাদন এবং চায়ের মান কমে যাওয়ায় ছোট বাগানগুলিতে কাঁচা চা পাতা কেজি প্রতি ১৪ থেকে ১৬ টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে।

৮ দিন নিখোঁজ, ফিরে আসলেও অপমানিত হয়ে আত্মঘাতী গৃহবধূ

দুরন্ত বার্তা, ফুলবাড়ি, ২ জুলাই ঃ এখনও যে আমাদের সমাজের ধ্যানধারনা মধ্যযুগীয়, তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল এক ঘটনা। বার বারা তা সমাজের কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা প্রমাণ করে।আর এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার হতে হল এক গৃহবধুকে। জানা যায় তিনি আত্মঘাতী হলেন। বিগত ৮ দিন আগে নিখোঁজ ছিলেন এক গৃহবধু।এরপর ফিরে আসেন। সমাজের লাঞ্ছনা এবং অপমানের অভিমানে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হলো গৃহবধূ। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে ফুলবাড়ি ১ নম্বর অঞ্চলের অধীন বকরাভিটায়। জানা যায়, বিগত ৮ দিন আগে বকরা ভিটার স্থানীয় বাসিন্দা তাপস বর্মনের স্ত্রী সবিতা বর্মন নিখোঁজ হন। তবে জানা যায়,সবিতা দেবী এলাকারই এক বিবাহিত যুবকের প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে তার সাথেই ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।এই বিষয়ে তাপস বর্মন নিউ জলপাইগুড়ি থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত একটি অভিযোগও দায়ের করেন। এরপর ৮ দিন পর সবিতা তার স্বামী তাপস বর্মনকে ফোন করে তাকে নিয়ে যেতে বলে এবং সাথে এটাও জানায় যে সে বিপদে আছে।এরপরেই তাপস বর্মন তার স্ত্রীকে নিয়ে আসেন এবং নিজের শ্বশুর বাড়িতে রেখে দেন।এদিকে গোটা বিষয়টি এলাকার পঞ্চায়েত মালতী রায় কে জানান তাপস বাবু। এরপর পঞ্চায়েতের কার্যালয়েই সালিশি সভা বসার ছিল। তবে ঠিক গতকাল এলাকারই কিছু মহিলা নিজেরাই নিজেদের পঞ্চায়েত মনে করে তাপস বাবু কে এবং তার স্ত্রীকে আসতে বলেন। এরপর তাপস বাবু তার স্ত্রীকে নিয়ে আসলে তাদের দুইজনকেই বেধড়ক মারধোর করেন উক্ত পঞ্চয়েতনামি মহিলারা। তাদের মধ্যে একজনের নাম স্বপ্না অধিকারী। তাপস বাবুর অভিযোগ, গোটা ঘটনাটি পঞ্চায়েতের সামনে ঘটলেও পঞ্চায়েত কিছুই বলেন নি।এরপরেই সবিতা দেবী অপমান সহ্য করতে না পেরে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হন। এই বিষয়ে এলাকার পঞ্চায়েত মালতী রায়ের কোনো বক্তব্য পাওয়া না গেলেও তার স্বামী শম্ভু রায় বলেন,মারধরের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।উপরন্তু তিনি আরো বলেন পাড়ার মহিলারা নাকি দুই একটা চড় মারতেও পারেন। মৃত সবিতা দেবীর স্বামী সহ তার পরিবার এই ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন। তবে এত ঘটনার পর কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে যে,পাড়ায় পাড়ায় সালিশি সভার মাধ্যমেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তাহলে সমাজে পুলিশের কি প্রয়োজন। সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি।

মাটির নিচে ধ্বংস হামাসের ডেরা, কয়েক কিলোমিটারে জুড়ে সমাধি শতাধিক জঙ্গির!

২ জুলাই ঃ সম্পূর্ণ গাজা জুড়ে রয়েছে মাকড়সার জালের মতো হামাস জঙ্গিদের সুড়ঙ্গ। গত আট

মাস ধরে যুদ্ধে মাটির নিচের সেই ডেরাগুলো গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। এবার ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ হামাসের টানেল ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। সু।ঙ্গে খতম করা হয়েছে ১০০-র উপর হামাস জঙ্গিকে। উত্তর থেকে দক্ষিণ। হামাস জঙ্গিদের সমূলে নিধন করতে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁ।য়ে দিচ্ছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)। জেহাদিদের ডেরা ধ্বংস করতে গাজার বিভিন্ন শহরের হাসপাতাল, শিক্ষাক্ষেত্র, ধর্মীয়স্থানগুলোতেও অভিযান চালাচ্ছে তেল আভিভ। মধ্য গাজায় মোতায়েন করা হয়েছে আইডিএফের ' ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন'কে। এই বাহিনীর প্রধান কাজ হামাসের অস্ত্রভাণ্ডার, রকেট লঞ্চিং প্যাড, মাটির নিচের সু।ঙ্গগুলোকে খুঁজে বের করা। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, আইডিএফের এই বাহিনীর অভিযানে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল ধূলিসা হয়ে গিয়েছে। সেখানে নিহত হয়েছে শতাধিক হামাস জঙ্গি। পাশাপাশি একশোর উপর শতাধিক জঙ্গি পরিকাঠামোও ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় হামলা শুরুর পর মাটির নিচে হামাসের ডেরায় আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েল। বলে রাখা ভালো, গাজার ভূখণ্ডে মাটির ৮০ মিটার নিচে ছড়িয়ে রয়েছে হামাসের টানেল নেটওয়ার্ক, যার ব্যাপ্তি কয়েকশো কিলোমিটার। ওই সব সুড়ঙ্গের ভিতরে রয়েছে বাঙ্কার, হাতিয়ার ভাণ্ডার থেকে শুরু করে নানা ধরনের ফাঁদও। গাজার হাসপাতাল, মসজিদ, স্কুলের নিচে হদিশ মিলেছিল ' মেট্রো'বা হামাসের সুড়ঙ্গ জালের। মাটির নিচের এই ডেরা থেকে বিভিন্ন হামাসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানোর অভিযোগ তুলেছে ইজরায়েল। এদিকে, রবিবার মন্ত্রীসভায় বক্তব্য রাখার সময় ফের একবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, যতদিন আমাদের লক্ষ্যপূরণ হচ্ছে, আমরা এই ল।।ই চালিয়ে যাব। হামাসকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা, পণবন্দিদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনাই আমাদের লক্ষ্য। আর গাজা যাতে কোনওদিন আমাদের ইজরায়েলিদের জন্য বিপদ না হয়ে ওঠে তা আমরা সুনিশ্চিত করব। অন্যদিকে, ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর দাবি, উত্তর গাজার শেজাজা অঞ্চলের একটি স্কুলে হামাসের অস্ত্রভাণ্ডারের হদিশ মিলেছে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিসেস সৌম্য মাথুর ভাটনি-অন্ধিহার সেকশন পরিদর্শন করেন

গোরখপুর, ১ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিসেস সৌম্য মাথুর, ০১ জুলাই এ ভাটনি-অন্ধিহার সেকশনের দ্বিগুণ কাজের উইন্ডো ট্রেইলিং পরিদর্শন পরিচালনা করেছিলেন। তিনি বর্ষা মৌসুমে নিরাপদ ও নিরাপদ রেল চলাচলের জন্য ভালো সিগন্যাল দৃশ্যমানতা বজায় রাখারও নির্দেশ দেন। উইন্ডো ট্রেলিং পরিদর্শনের সময়, জেনারেল ম্যানেজার মিসেস সৌম্য মাথুর নিরাপত্তা সহ এই বিভাগে চলমান উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন।তার পরিদর্শনের সময়, মহাব্যবস্থাপক, শ্রীমতি সৌম্য মাথুর বারাণসী সিটি স্টেশনে পৌঁছলেন যখন জানালার পিছনের দিকটি পরিদর্শন করলেন। বারাণসী সিটি স্টেশনের জেনারেল ম্যানেজার, মিসেস সৌম্য মাথুর বারাণসী সিটি স্টেশনে চলমান নির্মাণ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেছেন। সিটি স্টেশনের সম্প্রসারণের পাশাপাশি তিনি সংস্কার করা প্রবেশদ্বার গেট, সার্কুলেটিং এরিয়া সম্প্রসারণ, প্লাটফর্ম শেড, নতুন পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট নির্মাণ, যাত্রীদের সুবিধার্থে ওয়েটিং রুমের সৌন্দর্যবর্ধন, বসার ব্যবস্থা, গ্লোশাইন স্টেশনের নাম বোর্ড, সংরক্ষিতঅসংরক্ষিত টিকিট কাউন্টার বিল্ডিং এবং অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে করা উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন, জল নিষ্কাশন.অমৃত ভারত যোজনার অধীনে, ৫৯.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বারাণসী সিটি রেলওয়ে স্টেশনকে পুনর্নির্মাণ এবং আধুনিক করা হচ্ছে। মহাব্যবস্থাপক মিসেস সৌম্য মাথুর কাজের পরিকল্পনাটি শারীরিকভাবে পরিদর্শন করেন এবং অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে কাজ এবং উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত স্থানগুলির ব্লু প্রিন্ট প্রস্তাব করেন। অমৃত ভারত যোজনার অধীনে, তিনি বারাণসী সিটি স্টেশনের ভবনের সৌন্দর্যায়ন, প্রচলন এলাকার সম্প্রসারণ ও

সৌন্দর্যায়ন, নতুন ভবনে সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত টিকিট কাউন্টার স্থাপন, T.V.M., Q.R. স্ক্যানার ও ইউ এর যাত্রী উন্নয়ন সহ যাত্রী সুবিধার বিভিন্ন কাজ পরিদর্শন করেন। টি.এস. কাউন্টারে সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের এটিভিএম মেশিনের মাধ্যমে নিজেদের টিকিট তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করে অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের টিকিট তৈরি করা হয়।এই উপলক্ষে একটি আনুষ্ঠানিক বক্তৃতায়, জেনারেল ম্যানেজার মিসেস মাথুর জানান যে বারাণসী শহর উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন, অমৃত ভারত স্টেশন হিসাবে বিকাশের কাজ চলছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে সিটি স্টেশনে নতুন ওয়েটিং রুম, নতুন যাত্রী সংরক্ষণ কেন্দ্র ভবন এবং পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। বারাণসী সিটি স্টেশনে যাত্রীদের সুবিধার্থে পুরনো পিআরএস কেন্দ্র এবং পার্সেল অফিসের ল্যান্ডস্কেপিংয়ের কাজ চলছে। জেনারেল ম্যানেজার, মিসেস মাথুর ১২ মিটার ফুট ওভার ব্রিজ (এফওবি) এবং বারাণসী সিটি স্টেশনের উন্নয়নের জন্য অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ গুণমানের সাথে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।এই উপলক্ষে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার জনাব বিনীত কুমার শ্রীবাস্তব এবং চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার (গতিশক্তি) জনাব কৌশলেশ সিং, সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (সমন্বয়) রাকেশ রঞ্জন, সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-৩ জনাব অনুজ ভার্মা, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার মি. শেখ রেহমান, সিনিয়র ডিভিশনাল অপারেশন ম্যানেজার অজয় প্রতাপ সিং, সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার মিঃ রজত প্রিয়া, সিনিয়র ডিভিশনাল পার্সোনেল অফিসার মিঃ সমীর পাল, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জেনারেল) মিঃ পঙ্কজ কেশরওয়ানি, সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার। শ্রী এস. রামকৃষ্ণান, উপ-প্রধান প্রকৌশলী (গতিশক্তি) শ্রী আইসি সুভাষ, বিভাগীয় বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক শ্রী রমেশ পান্ডে এবং রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ভাঙল লিস নদীর বাঁধ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গ ও পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টির কারণে উত্তরবঙ্গের সব নদীই ঝড়ে। এদিকে উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া লিস নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে। বাঁধ ভাঙার কারণে জলপাইগুড়ি জেলার বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দা কলোনির বাড়িগুলি জলে তলিয়ে গেছে। পুরো এলাকা তলিয়ে গেছে। জীবন বাঁচাতে মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় আশ্রয় নিচ্ছে। এদিকে পানির উচ্চতা এতটাই বেড়ে গেছে যে জনগণের সহায়তায় সেনা মোতায়েন করতে হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, নদীর বাঁধের প্রায় ২০ থেকে ২৫ মিটার অংশ ভেসে গেছে। এরপর চান্দা কলোনিতে মানুষের ঘরে ঘরে জল ঢুকেছে। তবে প্রশাসন দ্রুত সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। একদিকে জনগণকে সহায়তা দিতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে, অন্যদিকে বাঁধ নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে যুদ্ধকালীন পর্যায়ে। যত দ্রুত সম্ভব বাঁধ মেরামতের চেষ্টা চলছে। বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হয়েছেবাগরাকোট এলাকার তৃণমূল সভাপতি রাজেশ ছেত্রী বলেন, নদীকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হয়েছে। প্রয়োজনে আরও জেসিবি ডাকা হবে। শুরু হয়েছে জাল ও পাথর দিয়ে নদীর স্রোত সরিয়ে বেড়িবাঁধ মেরামতের কাজ। অন্যদিকে, তিস্তা নদীর বন্যায় ফের জলমগ্ন হল মাল ব্লকের টোটো গ্রাম। বাসিন্দারা এখানে-সেখানে চলাচল করে জীবন বাঁচাচ্ছেন।

কোচবিহার, চোপড়ার ঘটনা নিয়ে সংসদে সরব সৌমিত্র খাঁ

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই ঃ কোচবিহার ও চোপ।ার ঘটনা নিয়ে মঙ্গলবার সংসদে সরব হলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তিনি বলেন, কোচবিহারে নগ্ন অবস্থায় এক মহিলাকে ঘুরিয়েছে তৃণমূল। তিনি চোপড়ার ঘটনাও উল্লেখ করে বলেন যে, রাজ্যে রাস্তার মাঝখানে এক মহিলাকে মারধর করে তৃণমূলের লোকজন। উল্লেখ্য, এদিন তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র নিশানা করেন সৌমিত্র। মঙ্গলবার লোকসভায় বসে থাকা তৃণমূল সাংসদদের দিকে আঙুল তুলে সৌমিত্র বলেন, পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনও নির্বাচন হয় না। পশ্চিমবঙ্গে এটা একটা ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে শাসক দল রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি এবং আদালতের কথা শুনবে না। নির্বাচন কমিশন বা কেঃদ্রীয় বাহিনীর অনুপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হতে পারে না। তিনি এদিন বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ২০০ জনেরও বেশি বিজেপি কর্মীকে খুন করা হয়েছে। এমনকি সাম্প্রতিক নির্বাচনের পরেও যুব মোর্চার কর্মীকেও খুন হতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।

যমুনা নদীতে তলিয়ে গেল দুই ভাই

দুরন্ত বার্তা, হলদিবাড়ি, ২ জুলাই ঃ যমুনা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই ভাই। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে দুই ভাইয়ের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে ৩০ জনের এনডিআরএফ কর্মীদের একটি দল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই ভাইয়ের নাম শুভ বিশ্বাস ও ঋত্বিক বিশ্বাস। তাদের বাড়ি বেরুবাড়ি বাজার সংলগ্ন শালবাগান তোফাপাড়া গ্রামে। বড় ভাই শুভ বিশ্বাস বেরুবাড়ি তপশিলি ফ্রি বিদ্যালয়ের ক্লাস সিক্সের ছাত্র। ছোট ভাই ঋত্বিক বিশ্বাস তোফাপারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস থ্রিতে পড়ে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে স্কুল থেকে আসার পর খেলার নাম করে দুই ভাই সাইকেল নিয়ে বের হয়। সন্ধ্যে হয়ে গেলেও তারা বাড়ি না ফেরায় বাড়ির লোক খোঁজাখুজি শুরু করেন। স্থানীয়দের কাছ থেকে জানতে পারেন তারা বেরুবাড়ি বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর দিকে গিয়েছে। তারপর সেখানে গিয়ে ভরা নদীর পাড়ে তাদের জামাপ্যান্ট ও সাইকেল পড়ে থাকতে দেখেন পরিবারের লোকেরা। খবর যায় মানিকগঞ্জ আউটপোস্টের পুলিশের কাছে। রাতভর খোঁজাখুজির তাদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবার সহ স্থানীয়দের অনুমান স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গিয়েছে দুই ভাই। এদিন সকালে দুই ভাইয়ের খোঁজে এলাকায় পৌঁছোয় গোরুবাথান থেকে আগত এনডিআরএফের ৩০ সদস্যের একটি দল।

ফাঁকা বাড়িতে চুরি, গয়না-টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা

দুরন্ত বার্তা, নিশিগঞ্জ, ২ জুলাই ঃ দিনে দুপুরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল নিশিগঞ্জে। সোমবার নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন বাজার সংলগ্ন চকিয়ারছড়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার সুমতি নমদাস নামে গৃহবধূর বাড়িতে চুরি হয়। তিনি বেসরকারি স্কুলে কাজ করেন। এদিন তাঁর বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে দুটি ঘরের দরজার তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে চোরের দল। এরপর আলমারি ও আসবাবপত্র ভেঙে নগদ টাকা ও মূল্যবান গয়না নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। সুমতি নমদাসের স্বামী শিলিগুড়িতে কাজ করেন। দুই সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে একাই থাকেন তিনি। এদিন বিকালে বাড়ি ফিরে এসে চুরির ঘটনা নজরে আসে বাড়ির লোকজনদের। খবর চাউর হতেই প্রতিবেশীরা ভিড় জমান। সুমতি নমদাস বলেন, ' স্কুলে পাঠিয়ে নিজে স্কুলে যাই। ছেলে স্কুল থেকে আগে বাড়ি ফিরে এসে দেখে ঘরের দরজার তালা ভাঙা। ঘরের আলমারি লণ্ডভণ্ড করে নগদ নয় হাজার টাকা ও সমস্ত সোনা-রূপার গয়না চুরি করে নিয়ে গিয়েছে চোরেরা।' নিশিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে চুরির অভিযোগ জানানো হয়।

মাদারস ওয়াক্স মিউজিয়াম স্টেশনের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে জিএম

কলকাতা, ২ জুলাই ঃ শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে অরেঞ্জ লাইনের নির্মাণাধীন মাদারস ওয়াক্স মিউজিয়াম স্টেশনের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন। শ্রী ভি.কে. শ্রীবাস্তব, পিসিই, মেট্রো রেলওয়ে এবং শ্রী অমিত রায়,পিইডিআরভিএনএল এই পরিদর্শনের সময় তাঁর সাথে ছিলেন।এই পরিদর্শন শেষ করার পরে, জেনারেল ম্যানেজার মাদারস ওয়াক্স মিউজিয়াম স্টেশন সাইটে মেট্রোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকও করেছেন। শ্রী রেড্ডি মাদারস ওয়াক্স মিউজিয়াম স্টেশনের কাজের সার্বিক অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

ধসের জেরে বন্ধ পাহাড়ের রাস্তা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ জুলাই ঃ ভোগান্তির যেন শেষ নেই পাহাড় পথে। বর্ষণের জেরে বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এর জেরে এমনিতেই চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তার ওপর মঙ্গলবার বন্ধ হল একাধিক রাস্তা। প্রশাসন সূত্রের খবর, ধসের জেরে এদিন তিস্তা থেকে দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যান চলাচল বন্ধ রয়েছে কালিম্পং এবং পানবু সড়কে। গোরুবাথান থেকে মংপং সড়কের পরিস্থিতিও যথেষ্ট খারাপ। যে কোনও সময় রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। জোড়বাংলো-তিস্তা রোডে ৩ মাইল থেকে ৬ মাইলের মধ্যেও ভূমিধসের খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রশাসনের তরফে অস্বাভাবিক বৃষ্টির কথা বলা হলেও, ঠিক মতো রাস্তা মেরামতি না হওয়ার ফল ভুগতে হচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

ঘুরছে চিতাবাঘ! আতঙ্কে গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, উছলপুকুরি, ২ জুলাই ঃ অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ ঘিরে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়াল বাসিন্দাদের মধ্যে। ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো ঘুম উড়েছে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের উছলপুকুরির বাসিন্দাদের। এলাকায় চিতাবাঘ রয়েছে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা। যদিও বন দপ্তরের তরফে চিতাবাঘের উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি। ভবেন বর্মন নামে এক বাসিন্দার কথায়, রবিবার গভীর রাতে পাড়ার কুকুরগুলো খুব চিৎকার করছিল। সকালে উঠে বিভিন্ন জায়গায় অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ দেখতে পাই। ছাপগুলি চিতাবাঘের বলে মনে হচ্ছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ভয়ে অনেকেই বাড়ি থেকে বের হতে চাইছেন না। গবাদি পশুগুলিকেও মাঠে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আতঙ্কে সোমবার অনেকেই বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাননি। এদিন ঘটনাস্থলে আসেন বন দপ্তরের কর্মীরা। বনবিভাগের মাথাভাঙ্গা রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দাস জানান, পায়ের ছাপগুলি সম্ভবত শেয়ালের।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই (জি)/ সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর ডিভিসন কর্তৃক নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট যোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন অফলাইন টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোডকৃত টেন্ডার নথি মনোযোগ দিয়ে দেখুন। ক্র.নং-১। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইলেক্ট-সিএইচজি-এসটি-২৪-২৫-এএএল০৭, তারিখঃ ০১.০৭.২০২৪। কাজের নাম ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে তিন বছরের জন্য কোচিং মেইন্টেন্যান্স ডিপোগুলির (সাঁতরাগাছি, শালিমার, পদ্মপুকুর, রাউরকেল্লা, টাটানগর, হাটিয়া বা অন্য কোন ডিপো) আরএমপিইউ টাইপ এসি কোচগুলির ২৫ কেভিএ ইনভার্টারগুলির (অটোমিটার অ্যালায়েন্স নির্মিত) বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি)। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,৭০,৪৬,২১৯.০৮ টাকা। **ইএমডি/বিড সিকিউরিটিঃ** ২,৮৫,২০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৭.২০২৪, সকাল ১০.৩০ মিনিট। ক্র.নং-২। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইলেক্ট-সিএইচজি-২৪-২৫-হাইমাস্ট৮, তারিখঃ ০১.০৭.২০২৪। কাজের নাম ঃ সাঁতরাগাছি ঃ নতুন হাইমাস্ট ও অক্টাগোনাল পোল স্থাপন এবং** ওল্ড ল্যাটিস টাওয়ারগুলি, রেল পোলগুলি ভেঙে ফেলার মাধ্যমে আলোকিতকরণ, বিবর্ধন ও ব্রাইটস্কেপ রূপান্তর। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৯৩,৮৯,৫৫৩.২৯ টাকা। **ইএমডি/বিড সিকিউরিটিঃ** ১,৮৭,৮০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৫.০৭.২০২৪, সকাল ১১টা। ক্র.নং-৩। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইলেক্ট-সিএইচজি-২৪-২৫-স্কুল-৯, তারিখঃ ০১.০৭.২০২৪। কাজের নামঃ** সাঁতরাগাছির জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে মিক্সড এইচএস স্কুল (ইএম)/ সাঁতরাগাছি-র উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৯,৪২,৪৯৯.৪৬ টাকা। **ইএমডি/বিড সিকিউরিটিঃ** ১৮,৯০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৭.২০২৪, সকাল ১১টা। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ প্রদত্ত আছে। **(PR-334)**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (WS), BPS invites tender online quotation two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/WS/BBPS/24-25/10/1st Call
Name of work : **Installation of 20 HP submersible pump for boosting local supply services at Behala BPS.** Estimated Cost : **Rs.2,27,525.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **03 Days.**

2. NIT NO. : KMC/WS/SPBPS/HT-PUMP/ 23-24/04/1st Call
Name of work : **Restoration of service of H.T. Centrifugal Pump No.01 at Senpally BPS.** Estimated Cost : **Rs.2,19,678.50.** Earnest Money : **Rs.4,400.00.** Period of Completion : **30 Days.**

3. NIT NO. : KMC/WS/BNSBPS/24-25/05/1st Call
Name of work : **Restoration of service of submersible pump unit no.3 and 6 of Bansdroni BPS.** Estimated Cost : **Rs.1,39,060.84.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **10 Days.** Last date of Submission of Bid : **16.07.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1), 13.07.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.2) and 16.07.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.3).** Tender will be opened on : **18.07.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1), 15.07.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.2) and 19.07.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.3).** The bid forms and other details are available on and from **03.07.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2) and 05.07.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).**

The Director General (M)/Roads, KMC invites tender online quotation two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-04/2024-25
Name of work : **Supply, fitting, fixing of spare parts for burners of Plant no.2 at Asphaltum Goragacha under Roads Mechanical Department.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **7 Days.**

2. NIT NO. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-02/2024-25
Name of work : **Maintenance below the Bitumen Tanks by lifting and reusing spillage Bitumen at Asphaltum Goragacha.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.8,500.00.** Period of Completion : **300 Days.**

3. NIT NO. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-03/2024-25
Name of work : **Periodical maintenance of burners at Asphaltum Goragacha.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **365 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **18.07.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1), 18.07.2024 at 12 noon (for Sl.No.2) and 18.07.2024 at 1 p.m. (for Sl.No.3).** Bid opening date for technical proposal : **20.07.2024 at 2.30 p.m. (for Sl.No.1), 20.07.2024 at 1 p.m. (for Sl.No.2) and 20.07.2024 at 1.30 p.m. (for Sl.No.3).** The bid forms and other details are available on and from **09.07.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1), 06.07.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.2) and 08.07.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.3).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 3).**

The Dy. C.E.(C) (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/DCE(PS)/IX/75/01/24-25 (1st Call)
Name of work : **Repairing and maintenance of Karbala Park with other miscellaneous work for Muharram, 2024 in Ward No.75, Borough-IX.** Estimated Cost : **Rs.4,29,898.00.** Earnest Money : **Rs.8,600.00.** Period of Completion : **20 Days.** Last date and time of submission of bid : **10.07.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **03.07.2024 at 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The E.E. (W.S)/(TPS), KMC invites tender online in two bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/WS/TPS/22/2024-2025
Name of work : **Provision of storm water dewatering arrangement at Garden near P-Quarter of TPS.** Estimated Amount : **Rs.3,98,903.77.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **15 Days.** Last date and time of submission of bid : **16.07.2024 upto 2 p.m.** For detail information please visit website : **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply/ GRWW), KMC invites e-Tender for the following work :-

NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/184
Name of work : **Erection of MS 450 MM Dia Sludge Disposal Water Spout of WTP-IV at Pond No.3 at South West Corner of Mazumdar Para.** Estimated Amount : **Rs.2,70,919.00.** Earnest Money : **Rs.5,418.00.** Period of Completion : **10 Days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) : **10.07.2024 at 2 p.m./12.07.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC invites online percentage rate tender in two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/022/2024-25, Dated - 01/07/2024
Name of work : **Making wooden computer table, rack and other necessary works at Room No.227 for BRS & WBUES Processing Unit at 2nd Floor of CMO Building.** Estimated Cost (Including GST & LWC) : **Rs.1,54,475.00.** Earnest Money : **Rs.3,100.00.** Period of Completion : **15 Days.**

2. NIT NO. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/023/2024-25, Dated - 02/07/2024
Name of work : **Engagement of consultant for the Proposal Community Centre and Guest House at Dilkhusha Street with provision of soil investigation work and structural detailing work.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **180 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **13.07.2024 at 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** The Bid form and other details are available on and from **05.07.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

164 / 24-25

টম অ্যালড্রেডকে সই করাল মোহনবাগান

কলকাতা লিগে ম্যাড়মেড়ে শুরু, বাগানকে আটকে দিল ভবানীপুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাইঃ কলকাতা লিগের প্রথম ম্যাচেই আটকে গেল মোহনবাগান। ভবানীপুরের বিরুদ্ধে জিততে পারল না সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। মঙ্গলবার দু'দলের ম্যাচ শেষ হল ১-১ গোলে। টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে ৭ গোল দিয়ে কলকাতা লিগ শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। কলকাতা ময়দানের আর এর প্রধান মহমেডানও উয়াড়িকে প্রথম ম্যাচেই ৬ গোল দিয়েছিল। সেই তুলনায় মোহনবাগানের শুরুটা হল ম্যাড়মেড়ে ভাবে। বড় ব্যবধানে জেতা দূরের কথা প্রথম ম্যাচে ৩ পয়েন্ট ঘরে তুলতে পারল না আইএসএল চ্যাম্পিয়ন। মোহনবাগানের পক্ষে ম্যাচের ১০ মিনিটে গোল করেন শিবাজিৎ সিংহ। তবে এই সুবিধা বেশি ক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি সবুজ-মেরুন শিবির। ১৭ মিনিটের মাথায় ভবানীপুরের হয়ে সমতা ফেরান জীতেন মুর্মু। ম্যাচের প্রথমার্ধেই হয় দু'টি গোল। দ্বিতীয়ার্ধে চেষ্টা করেও গোল করতে পারেনি উভয় পক্ষ। মোহনবাগানের খেলায় পরিকল্পনার অভাব দেখা গিয়েছে। চোখে পড়েছে প্রস্তুতির খামতিও। তুলনায় ভবানীপুরের ফুটবলারেরা গুছিয়ে খেলার চেষ্টা করেন। সবুজ-মেরুন ফুটবলারেরা মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণও নিতে পারেননি সে ভাবে। অন্যদিকে আইএসএলের নতুন মরসুমের আগে চমক নিয়ে ফের হাজির মোহনবাগান। দল ভারী করতে এ বার সবুম-মেরুন নিয়ে হাজির আর এক বিদেশি ফুটবলারকে। গতবার মোহনবাগান আইএসএল লিগ শিল্ড জিতেছে। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। এ বার এএফসি কাপেও ভালো পারফর্ম করতে চায় মোহনবাগান। যে কারণে সেরা বিদেশি ফুটবলারে নজর সবুজ-মেরুন শিবিরের। এ বার অস্ট্রেলিয়ার এ লিগের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার টম অ্যালড্রেডকে সই করাল বাগান শিবির। ৩৩ বছর বয়সী টম অ্যালড্রেডকে সই করানোর খবর এক ভিডিয়ো শেয়ার করে জানিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, 'জর্ডনের বিকল্প হিসেবে এই তারকার দিকে নজর লাল-হলুদের।' একইসঙ্গে একজনকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'টম অ্যালড্রেডকে সই করানোর জন্য কেরালা ব্লাস্টার্সের সঙ্গে লড়াইয়ে চলে এসেছে ইস্টবেঙ্গল।' এরপরই ভিডিয়োতে রয়েছে চমক। টমের বেশ কয়েকটি খেলার ভিডিয়ো দিয়ে শেষে লেখা হয়েছে মোহনবাগানে স্বাগতম। মোহনবাগানের হেড কোচ মলিনা বলেন, ''টম অ্যালড্রেড একজন অভিজ্ঞ প্লেয়ার। আমাদের ডিফেন্সকে শক্তিশালী করবে। ওর শারীরিক গঠন ভালো। ও বলপ্রবণ। রক্ষণাত্মকভাবে খুব আক্রমণাত্মক। টম যে কোনও ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।'' বাগান শিবিরে যোগ দিয়ে টম বলেন, ''মোহনবাগানে সই করে দারুণ লাগছে। সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে চাপাব ভেবে গর্ববোধ হচ্ছে। টিমের হয়ে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। আমি ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায় খেলেছি। এ বার ভারতে খেলব। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এবং আইএসএলে এই দলের হয়ে ভালো পারফর্ম করতে চাই। কলকাতায় গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করার জন্য এবং ওখানে খেলা শুরু করার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।''

কলকাতার পাশাপাশি আরও দুই নতুন শহরে ডুরান্ড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাইঃ নতুন মরসুমে বল গড়ানো শুরু হয়ে গিয়েছে। কলকাতা লিগ দিয়ে ফুটবল মরসুমের সূচনা হয়েছে। এ বার ডুরান্ড কাপের ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে। এ বারও ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ডের সূচনা হবে কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। ফাইনালও অনুষ্ঠিত হবে সল্টলেক স্টেডিয়ামে। এই নিয়ে টানা পঞ্চমবার কলকাতায় ডুরান্ড কাপের আয়োজন হচ্ছে। বিগত কয়েক বছরগুলোতে ফুটবলের মক্কায় যেভাবে ডুরান্ড উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছে তাতে বেশ খুশি সেনা দফতর। গত বছর ডুরান্ড কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। চিরশত্রুকে হারিয়ে ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোহনবাগান। ডুরান্ড ফাইনাল ঘিরে উন্মাদনা পৌঁছেছিল চরমে। ১৩৩তম ডুরান্ড কাপ শুরু হবে ২৭ জুলাই থেকে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হবে উদ্বোধনী ম্যাচ। ফাইনাল ৩১ আগস্ট। মঙ্গলবার ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টার থেকে এই ঘোষণা করা হয়। কলকাতার পাশাপাশি গত বছরের মতো এ বারও ডুরান্ডের ম্যাচ হবে অসমের কোকরাঝাড়ে। এরই সঙ্গে এ বার ডুরান্ডের ম্যাচ হবে দুই নতুন শহর জামশেদপুর আর শিলংয়ে।

জিম্বাবোয়ে সফরে ডাক পেলেন সুদর্শন-জীতেশ-হর্ষিত

মুম্বই, ২ জুলাইঃ আর দিন চারেক পর ভারত-জিম্বাবোয়ে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ শুরু হবে। ইতিমধ্যেই এই সিরিজের জন্য রবি বিষ্ণোই, অভিষেক শর্মা, মুকেশ কুমাররা জিম্বাবোয়ে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে গিয়েছেন এই সিরিজে ভারতের কোচের দায়িত্বে থাকা ভিভিএস লক্ষ্মণও। এর মাঝে হঠাৎ করেই এক বিবৃতি দিয়ে বিসিসিআই জানিয়েছে, সাই সুদর্শন, জীতেশ শর্মা ও হর্ষিত রানাকে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম দু'টো টি-২০ সিরিজের জন্য স্কোয়াডে যোগ করা হল। আচমকাই কেন এই তিন ক্রিকেটারকে জিম্বাবোয়ে সফরের জন্য বেছে নেওয়া হল? বোর্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভারতের জিম্বাবোয়ে সফরের জন্য সঞ্জু স্যামসন, শিবম দুবে ও যশস্বী জয়সওয়ালের পরিবর্ত হিসেবে সাই সুদর্শন, জীতেশ শর্মা ও হর্ষিত রানাকে টিমে নেওয়া হল। আসলে বার্বাডোজে বেরিলের দাপট চলছে। যার ফলে সঞ্জু, শিবম ও যশস্বীরা এখনও ভারতে ফিরতে পারেননি। বার্বাডোজে পরিস্থিতি ঠিক হলে, সঞ্জু, শিবম ও যশস্বীরা আগে দেশে ফিরবেন। এবং তারপর হারারেতে যাবেন। বোর্ডের বিবৃতিতে বেরিলের দাপটের কথা জানানো হয়নি। কিন্তু মনে করা হচ্ছে বেরিল ভয়াবহ আকার ধারন করার জন্য চ্যাম্পিয়ন ভারতের এখনও দেশে ফেরা হয়নি। এই প্রথম বার জাতীয় দলে ডাক পেলেন কেকেআরের পেসার হর্ষিত রানা। গত বারের আইপিএল থেকে তিনি কেকেআরের হয়ে খেলছেন। এ বার তিনি বল হাতে দাপট দেখিয়েছিলেন। এর আগে রানা এমার্জিং এশিয়া কাপে ভারতের হয়ে খেলেছেন। অবশ্য সিনিয়র ক্রিকেট টিমে এই প্রথম বার ডাক পেলেন হর্ষিত রানা। এ বার দেখার শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় টিমে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে হর্ষিত রানা খেলার সুযোগ পান কিনা।

জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম দু'টো টি-টোয়েন্টি ম্যাচের স্কোয়াড-শুভমন গিল (ক্যাপ্টেন), ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, অভিষেক শর্মা, রিঙ্কু সিং, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার), রিয়ান পরাগ, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণোই, আবেশ খান, খলিল আহমেদ, মুকেশ কুমার, তুষার দেশপান্ডে, সাই সুদর্শন, জীতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), হর্ষিত রানা।

আর্জেন্টিনার অনুশীলনে ফিরলেন মেসি

নিউ জার্সি, ২ জুলাইঃ ভারতীয় সময় আগামী শুক্রবার 'বি' গ্রুপ রানার্সআপ একুয়েডরের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। কোপা আমেরিকায় শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরুর আগে মহাদেশীয় এই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছিল লিওনেল স্কালোনির দল। চিলির বিপক্ষে ম্যাচে উরুতে চোট পাওয়ার পর গত বৃহস্পতিবার থেকে আর্জেন্টিনার অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন মেসি। পেরুর বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের পুরোটা সময় ছিলেন বেঞ্চে। আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে, বেশ কিছু 'কাইনেসিওলজি সেশন' করার পর সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন মেসি। গত ২৫ জুন চিলির বিপক্ষে ১-০ গোলে জয়ের ম্যাচে ডান পায়ের উরুর সমস্যায় ভুগতে দেখা যায় মেসিকে। ২৪তম মিনিটে প্রাথমিক শুশ্রূষা নেন তিনি। খেলা চলাকালে পরে আরও কয়েকবার নিজেই উরুতে মালিশ করতে দেখা যায় তাকে। ম্যাচ শেষে নিজেই চোট পাওয়ার কথা জানান। পরে পেরুর বিপক্ষে বিশ্রামে থাকায় কোয়ার্টার ফাইনালে তার খেলা নিয়ে জাগে শঙ্কা। এবার অনুশীলন শুরু করায় একুয়েডরের বিপক্ষে আর্জেন্টিনা অধিনায়কের খেলা নিয়ে শঙ্কা কাটল কিছুটা।

কোপা আমেরিকা

আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রকে বিদায় করে শেষ আটে উরুগুয়ে, সঙ্গী পানামা

কানসাস, ২ জুলাইঃ কোপা আমেরিকায় আয়োজকদের দর্শক বানিয়ে দিল উরুগুয়ে। কানসাস সিটিতে আজ 'সি' গ্রুপের ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে ১-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শেষ আটে উঠেছে ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে। গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবে শেষ আটে উরুগুয়ের সঙ্গী হয়েছে পানামা। আজ অরল্যান্ডোতে একই সময়ে অনুষ্ঠিত গ্রুপের অন্য ম্যাচে বলিভিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে মধ্য আমেরিকার দেশটি। কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়ে খেলবে 'ডি' গ্রুপের রানার্সআপ দলের বিপক্ষে। অন্যদিকে

পানামার প্রতিপক্ষ হবে 'ডি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল। আগামীকাল সকালে ব্রাজিল-কলম্বিয়া ম্যাচের ওপর নির্ভর করছে কারা হবে 'ডি' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ। দুই ম্যাচ শেষে ৬ পয়েন্ট নিয়ে কলম্বিয়া আছে গ্রুপের শীর্ষে, ৪ পয়েন্ট নিয়ে ব্রাজিল দুইয়ে। ম্যাচটি জিতে গেলে ব্রাজিল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই উঠবে শেষ আটে। উরুগুয়ে জিতেছে ডিফেন্ডার মাতিয়াস অলিভিয়েরার ৬৬ মিনিটে করা একমাত্র গোলে। গোলটি নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে। টিভি রিপ্লেতে মনে হয়েছে অফসাইড পজিশনে ছিলেন অলিভিয়েরা। তবে ভিএআর ভেবেছে অন্যরকম। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রকে কখনোই মনে হয়নি এই ম্যাচটি জিততে পারে। অন্য ম্যাচে হোসে ফাহার্দোর গোলে ২২ মিনিটে এগিয়ে যায় পানামা। ৬৯ মিনিটে বলিভিয়াকে সমতায় ফেরান ব্রুনো মিরান্দা। ১০ মিনিট পর এদুয়ার্দো গেরেরোর গোলে এগিয়ে যাওয়া পানামা যোগ করা সময়ে পায় তৃতীয় গোলটি। এই গোলটি সেজার ইয়ানিসের।

আত্মঘাতী গোলে বেলজিয়ামের বিদায়, কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্স

ডুসেলডর্ফ, ২ জুলাইঃ ডুসেলডর্ফে ম্যাচের প্রথমার্ধটা ছিল প্রায় ম্যাড়মেড়ে। বিরতির পর জেগে ওঠার চেষ্টা করেছিল ফ্রান্স ও বেলজিয়াম। কিন্তু বলার মতো আক্রমণ তেমন হয়নি। তাই গোলটাও আসছিল না। শেষ পর্যন্ত ৮৫ মিনিটে গোলের তালা খোলেন ফ্রান্স স্ট্রাইকার রান্দাল কোলো মুয়ানি। ডান প্রান্তে বক্সের ভেতরে বল পেয়ে শট নেন কোলো মুয়ানি। সেই শট বেলজিয়াম ডিফেন্ডার ইয়ান ভার্টোগেনের পায়ে লেগে জালে! দুর্ভাগ্য বেলজিয়ামের সোনালি প্রজন্মের, এবারের ইউরোকে শেষ সুযোগ হিসেবে নিলেও শেষ পর্যন্ত তাদের বিদায় নিতে হলো আত্মঘাতী গোলে। কারণ, ভার্টোগেনের ওই আত্মঘাতী গোলে শেষ ষোলোর এ ম্যাচে ১-০ ব্যবধানের জয়ে ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ফ্রান্স। ম্যাচ শেষে ভার্টোগেনের শোকাহত মুখটা কষ্টই দিয়েছে বেলজিয়াম সমর্থকদের। তবে ম্যাচে তেমন ভালো খেলতে না পারার হতাশা পোড়াবে বেলজিয়াম দলকে। গোটা ম্যাচে ২২টি আক্রমণ করে তারা মাত্র ২টি শট পোস্টে রাখতে পেরেছে। ফ্রান্স ৫৮টি আক্রমণ করে চাপ বজায় রেখে শেষ পর্যন্ত জয়সূচক গোলটি তুলে নিয়েছে। শেষ ষোলোয় অন্য ম্যাচে পর্তুগাল স্লোভেনিয়াকে হারিয়ে দেওয়ায় কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের মুখোমুখি হবে পর্তুগাল। বিরতির আগে দুটি ভালো সুযোগ নষ্ট করা চুয়ামেনি দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। ৪৮ মিনিটে বক্সের ভেতর থেকে তাঁর ডান পায়ের শট বেলজিয়াম গোলকিপার কোয়েন কাস্তেলস ডাইভ দিয়ে না ঠেকালে গোল হয়ে যেত। গোলের নেশায় মরিয়া ফ্রান্স ধীরে ধীরে আক্রমণের ধারও বাড়াতে শুরু করে। এই ধারাবাহিকতায় ম্যাচের ৫৪ মিনিটে একক প্রচেষ্টায় বক্সে ঢুকে পোস্টের বাইরে শট নেন কিলিয়ান এমবাপে। বেলজিয়ামও আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করেছে। ৭০ মিনিটে কেভিন ডি ব্রুইনার পাস থেকে জোরালো শট নিয়েছিলেন বেলজিয়াম স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকু। কিন্তু ফ্রান্সের গোলকিপার মাইক মাইনন ডাইভ দিয়ে ঠেকান। ম্যাচের শেষ ১৫ মিনিটে বেলজিয়াম রক্ষণের আশপাশে চড়াও হয়ে খেলার চেষ্টা করেছে ফ্রান্স। এমবাপে, আঁতোয়ান গ্রিজমানরা শট নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু পোস্টে ছিল না বল। এর মধ্যেই ৮৩ মিনিটে গোলের দারুণ সুযোগ পেয়েছিলেন বেলজিয়াম মিডফিল্ডার ডি ব্রুইনা। বক্সের মাথা থেকে ডান পায়ের জোরালো শট নিয়েছিলেন ম্যানচেস্টার সিটি তারকা। মাইনন এ যাত্রায়ও চিনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান বেলজিয়ামের সামনে। প্রথমার্ধে কোনো দলই তেমন আক্রমণাত্মক খেলতে পারেনি। নকআউট ম্যাচ বলেই সম্ভবত দাবার মতো ছক কষে খেলা শুরু করেছিল দুই দল। এর মধ্যেই কিছুটা দাপট ছড়ানোর চেষ্টা করেছে ফ্রান্স। ৩৪ মিনিটে মার্কাস থুরামের হেড ডান পোস্টের পাশ ঘেঁষে গেছে। ৫ মিনিট পোস্টের বাইরে শট নেন ফরাসি মিডফিল্ডার অঁরেলিয়ে চুয়ামেনি। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে বক্সের জটলার ভেতর থেকে গোলের সবচেয়ে ভালো সুযোগ চুয়ামেনিই পেয়েছিলেন। কিন্তু এবারও পোস্টের ওপর দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। প্রথমার্ধে বেলজিয়ামের রক্ষণে ২৫টি আক্রমণ করেছে ফ্রান্স। ৮টি শট নিয়ে মাত্র একটি শট বেলজিয়ামের পোস্টে রাখতে পেরেছে ফ্রান্স। বেলজিয়াম ১১ বার আক্রমণ করে একটি শটও পোস্টে রাখতে পারেনি।

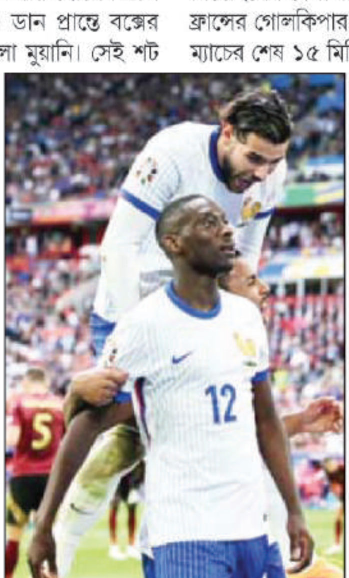

উইম্বলডন

প্রথম রাউন্ডেই মিওমির কাছে হেরে ছিটকে গেলেন সুমিত নাগাল

লন্ডন, ২ জুলাইঃ উইম্বলডনের শুরুতেই ধাক্কা খেলেন সুমিত নাগাল। ছিটকে গেলেন টুর্নামেন্ট থেকে প্রথম রাউন্ডে হেরেই। সুমিত হেরে গেলেন সার্বিয়ার মিওমির কেসমানোভিকের বিরুদ্ধে। ভারতের টেনিস তারকা হেরে যান ২-৬, ৬-৩, ৩-৬, ৪-৬ গেমে। এদিন কোনওভাবেই ছন্দে ছিলেন না সুমিত। প্রথম গেমেই ২-৬ ব্যবধানে হেরে যান। যদিও দ্বিতীয় সেটে লড়াইয়ে ফিরে এসেছিলেন। ৬-৩ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরের দুটো সেটে পরপর জিতে ম্যাচ জিতে যান সার্বিয়ান তারকা। প্রায় ২

ঘণ্টা ৪৮ মিনিটের লড়াই চলে সুমিত ও মিওমির মধ্যে। কিন্তু শেষ হাসি হাসেন সার্বিয়ান তারকাই। ২৪ বছরের মিওমির খেলা টুর্নামেন্টের শুরুর আগেই বিশেষজ্ঞদের নজরে এসেছিল। এটাই ছিল উইম্বলডনে নিজের প্রথম ম্যাচ সুমিতের। কিন্তু ২৬ বছরের ভারতীয় টেনিস তারক পারলেন না তা স্মরণীয় করে রাখতে। এর আগে ২০১৫ সালে উইম্বলডনে বয়েজ ডাবলস খেতাব জিতেছিলেন সুমিত। ভিয়েতনামের নাম হোয়াঙ্গ লি'কে সঙ্গী করে ডাবলসের খেতাব জিতেছিলেন তিনি সেবার। কিন্তু সিঙ্গলসে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন এদিনই। বিশ্বের ৭১ নম্বর সুমিতের বছরের শুরুটা দারুণ কেটেছে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন কাজাখাস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বের ২৭ নম্বর আলেকজান্ডার বাবলিককে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছিলেন সুমিত। প্রায় ২ ঘণ্টা ৩৮ মিনিটের লড়াই শেষে নাগাল জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সুমিত। সেই ম্যাচে সুমিত জিতেছিলেন ৬-৪, ৬-২, ৭-৬ (৭-৫) ব্যবধানে। উইম্বলডনেও ইতিহাস গড়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু পারলেন না সুমিত।

কস্তার হাতের জাদুতে রোনাল্ডোর কান্না থামিয়ে পর্তুগাল কোয়ার্টার ফাইনালে

ইউরো কাপ

ফ্রাঙ্কফুর্ট অ্যারেনা, ২ জুলাইঃ অতিরিক্ত সময়ের খেলায় তখন বিরতি। মাঠের এক পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে পর্তুগালের খেলোয়াড়েরা। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো সেখানে শিশুর মতো কাঁদছিলেন। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধে খেলার শেষ মিনিটে (১০৫) পেনাল্টি পেয়েছিল পর্তুগাল। ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলে পেনাল্টিতে দেড়শো গোলের মাইলফলক ছোঁয়া, সর্বশেষ ১৩ পেনাল্টিতেই গোল করা রোনাল্ডো আজ সেই পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারেননি। স্লোভেনিয়া গোলকিপার ইয়ান ওবলাক কিনা বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে বলটা ঠেকিয়ে দিলেন! অতিরিক্ত সময়ের তখন ১১৫ মিনিট। পর্তুগালের রক্ষণে বিরাট ভুল করে বসলেন পেপে। এবার ইউরোয় সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড়ের রেকর্ড গড়া ৪১ বছর বয়সী পেপে পাস ধরে পায়ে রাখতে পারেননি। পেয়ে যান স্লোভেনিয়া ফরোয়ার্ড বেঞ্জামিন সেসকো। বল নিয়ে টান দিতেই সামনে পর্তুগাল গোলকিপার ডিওগো কস্তা। বাঁ পা'টা বাড়িয়ে সেসকোর শট রুখে কস্তা সে যাত্রায় পর্তুগালের বিদায়ও ঠেকালেন। ফুটবলের বড় প্রতিযোগিতায় প্রথম নকআউটে ওঠা স্লোভেনিয়া সুযোগটা নষ্ট করে পরে কপাল চাপড়েছে। কারণ সেই কস্তাই। টাইব্রেকারে টানা তিনটি শট ঠেকিয়েছেন পর্তুগিজ 'অতিমানব'! নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় মিলিয়ে গোলশূন্য ছিল দুই দল। টাইব্রেকারে কস্তার হাত দুটি এতই চওড়া হয়ে উঠেছিল যে স্লোভেনিয়া প্রথম তিনটি শটেই লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি। পর্তুগালের হয়ে লক্ষ্যভেদ করেন রোনাল্ডো, ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও বের্নার্দো সিলভা। টাইব্রেকারে ৩-০ গোলের জয়ে ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল পর্তুগাল। সেমিফাইনালে ওঠার

লড়াইয়ে ফ্রান্সের মুখোমুখি হবেন রোনাল্ডোরা। শেষ ষোলোয় বেলজিয়ামকে ১-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ফ্রান্স। টাইব্রেকারে স্লোভেনিয়ার জোসিপ ইলিচিচ, জুরে বালকোভেচ ও বেঞ্জামিন ভারবিচের শট ঠেকান কস্তা। শেষ শটটি ঠেকানোর পর মাঝমাঠে সতীর্থদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা রোনাল্ডোর মুখে হাসি ফুটেছে। নির্ধারিত সময়ের দুই অর্ধ মিলিয়ে তিনটি ফ্রি-কিক নিয়েও গোল পাননি। বল একবার পোস্টের ওপর দিয়ে গিয়েছে, বাকি দুবার ঠেকিয়েছে ওবলাকের বিশ্বস্ত হাত। ৮৯ মিনিটে বাঁ প্রান্ত থেকে আসা পাসে দারুণ সুযোগ থেকে শটও নিয়েছিলেন। এবারও প্রাচীর সেই ওবলাক! টাইব্রেকারে শেষ পর্যন্ত সেই প্রাচীর গলে লক্ষ্যভেদ করেছেন রোনাল্ডো। উদ্‌যাপন করেছেন দুহাত তুলে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে। সেটি পেনাল্টি মিসের জন্য। কিন্তু কস্তা যা করছিলেন, তাতে রোনাল্ডোর মুখে স্বস্তির হাসি ফুটতই। তবে পর্তুগালের সমর্থকদের সম্ভবত তখন রোনাল্ডোকে নিয়ে ভাবার সময় ছিল না। চোখের সামনে অবিশ্বাস্য কিছু ঘটতে দেখলে কার ওসবে মন থাকে! ইউরোর ইতিহাসে টাইব্রেকারে প্রথম গোলকিপার হিসেবে তিনটি পেনাল্টি সেভ করলেন কস্তা ফ্রাঙ্কফুর্ট অ্যারেনায় পর্তুগাল সমর্থকদের চোখেমুখে তখন অবিশ্বাস! কান্না ভুলে রোনাল্ডোর মুখেও হাসি। পরে তো তাঁকে বুকেও টানলেন। পর্তুগাল এই আনন্দে মাততে পারত অনেক আগেই। স্লোভেনিয়ার রক্ষণে মোট ৯৩টি আক্রমণ করেছে রবার্তো মার্তিনেজের দল। গোল হওয়ার মতো আক্রমণ ছিল ২০টি। সেখান থেকে পোস্টে রাখতে পেরেছে ৬টি শট। দুই অর্ধেই গোলের বেশ ভালো কয়েকটি সুযোগ পেয়েছে পর্তুগাল। অতিরিক্ত সময়ের একদম শেষ দিকে গোলের সেরা সুযোগটি পেয়েছে পর্তুগাল। বল নিয়ে স্লোভেনিয়ার রক্ষণে ঢুকে পড়েছিলেন ভিতিনহার বদলি নামা পর্তুগিজ দিয়োগো জোতা। স্লোভেনিয়ার ডিফেন্ডার ভানজা দারকুসিচ তাঁকে ফেলে দিয়ে পেনাল্টি হজম করেন। ওবলাক সে যাত্রায় রোনাল্ডোকে ঠেকিয়েছিলেন বলে রক্ষা। সুযোগ পেলে প্রতিআক্রমণকে পুঁজি করে খেলা স্লোভেনিয়াও গোলের সুযোগ পেয়েছিল। পেপের ভুলে প্রথমার্ধে পাওয়া সুযোগ নষ্ট করেন সেসকো। বল মারেন পোস্টের বাইরে। গত মার্চে প্রীতি ম্যাচে স্লোভেনিয়ার কাছে ২-০ গোলে হেরেছিল পর্তুগাল। এবার মুখোমুখিতে পর্তুগালের প্রায় ৭০ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে বারবার আক্রমণে ওঠা বলে দেয়, হিসাবটা মিটিয়ে ফেলার ইচ্ছাই ছিল ব্রুনো ফার্নান্দেজদের। তবে স্লোভেনিয়ান রক্ষণ দুই অর্ধেই সাহস নিয়ে লড়েছে। প্রথমার্ধে রোনাল্ডোকে সেভাবে বল পেতে দেয়নি। দুই প্রান্তে রাফায়েল লেয়াও ও সিলভাকেও ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছে স্লোভেনিয়ান রক্ষণ। গ্রুপ পর্বে সব ম্যাচ ড্র করেছে স্লোভেনিয়া। শেষ ষোলোতেও নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় মিলিয়ে হারেনি তারা। দুভার্গ্য টাইব্রেকারে। তবু মাথা উঁচুই থাকবে।

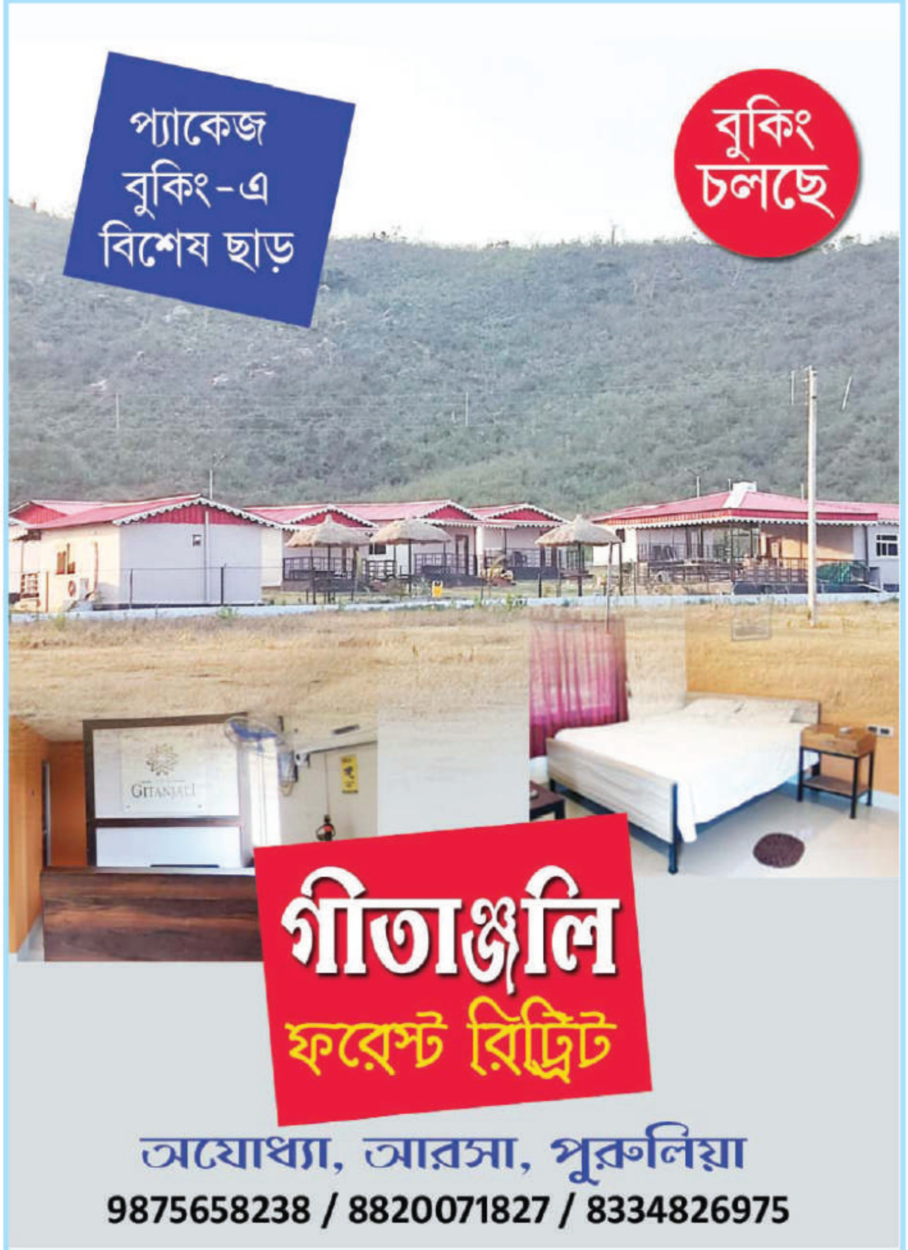

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com